পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 45 Wednesday, 14 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা ❋ ২৯ পৌষ ১৪৩২, বুধবার, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘বিজেপি-কমিশন মিলে মানুষের গণতন্ত্র চুরি করছে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ফের আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে নাম না করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে নজিরবিহীন আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। একরাশ বিরক্তি নিয়ে এদিন মমতা বলেন, ‘‘এখানকার ইলেকশন কমিশনের এক ভুঁড়িওয়ালা আধিকারিক, টাকা রাস্তায় ছোড়া থেকে শুরু করে নানা কেলেঙ্কারির নায়ক। নাম বলছি না, নাম মনে পড়লেই লজ্জা লাগে।’’ মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ওই আধিকারিক একটি তালিকা দেখিয়ে দাবি করেছেন, তৃণমূলের তরফে নাকি আট জনের ‘ক্লেম অ্যান্ড অবজেকশন’ জানানো হয়েছে। কিন্তু সেই তালিকা প্রকাশই করা হচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, ‘‘লিস্টই যদি না দেখানো হয়, তাহলে মানুষ জানবে কী করে? নোটিস পাওয়ার পরেই তো তারা জানতে পারছে। কখনও আবার অ্যাম্বুল্যান্সে করে শুনানিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে- তখন গিয়ে বিষয়টা বুঝছে।’’ সিইও-কে নিশানা এই প্রথম নয়। গত বছর অক্টোবরেও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা জানিয়েছিলেন, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদের ‘বসিয়ে’ রেখে রাজ্যের সিইও ‘অতি সক্রিয়তা’ দেখাচ্ছেন। সিইওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে বলেও দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারিও দেন সিইও-কে। যা নিয়ে নির্বাচন কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করে। বস্তুত, এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও ওড়িশা থেকে লোক এনে বাংলায় ভোট দেওয়ানোর চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন থানার আওতায় ইআরও ও ডিএম অফিস থেকে নাকি একেক জায়গায় ১০ হাজার করে নাম ‘ব্ল্যাক’ করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এটা করা যায় না। ওদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। খাতরাতে ধরা পড়েছে। মালদহে লোক ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছে। শুনানির সময়সূচি নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, এখন বলা হচ্ছে ১৩-১৪ তারিখ পর্যন্ত হিয়ারিং হবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হোয়াটসঅ্যাপে জানানো হচ্ছে। মমতার অভিযোগ, বিজেপি যা বলছে, উনি প্রতি মুহূর্তে সেটাই বদলাচ্ছেন। মাইক্রো-অবজার্ভার নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মমতা। তাঁর প্রশ্ন, ‘‘যা কোনও রাজ্যে নেই, তা বাংলায় কেন? এরা তো অ্যালাওড নয়। অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ডে এসআইআর হয়নি কেন? ক’টা রাজ্যে মাইক্রো-অবজার্ভার আনা হয়েছে?’’ নির্বাচন কমিশনের প্রতি সম্মান রেখেই তিনি বলেন, ‘‘আমরা নির্বাচন কমিশনকে সম্মান করি। কিন্তু নিয়ম মেনে চলতেই হবে।’’ সব মিলিয়ে, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে নবান্ন থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। উল্লেখ্য, রাতের অন্ধকারে একটি রহস্যজনক গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি নেতাদের একটি গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩,০০০ থেকে ৪,০০০টি ফর্ম ৭-ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটার আবেদনপত্র। শুধু তাই নয়, ফর্মগুলির অধিকাংশেই আগে থেকেই লেখা ছিল জেলার বিভিন্ন এলাকার ভোটারদের নাম ও ব্যক্তিগত তথ্য। পুলিশ সূত্রের দাবি, তার বড় অংশই বাঁকুড়ার তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে কার্যত বিস্ফোরক মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে এক বন্ধনীতে রেখে তিনি বলেন, ‘‘একটা ছবি দেখাচ্ছি। গাড়িতে করে প্রায় ১০ হাজার ফর্ম নিয়ে গেছে ডিলিট করার জন্য। ফাইলের পর ফাইল, বস্তায় বস্তায় কাগজ।’’ এরপরই কমিশন-বিজেপিকে এক বন্ধনীতে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এগুলো মানুষের অধিকার চুরি নয়? তথ্য চুরি করছে, গণতন্ত্র চুরি করছে। জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলতে চাইছে।’’ মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর এসআইআর ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনার আবহ আরও বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, ‘‘আমার কাছে খবর আছে ফোর্ট উইলিয়ামে বসে একজন কমান্ড্যান্ট এসআইআর-এর কাজ করছেন। বিজেপির কাজ করছেন।’’ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘‘কয়লা থেকে হাওয়ালা- সীমান্ত কার হাতে? কাস্টমস কার হাতে? সিআইএসএফ কার হাতে? বাইরে থেকে কে প্লেনে আসছে, সবই তো কেন্দ্র দেখে। আর্মিও তোমাদের হাতে।’’ তাঁর অভিযোগ, সেনাবাহিনী ও কেন্দ্রীয় সংস্থার একাংশকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘যাঁরা সত্যিকারের চোর-ডাকাত, তাঁদের ধরুন।’’ মধ্যপ্রদেশের এক নেতার বাংলায় উপস্থিতি নিয়েও কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘বাংলায় শান্তিতে থাকতে পারেন, এখানকার মিষ্টিও খাওয়ানো হবে, কিন্তু বাংলার মানুষকে যেন হেনস্থা না করা হয়।’’ ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলে প্রশ্ন তোলেন- ‘‘ওখানে মারবেন, আর এখানে এসে বাঙালির নাম বাদ দেবেন?’’ নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিএলএ-১ ও বিএলএ-২-কে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়ার কথা জানিয়ে বলেন, ‘‘বস্তা করে কেউ অস্ত্র বা বোমা আনছে কি না, সেটা দেখা আমার দায়িত্ব। আমার রাজ্যে শান্তি রক্ষা করতেই হবে।’’ একই সঙ্গে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে মমতার অভিযোগ, বাংলার বিষয়ে একের পর এক সরকারি সার্টিফিকেট বাতিল করা হচ্ছে- কার নির্দেশে? প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘‘বিহারে তো এমনটা হয়নি।’’ মহাভারতের উপমা টেনে তাঁর মন্তব্য, ‘‘দুর্যোধন-দুঃশাসনের পথে বাংলা জয় হবে না। ক্ষমতা থাকলে লড়াই করো।’’ বেআইনি নথি প্রসঙ্গে কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘যেখানে যেখানে অনুমোদিত নয়, এমন কাগজ বা বাক্সে নথি পাওয়া যাবে, সেখানে এফআইআর করতে হবে।’ সাধারণ মানুষ ও মিডিয়াকেও তথ্য পেলে পুলিশে জানানোর আহ্বান জানান তিনি। সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে দিল্লির মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘‘কোর্টে কেসই হয়নি, অথচ মিডিয়া ট্রায়াল চলছে।’’ সব মিলিয়ে, নবান্নের বৈঠক থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের স্পষ্ট বার্তা, বাংলার স্বার্থ ও শান্তি রক্ষায় কোনও আপস নয়, কেন্দ্রীয় চাপের বিরুদ্ধেও বাংলা কঠোর অবস্থানেই থাকবে।

আমার কাছে খবর আছে, ফোর্ট উইলিয়ামে বসে একজন কমান্ড্যান্ট এসআইআর-এর কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী

৩০ হাজার কোটির সম্পত্তি নয়ছয়!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ সুপ্রিম কোর্টে ইডি ধাক্কা খাওয়ার পরের দিনই রোজভ্যালির বাজেয়াপ্ত হওয়া প্রায় ৩০ হাজার কোটির সম্পত্তি নয়ছয় নিয়ে এসএফআইও (সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস)-কে তদন্ত শুরুর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী এক মাসের মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে। সেই রিপোর্টে কোনও অনিয়মের ইঙ্গিত পেলে এসএফআইও ফরেনসিক অডিট শুরু করবে বলেই জানানো হয়েছে। এই কাজের জন্য বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক কে এসএফআইও-কে দ্রুত অনুমোদন দিতে হবে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরানো দিলীপ শেঠ কমিটি বন্ধ করে দেওয়ায় এদিনও হতাশা প্রকাশ করে ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের বক্তব্য, পর পর সব অর্ডারে লেখা হচ্ছে, আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই কমিটির। কিন্তু তারপরও ভুক্তভোগীরা টাকা পাচ্ছেন না। কেন বন্ধ কেউ জানে না। প্রসঙ্গত, রোজভ্যালির সম্পত্তি আর্থিক নয়ছয় করার অভিযোগে হাইকোর্টের ফরেনসিক অডিটের নির্দেশ আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে ইডি-র দায়ের করা মামলা সোমবার খারিজ করে শীর্ষ আদালত। তারপরেই এদিন হাইকোর্ট যাবতীয় গাইড লাইন দিয়ে তদন্ত শুরুর নির্দেশ দেয় এসএফআইও-কে। কেন্দ্রীয় সংস্থার পর রাজ্যের অর্থ দফতরও রোজভ্যালি এডিসি কমিটির আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে ফরেনসিক অডিট করতে অস্বীকার করে। কিছুদিন আগে ডিভিশন বেঞ্চে লিখিতভাবে এ কথা রাজ্য জানায়। তাদের ফরেনসিক অডিট করার পরিকাঠামো ও দক্ষ লোক নেই বলে জানানো হয়। কিন্তু রাজ্যের তরফে এহেন বক্তব্যের পর হতাশ হয় হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, বিষয়টি খুবই হতাশাজনক।

নবান্নের বাইরে ধরনায় অনুমতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ আইপ্যাক-এ তল্লাশির সময় ফাইল চুরির অভিযোগ। নবান্নের কাছে ধরনায় বসতে চায় বিজেপি। হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মামলা দায়েরের অনুমতি দিল আদালত। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার এক বেনজির দৃশ্যের সাক্ষী থাকে বাংলা। কয়লা পাচার মামলায় আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়িতে ও অফিসে তল্লাশি চালান ইডি কর্তারা। তল্লাশির মাঝেই ঢুকে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ, নথি ছিনিয়ে নিয়ে আসেন তিনি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে নবান্নের বাইরে ধরনায় বসতে চায় বিজেপি। কিন্তু তাতে অনুমতি না মেলায় জল গড়ায় আদালতে। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের আইটি সেলের ইনচার্জ দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘যারা ভিতরে কোনওদিন বসতে পারবে না, তারা যদি বাইরে বসতে চায়, কী বলি! ওদের ভিতরে বসার বহুদিনের শখ। যিনি সবার আগে বসতে চান, শুভেন্দুবাবু তিনিই ধরনায় বসার ডাক দিয়েছিলেন। নিজের দলের সমীক্ষাতেও বুঝে গিয়েছেন, বিজেপি এবার ৫০-৬০-এর গণ্ডি পেরোতে পারবে না। তাই বাইরে বসে দুধের স্বাদ ঘোলা মেটাতে চাইছেন।’’ এদিকে, আইপ্যাক-এর মামলায় জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টেও। সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। মুখ্যমন্ত্রী-সহ ডিজি নগরপালের বিরুদ্ধে ১৭টি ধারায় সুপ্রিম কোর্টে মামলা ইডি-র। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, ডিজি-সিপির বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। বাজেয়াপ্ত করা প্রচুর তথ্য প্রমাণ ইডি অফিসারদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগের সপক্ষে পিটিশনে ফটোগ্রাফও যুক্ত করেছে ইডি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির বক্তব্য, পাঞ্চনামা রেকর্ড করতে বাধা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ আধিকারিকরা। ভয় দেখানো হয়েছে, তাই সঠিকভাবে পঞ্চনামা রেকর্ড করাও যায়নি বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী-সহ শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় মোট ১৭টি ধারায় অভিযোগ দায়ের করার আবেদন জানিয়েছে ইডি।

‘মরা’ ভোটার মঞ্চে, প্রতিশ্রুতি কাগজে!

কোচবিহারে বিজেপি ও কমিশনকে একসঙ্গে তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারিঃ যে কোচবিহার থেকে ২০২৩ সালে (দিনহাটা) শুরু হয়েছিল ‘নবজোয়ার যাত্রা’, মঙ্গলবার সেই মাটিতেই ফের রাজনৈতিক লড়াইয়ের ডাক দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সকালে কোচবিহারে পৌঁছে প্রথমে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তার পর তৃণমূলের ‘রণসংকল্প সভা’র মঞ্চ থেকে একযোগে নিশানা করেন নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে। সভামঞ্চে উঠে চমকপ্রদ এক দৃশ্যের অবতারণা করেন অভিষেক। ঘোষণা করেন, ‘‘কমিশনের খাতায় যাঁদের মৃত দেখানো হয়েছে, আজ তাঁদেরই সামনে হাজির করছি।’’ একে একে মঞ্চে ডেকে নেন অশ্বিনী অধিকারী, কাজিমা খাতুন, মুর্শিদ আলম, আজিজর রহমান, তপন বর্মন-সহ মোট ১০ জনকে। কটাক্ষের সুরে বলেন, ‘‘এরা সবাই জীবিত, অথচ ভোটার তালিকায় এদের নাম নেই।’’ জনতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, মানুষের মৌলিক ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার এই চেষ্টার কি জবাব দেওয়া হবে না? এর পর কোচবিহারকে ঘিরে বিজেপির পুরনো প্রতিশ্রুতির খতিয়ান তুলে ধরেন অভিষেক। নারায়ণী ব্যাটালিয়ন, প্যারা-মিলিটারি ট্রেনিং সেন্টার, মদনমোহন মন্দিরকে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র করার মতো একের পর এক ঘোষণার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ২০২১ সালে রেলস্টেশনকে স্পোর্টস হাব করার ঘোষণা করেছিলেন মোদি, সেই ফলকে এখন শ্যাওলা পড়ে গিয়েছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রতিশ্রুতি এখনও অধরা বলেও অভিযোগ। হেলিকপ্টার পরিষেবা বন্ধের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক জানান, ৩১ জানুয়ারি থেকে কোচবিহারের নাইন-সিটার হেলিকপ্টার পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি তাঁর দাবি, এসআইআর-এর নামে আসাম থেকে নোটিস পাঠিয়ে শুধু বাঙালিকে অপমানই করা হয়নি, আটকে রাখা হয়েছে বাংলার প্রাপ্য টাকাও। কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, ‘‘যাঁরা কমিশনের নোটিস পেয়েছেন, তাঁদের সবার নাম যেন ভোটার লিস্টে থাকে, এটা নিশ্চিত করতে হবে। দিল্লির বিষয়টা আমরা দেখে নেব।’’ বাঙালিদের ‘বাংলাদেশি’ বলে দাগানোর অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ‘‘এটা শুধু তৃণমূল বনাম বিজেপি নয়, বাংলার অধিকার বনাম বিজেপির লড়াই।’’ শেষে কোচবিহারের নয়টি আসনে জয় নিশ্চিত করার ডাক দিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘আপনারা ৯টা সিটে জয় এনে দিন, উন্নয়নের দায়িত্ব আমার। আমি যেন কলকাতায় ফিরে নেত্রীকে বলতে পারি, কোচবিহার সবুজময় হয়ে গিয়েছে।’’ বিজেপিকে উন্নয়নের প্রশ্নে তথ্য দিয়ে মোকাবিলা করার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি, ‘‘১০-০ গোলে মাঠের বাইরে বের করে দেব। সময় লাগুক, তৃণমূল বাংলার প্রাপ্য টাকা ছিনিয়ে আনবেই।’’ একই সঙ্গে সম্প্রতি কলকাতায় তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের অফিস এবং কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির তল্লাশি সম্পর্কে অভিষেকের দাবি, ‘‘ইডি পাঠিয়ে তৃণমূলকে জব্দ করতে চাইছে বিজেপি, নিজেরাই জব্দ হবে। যাঁরা এসআইআরে শুনানির নোটিস পেয়েছেন, সবার নাম যেন ভোটার তালিকায় থাকে, সেটা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব তৃণমূলের কর্মীদের। যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন, এদের একটাও ভোট দেবেন না।’’ এ প্রসঙ্গেই অভিষেক বলেন, ‘‘বিজেপিকে দেখিয়ে দিতে হবে যে বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের উপরই আস্থা রাখেন। চতুর্থবারও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চতুর্থবারও মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা হবে বাংলায়।’’ সেইসঙ্গে অভিষেকের আরও বক্তব্য, ‘‘বাংলার মানুষ জবাব দেবে। আগামীতে সরকার গঠনে কোচবিহারের অবদান হবে অন্যতম। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বা হুগলি, বর্ধমানের মতো যাতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তা আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে। ৯-০ করতে হবে কোচবিহারে।’’ গত বিধানসভা ভোটের ফলাফলের দিকে নজর রাখলে দেখা যায়, বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে পদ্ম ফুটেছিল। যদিও চব্বিশের লোকসভা ভোটে কোচবিহারকে গেরুয়ামুক্ত করে দখল নেয় ঘাসফুল শিবির। সেই ধারাবাহিকতা যাতে ছাব্বিশের ভোটেও বজায় রাখা হয়, এদিনের সভা থেকে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে সেই দায়িত্বই দিয়ে গেলেন অভিষেক।

২০২৬-এর আগে ‘মাস্টারস্ট্রোক’! ফেব্রুয়ারিতে রাজ্য বাজেট, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-কন্যাশ্রীতে কি বড় ঘোষণা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ ২০২৬ সালের হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাজেট অধিবেশন। বিধানসভা সচিবালয় সূত্রে খবর, সপ্তদশ বিধানসভার এটিই শেষ অধিবেশন হতে চলেছে। ভোট অন অ্যাকাউন্ট বা অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের লক্ষ্য এই অধিবেশনকেই জনমানসে ‘মাস্টারস্ট্রোক’ হিসেবে ব্যবহার করা। রীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকারের বাজেট পেশ করার কথা অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। তবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন এক জল্পনা ডানা মেলা শুরু করেছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সচিবালয় সূত্রের ইঙ্গিত, এ বারও সেই একই নজির দেখা যেতে পারে। যদি মুখ্যমন্ত্রী নিজে বাজেট পেশ করেন, তবে তা যে প্রশাসনিক গুরুত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবেও বিশেষ বার্তা বহন করবে, তা বলাই বাহুল্য। যেহেতু সামনেই নির্বাচন, তাই এই অন্তর্বর্তী বাজেটকে স্রেফ নিয়ম রক্ষার দলিল হিসেবে দেখছে না নবান্ন। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বড় কোনো কাঠামোগত পরিবর্তনের পথে না হাঁটলেও, সাধারণ মানুষের পকেটে স্বস্তি দিতে পাঁচটি মূল ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে-১. স্বাস্থ্য ও শিক্ষাঃ স্বাস্থ্যসাথী ও কন্যাশ্রী প্রকল্পে আরও বরাদ্দ। ২. লক্ষ্মীর ভান্ডারঃ মহিলাদের জন্য এই জনপ্রিয় প্রকল্পে নতুন কোনো চমক থাকতে পারে। ৩. সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানঃ নতুন কর্মসংস্থান এবং শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় বিশেষ জোর। ৪. গ্রামীণ উন্নয়নঃ রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের পরিকাঠামোয় বড় ঘোষণা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বাজেট অধিবেশন কার্যত শাসকদলের জন্য একটি ‘রিপোর্ট কার্ড’। তৃণমূল যেখানে তাদের গত পাঁচ বছরের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরবে, সেখানে বিরোধী শিবিরও পাল্টা রণকৌশল সাজাচ্ছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি পরিষদীয় দল নিয়োগ দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনার মতো ইস্যুগুলো নিয়ে সরকারকে চেপে ধরতে প্রস্তুত। সপ্তদশ বিধানসভার এই অন্তিম পর্বে শাসক ও বিরোধী, উভয় পক্ষের বিধায়কদের বাগযুদ্ধে বাংলার রাজনীতির উত্তাপ বিধানসভার অন্দরে নতুন করে বৃদ্ধি পেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

জ্ঞানেশ কুমারকেই ‘একহাত’ নিলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ ‘‘মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে বলেছি আপনি এ রাজ্যে আসুন। দিল্লিতে বসে থাকলে হবে না।’’ এরাজ্যে এসে ঘুরে দেখুন। সাংবাদিক বৈঠকে ঠিক এ ভাষাতেই কথা বলতে দেখা গেল বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে। এদিকে কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত আন-ম্যাপড ভোটারদের মধ্যে রাজ্যে বাদ পড়তে চলেছে প্রায় ১১ হাজার মানুষের নাম। যদিও চূড়ান্ত তালিকা পর্যন্ত সংখ্যাটা অনেকটাই বদলে যেতে পারে। এই সমস্ত মানুষেরা কোনও নথিই দেখাতে পারেনি। অন্যদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোটা রাজ্যেই এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি বিজেপিরও তুলোধনা করে চলেছেন। কিন্তু এখন হঠাৎ শমীকের মুখে এ কথা কেন? শমীক যদিও এসআইআর নিয়ে বলতে গিয়ে সেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধেই সুর চড়িয়েছেন। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘‘জাতীয় নির্বাচনের পক্ষ থেকে ১২টি রাজ্যে ভোটার শুদ্ধিকরণ এর কাজ চলছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া শুরুর আগে থেকেই বিরোধিতা চলছে। আমরা যা বলব কমিশনকে বলব। কমিশনের দায়িত্ব ত্রুটি মুক্ত ভোটার তালিকা দেওয়ার।’’ এদিকে এদিনই আবার বাঁকুড়ায় ফর্ম ৭ (আপত্তি ফর্ম) ভর্তি এক গাড়িকে পাকড়াও করেন তৃণমূল কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, এই ফর্ম নিয়েই নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি। তা নিয়ে রাজনৈতিক আঙিনায় চাপানউতোর চলছে পুরোদমে। শমীক বলছেন, ‘‘যখন এই পদ্ধতি চলছে দেখা যাচ্ছে ফর্ম ৭ অর্থাৎ ভোটার এর নামে কোন অভিযোগ থাকলে সব রাজনৈতিক দল বিরোধিতা করতে পারে। আমরাও করছি। বিএলওরা বলছে আমাদের নির্দেশ নেই। জমা নিচ্ছে না। বলছে ওপর থেকে নির্দেশ নেই। ওপরটা কে? আমরা ইসিকে বলছি এটা কি হচ্ছে? এটা দেখার কাজ কমিশনের। আমরা কাউর বিরুদ্ধে বলছি না এই পুরো দাযিত্ব নির্বাচন কমিশনের। সব কেন্দ্রে একই ঘটনা।’’ এরপরই খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী এসআইআর প্রক্রিয়া চান না। আতঙ্কের মধ্যে ভোটারদের রেখে ভোট করতে চাইছে তৃণমূল। কিন্তু সেটা হবে না। আমরা দিল্লিতে যোগাযোগ করেছি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে বলেছি আপনি এ রাজ্যে আসুন। দিল্লিতে বসে থাকলে হবে না। এরাজ্যে এসে ঘুরে দেখুন। কিভাবে বিলওরা বলতে পারে আমরা ফর্ম জমা নেব না?’’

নথি নেই, ২০০২-এর তালিকাতেও নেই! বিশেষ ক্ষেত্রে নাম বাদ না দেওয়ার প্রস্তাব সিইও দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া এখন গুরুত্বপূর্ণ শুনানি পর্বে পৌঁছেছে। এই ধাপে কার নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থাকবে, আর কার নাম বাদ পড়তে পারে-তা নিয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চর্চা। এরই মধ্যে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও দফতর জানিয়েছে, ভোটার সংক্রান্ত তথ্যে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ ধরা পড়ায় প্রায় ৯৪ লক্ষ ৫০ হাজার ভোটারকে নোটিস পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে শুধুমাত্র নথির অভাবে যেন কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকৃত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ না যায়, সে জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাঠিয়েছে সিইও দফতর। সূত্রের খবর, মানবিক ও বাস্তব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই প্রস্তাবগুলি বিবেচনার আর্জি জানানো হয়েছে। সিইও দফতরের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, রাজ্যের বহু মহিলা নাগরিকের কাছে এসআইআর-এর জন্য নির্ধারিত ১১টি নথির কোনওটিই নেই। এমনকি ২০০২ সালের ভোটার তালিকাতেও তাঁদের নাম পাওয়া যায়নি। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, এই মহিলাদের স্বামীরা কেউ রাজ্য, কেউ আবার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁরা নিয়মিত সরকারি পেনশন পাচ্ছেন। এই প্রেক্ষিতে সিইও দফতরের প্রস্তাব-শুধু প্রয়োজনীয় নথির অভাবে যেন এই মহিলাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়। তাঁদের যুক্তি, সরকারি পেনশনের নথিপত্র নিজেই একটি বিশ্বাসযোগ্য সরকারি দলিল। সেই নথির ভিত্তিতে

এই শ্রেণির নাগরিকদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কমিশনের নজরে এনেছে সিইও দফতর। রাজ্যে এমন বহু পরিবার রয়েছে, যেখানে সন্তানদের কাছে তফসিলি জাতি বা তফসিলি জনজাতি শংসাপত্র থাকলেও বাবা-মায়ের কাছে সেই সার্টিফিকেট নেই। অতীতে এই ধরনের নথির প্রয়োজনীয়তা ততটা ছিল না বলেই অনেকেই তা তৈরি করাননি। সিইও দফতরের মত, আজকের দিনে এসে শুধুমাত্র সার্টিফিকেটের অনুপস্থিতির কারণে বাবা-মায়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যৌক্তিক নয়। তাই এই ক্ষেত্রেও বিশেষ ছাড় দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। আগেই জানা গিয়েছিল প্রায় ১ কোটি ভোটারের তথ্যে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। কমিশনের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনায় উঠে এসেছে, এই অসঙ্গতিগুলি একরকম নয়-কোথাও পারিবারিক সম্পর্ক, কোথাও বয়সের ব্যবধান, আবার কোথাও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তথ্যের গরমিল রয়েছে। নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি মানেই নাম বাতিল নয়। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটিসের জবাব না দিলে বা প্রয়োজনীয় নথি জমা না পড়লে তার প্রভাব পড়তে পারে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায়। এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি চলাকালীন সিইও দফতরের এই দু’টি প্রস্তাব নির্বাচন কমিশন কতটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে, তার দিকেই তাকিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষ। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা বজায় রাখার পাশাপাশি প্রকৃত ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত রাখাই যে এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য-সে কথাই জোর দিয়ে তুলে ধরছে সিইও দফতর।

নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত দুই নার্স, অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত দুই নার্সের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তাঁরা বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই হাসপাতালের আইসিইউ আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁদের। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি না হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়নি।একই সঙ্গে ওই হাসপাতালে সংক্রমণ রুখতে ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে নিরাপত্তা রক্ষী এবং রোগীর পরিজন-সকলের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়াও, আক্রান্ত দুই নার্সের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা ডাক্তারদের পিপিই কিট পরে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ঢুকতে হচ্ছে।

ঝাঁসিতে পুলিশে রদবদল, দায়িত্ব পরিবর্তন হলো ৮ সাব-ইন্সপেক্টরের

ঝাঁসি, ১৩ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে একযোগে ৮ জন সাব-ইন্সপেক্টরের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করলেন সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) বিবিজিটিএস মূর্তি। সোমবার গভীর রাতে এই বদলির নির্দেশ জারি করা হযেছে।এসএসপি-র নির্দেশ অনুযায়ী, পুলিশ প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও কাজের গতি বাড়াতে এই রদবদল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।সন্ত প্রকাশ ত্রিপাঠীকে ববিনা থানা থেকে সরিয়ে তাঁকে নৈনাগড় চৌকি ইনচার্জ করা হযেছে। স্বাতী শুক্লাকে নৈনাগড় চৌকি থেকে সরিয়ে কিলা চৌকি ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভগত সিংকে কিলা চৌকি থেকে সরিয়ে. ববিনা থানায় বদলি করা হয়েছে। অঙ্কুর কুমারকে নওয়াবাদ থানা থেকে সরিয়ে করবই থানায় পাঠানো হয়েছে। নিখিল কুমারকে মসিহা গঞ্জ চৌকি থেকে সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চৌকি ইনচার্জ করা হয়েছে। নবীন কুমার তিওয়ারিকে বিশ্ববিদ্যালয় চৌকি থেকে সরিয়ে মউ রানিপুর থানায় বদলি করা হয়েছে। সাজেশ কুমারকে নওয়াবাদ থানা থেকে সরিয়ে তাঁকে মসিহা গঞ্জ চৌকি ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পবন জয়সওয়ালকে পুলিশ লাইন থেকে সরিয়ে নওয়াবাদ থানায় নিযুক্ত করা হয়েছে বলেজানে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের কড়াকড়ি, বন্ধ থাকবে দিল্লি বিমানবন্দর

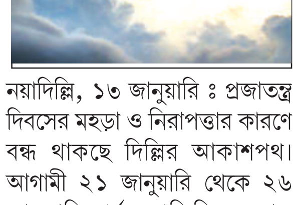

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রজাতন্ত্র দিবসের মহড়া ও নিরাপত্তার কারণে বন্ধ থাকছে দিল্লির আকাশপথ। আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা ২০ থেকে দুপুর ১২টা ৪৫ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিমান পরিষেবা। এর জেরে প্রায় ৬০০-র বেশি ফ্লাইট বাতিল বা সময় পরিবর্তন হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। যার সরাসরি প্রভাব পড়বে যাত্রীদের উপর। বিশেষ করে যাঁরা দিল্লি হয়ে অন্যত্র যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁদের কানেক্টিং ফ্লাইট মিস হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বিমান সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই তড়িঘড়ি যাত্রীদের টাকা ফেরত বা অন্য বিমানে আসন দেওয়ার চেষ্টা করছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অতিশীর সমালোচনায় সরব দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র মঙ্গলবার অতিশী মারলেনার সমালোচনায় সরব হয়েছেন। দিল্লি বিধানসভায় বিরোধী দলনেত্রী অতিশীর আচরণকে 'পাপ' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এটি কেবল পারস্পরিক বা ব্যক্তিগত তর্ক নয়, বরং ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করেছে এবং এমন ঘটনার জন্য ন্যায্য প্রতিকার হওয়া উচিত।ভ্রুএক সাংবাদিক সম্মেলনে কপিল মিশ্র বলেন, ৬ জানুয়ারি, দিল্লি বিধানসভায় একটি গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী দলনেত্রী গুরু তেগ বাহাদুর জি-এর ৩৫০ বছর ত্যাগের স্মৃতির উপর বিতর্ক চলাকালীন সময়ে. অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেন। সেই দিন থেকে অতিশী নিখোঁজ তাকে সংবাদমাধ্যমের সামনে না আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি এক ধরনের দমনমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, যা সমালোচনার যোগ্য।তিনি আরও বলেন, এই ঘটনাটি লুকানোর জন্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নির্দেশে পাঞ্জাব সরকার এবং পাঞ্জাব পুলিশের ব্যবস্থার অপব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা চাইছি, সত্য উদঘাটন হোক এবং কেউ এই পাপের অংশীদার হোক না। অতিশীর নিখোঁজ হওয়ার পর যা ঘটেছে, তা স্পষ্ট করে দেয় যে যা করা হয়েছে তা অবজ্ঞার পরিচায়ক। আমরা এই বিষয়ে চুপ করে থাকব না।কপিল মিশ্র উল্লেখ করেন, অরবিন্দ কেজরিওযালের উচিত ছিল অতিশীকে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইতে বলা। এটি না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়েছে এবং বিষয়টি শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, বরং সামাজিক ও ধর্মীয় অনুভূতিতেও প্রভাব ফেলেছে। আমরা আশা করি, এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার হবে এবং পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হবে।তিনি সাংবাদিকদের জানান, এই ঘটনা শুধুমাত্র একদিনের বিতর্ক নয়, বরং এটি একটি সাংবিধানিক এবং নৈতিক দাযিত্বের প্রসঙ্গ। একজন জননেতা হওয়া মানেই কেবল রাজনৈতিক কথা বলা নয় সমাজের মূল্যবোধ, ইতিহাস ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অতিশী যা করেছেন, তা এ মানদণ্ডে ফেলেছে, যোগ করেন কপিল মিশ্র।দিল্লির রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কপিল মিশ্রের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ধরনের বিতর্ক কেবল রাজনৈতিক নয়, এটি সামাজিক সংহতি এবং ধর্মীয় অনুভূতির ওপরও প্রভাব ফেলে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করান, দিল্লি বিধানসভায় এই ধরনের ঘটনা সাধারণ সভ্যতা ও সাংবিধানিক আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুতর। মন্ত্রী কপিল মিশ্রের তীব্র সমালোচনা এটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে যে, রাজনীতিতে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতি অবজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়।সাংবাদিক সম্মেলনে কপিল মিশ্র আরও উল্লেখ করেন, আমরা চাইছি যে সমস্ত সংস্থা, সরকারী কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতারা ন্যায্যতা নিশ্চিত করুন। এ ধরনের ঘটনা যেন আর কেউ আর না করে, তা নিশ্চিত করা দরকার। এই ঘটনার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের আস্থা পুনরুদ্ধার করা যায়।এদিকে, অতিশী মারলেনার নিখোঁজ থাকার বিষয়টি নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। দিল্লির নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় নেতারা এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। তারা মনে করাচ্ছেন, রাজনীতিতে বক্তব্যের স্বাধীনতা থাকা গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা কখনোই ইতিহাস ও ধর্মের প্রতি অবমাননাকর হওয়া উচিত নয়।রাজনৈতিক মহলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, কপিল মিশ্রের সমালোচনা শুধু ব্যক্তিগত অভিযোগ নয, এটি একটি বার্তা যে রাজনীতিতে নৈতিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং জনগণের আস্থা সবসময় অগ্রাধিকার পাবে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে কোনো নেতা যদি ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। দিল্লির এই ঘটনা ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূচনা করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, কপিল মিশ্রের তীব্র সমালোচনা এবং অতিশী মারলেনার নিখোঁজ থাকা বিষয়টি ভবিষ্যতে দিল্লি বিধানসভায় নৈতিকতা এবং দাযিত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি নজির স্থাপন করতে পারে।সাংবাদিক সম্মেলনের শেষ অংশে কপিল মিশ্র যোগ করেন, আমরা চাই না যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি বা সংস্থা এই ধরনের পরিস্থিতি নিযন্ত্রণ করতে বা লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হোক। ন্যায়, স্বচ্ছতা এবং সামাজিক সম্মান নিশ্চিত করা আমাদের অঙ্গীকার। অতিশীর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা যেন আর কখনও পুনরায় না ঘটে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

২২ জানুয়ারি থেকে শুরু ৪৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার থিম আর্জেন্টিনা, উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক মযদানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৪৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। মেলার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবছর যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হাওড়া থেকে সরাসরি মেট্রোয় চেপে সল্টলেক বইমেলা প্রাঙ্গণে পৌঁছনো যাবে। পাশাপাশি, বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকেই মেট্রোর টিকিট কাটার সুবিধাও থাকছে।গত সোমবার অয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, প্রবীণ দর্শনার্থীদের জন্য হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হবে। এছাড়াও থাকছে মেডিকেল ডেস্ক, জরুরি পরিষেবার জন্য। প্রযুক্তির দিক থেকেও আধুনিক হচ্ছে এবারের মেলা-গুগল কানেক্টেড থাকবে পুরো বইমেলা প্রাঙ্গণ, যাতে দর্শনার্থীরা সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন।এবছরের বইমেলার থিম দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে আর্জেন্টিনা। তবে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করবে কি না, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সবুজ সংকেত পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।আয়োজক সংস্থা স্পষ্ট করেছে, কোনও রাজনৈতিক সংগঠনকে মেলায় স্টল দেওয়া হবে না, তবে তাদের মুখপত্র বা পত্রিকাকে জায়গা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, বই বিক্রেতাদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে দোকানের মাপ ও বইয়ের মূল্যের ভিত্তিতে ইন্সুরেন্সের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সব মিলিয়ে পাঠক ও প্রকাশকদের জন্য নিরাপদ ও আধুনিক বইমেলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আয়োজকরা।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে সংকল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র দান থেকে ম্যারাথন, ঝাড়গ্রামে উৎসবের মেজাজ

ঝাড়গ্রাম, ১৩ জানয়ারি ঃ জঙ্গলমহলের বুকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী ও জাতীয় যুব দিবস পালিত হলো এক ব্যতিক্রমী আবহে। গত সোমবার ঝাড়গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সংকল্প ফাউন্ডেশন'-এর উদ্যোগে দিনটি উদ্যাপিত হলো সমাজসেবা এবং ক্রড়া প্রতিযোগিতার এক মেলবন্ধনে। দু ঃস্থদের সহায়তা থেকে শুরু করে নেশামুক্ত সমাজ গড়ার ডাক- সব মিলিয়ে ঝাড়গ্রাম শহর এদিন এক ইতিবাচক বার্তার সাক্ষী থাকল।এদিন সকালে ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড় থেকে একটি 'সুপার ম্যারাথন' দৌড় প্রতিযোগিতার সূচনা করা হয়। জামবনি থানার ছোট পিন্ডরা পর্যন্ত প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথে দৌড়বিদরা অংশ নেন। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে আকর্ষণীয় পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তবে অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল পরিবেশ সচেতনতা। নেশামুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বানের পাশাপাশি জঙ্গলমহলকে আরও সবুজ করে তুলতে প্রত্যেক প্রতিযোগীর হাতে একটি করে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়।স্বামীজির আদর্শকে পাথেয় করে সংকল্প ফাউন্ডেশন এদিন এলাকার দু ঃস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। হাড়কাঁপানো শীতে এলাকার গরিব মানুষদের হাতে গরম কাপ। তুলে দেওয়া হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চলাফেরার সুবিধার জন্য তাঁদের হুইলচেয়ার দান করা হয়। দিনটি স্মরণে নানা বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।সংকল্প ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা সুমিত শ্যামল জানান, আমরা প্রতি বছরই এলাকাবাসীর সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করি। এবারও খেলাধুলা এবং সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে আমরা তাঁর আদর্শকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। স্থানীয় বাসিন্দারা ফাউন্ডেশনের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ওয়েভস-এর প্রাক্কালে প্রভাববিস্তারকারী, পডকাস্টার, অ্যানিমেশন নির্মাতা, গেমস ডেভেলপার প্রমুখদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃপ্রথম বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলন - ওয়েভস-এর আগে একগুচ্ছ উদ্যোগের ঘোষণা করলো তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। নতুন দিল্লির জাতীয় মিডিয়া সেন্টারে তথ্য ও সম্প্রচার, রেল এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এই সব উদ্যোগের কথা জানান। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব শ্রী অরুণিশ চাওলা, চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী শেখর কাপুর, প্রসার ভারতীর সিইও শ্রী গৌরব দ্বিবেদী প্রমুখ মিডিয়া সেন্টারে উপস্থিত ছিলেন। ভারতকে সৃজনশীল অর্থনীতির বিশ্ব রাজধানীতে পরিণত করা -দাভোস ইকোনমিক ফোরামের ধাঁচে বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলার যে ভাবনা প্রধানমন্ত্রীর রয়েছে, তার প্রতিধ্বনি করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এটি ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতিকে তুলে ধরার বৃহত্তর কৌশলের একটি অঙ্গ। ভারতে গল্প বলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক তাপর্য রয়েছে। বিশ্বজুড়ে একেই ' ইকোনমি'-র উপাদান বলে মনে করা হয়।শ্রী বৈষ্ণব বলেন, আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, যা একদা স্বামী বিবেকানন্দের কন্ঠে শিকাগোর বিশ্ব মেলার হলগুলিতে অনুরণিত হয়েছিল, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যোগ, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও আয়ুর্বেদের মাধ্যমে সেই ধারাকেই বহন করছেন। ওয়েভস এই প্রয়াসেরই একটি অঙ্গ। এর লক্ষ্য হল, ভারতকে সৃজনশীল অর্থনীতির বিশ্ব রাজধানী করে তোলা। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওয়েভস বাজার, তিনটি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ, ওয়েভস পুরস্কার এবং আরও একটি চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করেন। ওয়েভস বাজাঃ সৃজনশীল অর্থনীতির সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার - অনুষ্ঠানে ওয়েভস বাজারের সূচনা করা হয়। এটি একটি বিশ্বজনীন ই-মার্কেটপ্লেস, এর লক্ষ্য ভারতের বিপুল সৃজনশীল প্রতিভার সঙ্গে বিশ্ববাজারের সংযোগসাধন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাঁদের বিষয়বস্তু ও প্রকল্প তুলে ধরে ভৌগোলিক গন্ডি অগ্রাহ্য করে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগসাধন করতে পারবেন। এখানে প্রয়োজনমাফিক সম্পদ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে বিশ্বজনীন ব্যবসায়িক আদান-প্রদানকে সহজ করা হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পরিধি বাড়িয়ে বিকাশ ও সাফল্যের নতুন সুযোগ আবিষ্কার করার সুবিধা পাবে।তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বলেন, ওয়েভস বাজারে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সঙ্গীত, ক্রীড়া, অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস সহ বিনোদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সৃজনকারী, ক্রেতা ও সহযোগী সংস্থাগুলি একত্রিত হতে পারবে। এটি ভৌগোলিক দূরত্ব দূর করে সৃজনকারীদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে সাহায্য করবে। ওয়েভস বাজারে ব্র্যান্ড সংক্রান্ত সহযোগিতা, অর্থের যোগান এবং সরবরাহের ক্ষেত্রেও সাহায্য করা হবে। এর ফলে সৃজনকারীরা তাঁদের ধারণার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবেন। ওয়েভস পুরস্কার -ওয়েভস পুরস্কারের জন্য মনোনয়নপত্র পেশের সময়সীমা চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। এতে বছরের সেরা গেম, সেরা চলচ্চিত্র, সেরা বিজ্ঞাপনী প্রচার প্রভৃতি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার, জীবনকৃতি সম্মান, প্রযুক্তি ও সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান প্রভৃতি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তিনটি নতুন ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ -১. ওয়াহ উস্তাদ ঃ কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও দূরদর্শনের সহযোগিতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ভাবনায় এই চ্যালেঞ্জের আওতায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিমপ্রাপ্ত তরুণ কন্ঠাশিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যে কেউ এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। দুটি পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। গ্র্যান্ড ফিন্যালে হবে ওয়েভস ২০২৫-এ। এর জন্য নথিভুক্তিকরণ আজ থেকে শুরু হচ্ছে। প্রসার ভারতীর ওয়েবসাইটে প্রতিযোগীরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। (https:prasar bharati.gov.inwah-ustad)""২. বিশ্বকে খাদি পরানোর চ্যালেঞ্জ ই চ্যালেঞ্জের আওতায় খাদিকে একটি বিশ্বজনীন ব্র্যান্ডে পরিণত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী প্রচারাভিযান চালাতে বিজ্ঞাপন ক্ষেত্রের পেশাদার ও ফ্রিল্যান্সারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খাদির প্রসার ঘটানো এর লক্ষ্য। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন আঙ্গিকে (ডিজিটাল, প্রিন্ট, ভিডিও প্রভৃতি) প্রচারের উদ্ভাবনী ধারণা পেশ করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জে সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গীকে উসাহ দেওয়া হবে। অনুরণন ইলেক্ট্রনিক ডান্স মিউজিক চ্যালেঞ্জ ইন্ডিয়ান মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের এই চ্যালেঞ্জের আওতায় সারা বিশ্বের শিল্পী, সুরস্রষ্টা, যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পর্যটনের প্রসারে নতুন চ্যালেঞ্জ - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক আরও একটি নতুন চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করেছে। যে সব চলচ্চিত্র ভারতের সমৃদ্ধ পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরছে, সেগুলিকে এর আওতায় উৎসাহ দেওয়া হবে। ওয়েভসঃভারতের সাংস্কৃতিক দক্ষতার বিশ্বব্যাপী প্রদর্শন - অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্রসিং শেখাওয়াত ভারতকে কথক, সঙ্গীতকার, বিষয়বস্তু রচয়িতা এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের এক সঙ্গমস্থল হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেবল আমাদের গৌরবজনক অতীতের নিদর্শনই নয়, বিশ্ব মঞ্চে আমাদের ভবিষ্যতের মেরুদন্ডও বটে। সমৃদ্ধ এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতেই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ওয়েভসের মতো গতিশীল প্ল্যাটফর্মের সূচনা করেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক দক্ষতাই আমাদের সব থেকে বড় সম্পদ। এই উদ্যোগের জন্য তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ - ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জে সারা বিশ্ব থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। এপর্যন্ত ৭০ হাজারেরও বেশি পেশাদার ও উঠতি সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব এই চ্যালেঞ্জে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। সংখ্যাটা ক্রমশই বাড়ছে। এপর্যন্ত ৩১টি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৫টিতে এখনও নাম নথিভুক্তি করার সময় রয়েছে। ২২টিতে বিশ্বের যে কোন প্রান্তের মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারেন। ভারত ঃগল্পকথনের দেশ -বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখর কাপুর বলেন, ভারত সাংস্কৃতিক ও ডিজিটাল বিষয়বস্তু নির্মাণের এক শক্তি কেন্দ্র। চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে গেমিং সর্বত্রই এর বিস্তার। সে জন্যই এই দক্ষতাকে আমরা আমাদের ' পাওয়ার' বলি। সুবিস্তৃত এই সৃজনশীল শক্তি আসন্ন ওয়েভস সম্মেলনে আত্মপ্রকাশের মঞ্চ খুঁজে পাবে এবং এটি বিশ্বের সৃজনশীল অর্থনীতিতে ভারতের নেতৃত্ব প্রদর্শনের একটি মঞ্চ হয়ে উঠবে বলে শ্রী কাপুর আশা প্রকাশ করেন। সুযোগ হারানো চলবে না -এই প্রথম এমন এক সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে অডিও, ভিডিও এবং বিনোদন এক মঞ্চে এসে দাঁড়াচ্ছে। সারা বিশ্বের সৃজনশীল মানুষের কাছে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শনের এ এক অনন্য সুযোগ। এই সুযোগ কোন ভাবেই হারানো চলবে না বলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মন্তব্য করেন।

দেশবাসীকে মকর সংক্রান্তি-সহ একাধিক উৎসবের শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ সমগ্র দেশবাসীকে মকর সংক্রান্তি, লোহরি-সহ বিভিন্ন উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেশবাসীকে পোঙ্গল এবং মাঘ বিহুর শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শুভেচ্ছা বার্তায় জানান, লোহরি, মকর সংক্রান্তি, পোঙ্গল এবং মাঘ বিহু উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের সকল ভারতীয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই উৎসবগুলি ভারতের সমৃদ্ধ কৃষি পরম্পরা এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। এই উপলক্ষ্যে, আমরা প্রকৃতির প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এই উৎসবগুলির মাধ্যমে, আমরা আমাদের খাদ্য সরবরাহকারী কৃষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমি কামনা করি, এই উৎসবগুলি সকলের জীবনে সুখ এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।

লাক্ষাদ্বীপে মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন রাজনাথ সিং-এর

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপের কাভারত্তিতে মাল্টি-স্পেশালিটি জয়েন্ট সার্ভিসেস মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক আয়োজিত এই বৃহ পরিসরের মেডিকেল ক্যাম্পটি 'স্বাস্থ্য ভারত'-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাগরিকদের কাছে গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটায়। ব্যাপক স্ক্রিনিং, প্রাথমিক রোগ নিণয়, সময়োপযোগী চিকিৎসা পরামর্শ, চিকিৎসা হস্তক্ষেপ এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ দ্বীপপুঞ্জের সম্প্রদায়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানে অবদান রাখবে।নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী বলেন, আমি এখানে কাভারত্তিতে ত্রি-সেনা মেডিকেল ক্যাম্পে আছি। মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জের ৫টি দ্বীপে এই ক্যাম্পটি আয়োজন করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য হল প্রত্যন্ত দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের মাল্টিস্পেশালিটি সেবা প্রদান করা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নির্দেশে, আমরা ত্রি-সেনাদের একটি দল গঠন করেছি, যারা ডিসেম্বরে এখানে এসেছিল। এই ক্যাম্পটি এখন ১২-১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি তিনটি দিক থেকে অনন্যঃপ্রথমত, সিনার্জি, যেখানে ক্যাম্পটি তিনটি বাহিনীর পেশাদার এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে একটি সত্যিকারের যৌথ প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে। সকল বিভাগের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের পরিসর বিবেচনা করে এবং পরিশেষে, এই ক্যাম্পের জন্য নিয়োজিত চিকিৎসা পেশাদার এবং সহায়তা কর্মীদের সংখ্যা বিবেচনা করে। এই ধরনের যৌথ উদ্যোগ আন্ত ঃসেনার্ভিস সমন্বয় এবং বেসামরিক-সামরিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করে, একই সাথে নাগরিকদের কল্যাণে অর্থপূর্ণ অবদান রাখে।

সোমনাথের উপর হামলা আত্মসম্মান ও ধর্মের উপর আক্রমণ ছিলঃঅমিত শাহ

গান্ধীনগর, ১৩ জানুয়ারি ঃসোমনাথের উপর হামলা আত্মসম্মান ও ধর্মের উপর আক্রমণ ছিল, বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোমনাথের উপর আক্রমণকে আত্মসম্মান এবং ধর্মের উপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ১৬ বার ধ্বংস হওয়ার পরেও, সোমনাথ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে. আছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, সোমনাথ সমগ্র বিশ্বকে একটি বার্তা দেয় যে, সনাতন ধর্ম এবং ভারতের জনগণের বিশ্বাসকে আঘাত করা সহজ নয়। সারা বছর সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব পালিত হবে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার গান্ধীনগরে ২৬৭ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন।

১০ মে থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি সংবেদনশীল, কিন্তু নিযন্ত্রণে রয়েছেঃসেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ গত ১০ মে থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি সংবেদনশীল, কিন্তু দৃঢ়ভাবে নিযন্ত্রণে রয়েছে। এমনটাই জানালেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। মঙ্গলবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেনাপ্রধান বলেন, ২০২৫ সালে ৩১ জন সন্ত্রাসীকে নির্মূল করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ ছিল পাকিস্তানি, যার মধ্যে পহেলগাম হামলার তিনজন অপরাধীকে অপারেশন মহাদেবে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। সক্রিয় স্থানীয় সন্ত্রাসীরা এখন একক সংখ্যায় রয়েছে। সন্ত্রাসী নিয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে, ২০২৫ সালে মাত্র ২ জন। জম্মু ও কাশ্মীরে ইতিবাচক পরিবর্তনের স্পষ্ট সূচকগুলির মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, পর্যটন পুনরুজ্জীবন এবং শান্তিপূর্ণ শ্রী অমরনাথ যাত্রা, যেখানে ৪ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী পাঁচ বছরের গড় ছাড়িয়ে গেছে।সেনাপ্রধান আরও বলেন, উত্তর সীমান্তের পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে, তবে ক্রমাগত নজরদারি প্রয়োজন। নতুন করে যোগাযোগ এবং আত্মবিশ্বাস তৈরির পদক্ষেপ পরিস্থিতির ধীরে ধীরে স্বাভাবিকীকরণে অবদান রাখছে, যার ফলে উত্তর সীমান্তে পশুপালন, জলচিকিৎসা শিবির এবং অন্যান্য কার্যক্রমও সম্ভব হয়েছে। এই সীমান্তে আমাদের অব্যাহত কৌশলগত অভিমুখের সঙ্গে, প্রকৃত নিযন্ত্রণ রেখা বরাবর আমাদের মোতায়েন ভারসাম্যপূর্ণ এবং শক্তিশালী রয়েছে। একইসঙ্গে সামগ্রিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সক্ষমতা উন্নয়ন এবং পরিকাঠামোগত উন্নতির কাজ এগিয়ে চলেছে।

৮ তলা থেকে মরণ ঝাঁপ যুবকের, কসবায় হাড়হিম ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ ভয়ঙ্কর ঘটনা কসবায়। সেখানে অভিজাত আবাসন থেকে মরণঝাঁপ দিলেন এক যুবক। অস্বাভাবিক এই মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে কসবা থানার লস্করহাট রোডে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই যুবকের নাম ওয়াজাহাত খান (২৪)। তিনি আট তলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে, ওই যুবক বেশ কয়েক মাস ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তাঁর আরও দুই ভাই এবং বোন রয়েছেন। তবে ওয়াজাহাত থাকলেও তিনি তাঁদের সঙ্গে ওই আবাসনে থাকতেন না। তিনি অন্যত্র বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কসবা থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে তারা।

রাশিফল

মেষঃরাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার শক্তির স্তরে কিছু অস্থিরতা অনুভব করতে পারেন, যা আপনাকে কিছুটা চাপে ফেলতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপোস করা প্রয়োজন, কারণ কিছু ছোটখাটো মতবিরোধ আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে।শুভদিন।

বৃষঃ আপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন, বিশেষ করে পার্টিতে যেহেতু এটি পার্টির মেজাজ খারাপ করতে পারে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি ইতিবাচক এবং উদ্যমী সময়। এই দিন আপনার সৃজনশীলতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে. থাকবে, যা আপনাকে আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি সর্বোত্তম উপায়ে প্রকাশ করার সুযোগ দেবে।।

কর্কট রাশি ঃযেহেতু আপনি কিছু অসুবিধার সামনা করতে পারেন তাই আপনার ভারসাম্য বজায় রাখুন-অন্যথায় এটি আপনাকে কিছু গুরুতর ঝামেলায় ফেলতে পারে। বিশেষ করে আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন যা এক স্বল্পমেয়াদী উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। এই দিনের সামগ্রিক পরিবেশটি একটু প্রতিকূল বলে মনে হচ্ছে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতি এবং অন্যদের আচরণ আপনার মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। এটি আত্মসমালোচনার সময়। শুভদিন

কন্যা ঃ আপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। এই গতি ধরে রাখুন যাতে যেকোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনাকে উসাহিত করে। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। আপনার বন্ধুদের যে মুহূর্তে আপনার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন তারা আপনাকে হতাশ করবে। ব্যবসায় সাফল্য হবে

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চমকার দিন। আপনার জীবনে ভারসাম্য এবং সম্প্রীতির অনুভূতি বিরাজ করবে, যা আপনাকে আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য করবে।।

বৃশ্চিকঃকোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। যে কোনও জায়গায় বিনিয়োগ করা লোকেরা আজ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। সংসারে শান্তি হতে পারে।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতায় ভরা থাকবে। আপনার চারপাশের পরিবেশ কিছুটা অস্থির হতে পারে, যার ফলে আপনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। বিবাহের যোগ।

মকরঃআপনার জন্য নিছকই আনঃদ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। আপনি যদি বেড়াতে যাচ্ছেন, তবে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং ব্যাগগুলি সন্ধান করুন, কারণ এগুলি চুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।শুভদিন।

কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র আবেগের দিন হবে। আপনার আশেপাশে কিছু অস্থিরতা থাকতে পারে, যার ফলে আপনি কিছু চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন। এই অস্থিরতা আপনার সম্পর্ককেও প্রভাবিত করতে পারে।

মীনঃমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে আজ। সংসারে শান্তি আজ হবে।

আবহাওয়া

আবারও নামবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রার পারদ। পৌষ সংক্রান্তিতে জাঁকিয়ে ঠান্ডা থাকবে গোটা রাজ্যেই, থাকবে কুয়াশাও। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি কম। এদিনও শহর ও শহরতলিতে শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু'দিন রাতের বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামবে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার পরের চার থেকে পাঁচ দিন সেই তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। উত্তরবঙ্গে আগামী সাত দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। অর্থাৎ সেখানে শীত থাকবে কনকনে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলায় থাকবে কুয়াশার দাপট।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং ০৯রাত ৫৫টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০৯মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে সীমচক কমলা বিদ্যাপীঠ

অভিজিৎ হাজরা, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া,১৩ জানুয়ারিঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর বিধান সভার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন প্রত্যন্ত গ্রাম সীমচক।১৯৭৫ সালের আগে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষান্তের পর সীমচক,কৃষ্ণচক,কমলাচক,ঠাকুরাণী চক,বেনুচক,মল্লিকচক,সাহানগর,ধু রখাড়ি ন সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের পড়ুয়াদের প্রাথমিক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বেশ কয়েক কিলোমিটার মাটির পথ, বর্ষায় কাদা ভেঙ্গে অন্য বিদ্যালয়ে পঠন- পাঠনের জন্য যেতে হতো।যেটা পড়ুয়াদের কাছে অতিকষ্ট সাধ্য ছিল। অনেক পড়ুয়া কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। এলাকার এই সমস্ত পড়ুয়াদের কষ্ট এবং শিশু বয়সে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া এবং সমাজের মূলস্রোত থেকে এগিয়ে আসেন সীমচক গ্রাম নিবাসী সুবোধ কুমার মন্ডল। সুবোধ কুমার মন্ডল গ্রামে বিদ্যালয় তৈরীর ইচ্ছার কথা তার পরিবারের সদস্য - সদস্যাদের জানান।সময়টা ছিল ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি ।তারা সম্মতি জানান।এরপর তিনি তৎকালীন সময়ে গ্রামের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও বিশিষ্টজনদের কাছে তার বিদ্যালয় তৈরীর ইচ্ছার কথা জানান। তারা সকলে তার এই কাজে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এরপর তিনি ও অন্যান্যরা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সীমচক গ্রামে তাদের পচ্ছন্দমত জমি যার মালিক ছিলেন কৃষ্ণচক গ্রাম নিবাসী হারাধন সাধুখাঁ - র সঙ্গে যোগাযোগ করেন।তারা তাদের ইচ্ছার কথা জানিয়ে জমিটি দান করার কথা বলেন। হারাধন সাধুখাঁ তাদের ইচ্ছার কথা এবং তাদের উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়ে জমিটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দান করেন। বিদ্যালয় নির্মাণ এর কাজ শুরু হয়।১৯৭৫ সালের ২ রা জানুয়ারি হারাধন সাধুখাঁ - র দান করা জমিতে সুবোধ কুমার মন্ডল প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় সীমচক কমলা বিদ্যাপীঠ । শুরুতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর মাত্র সাতচল্লিশ জন পড়ুয়াদের নিয়ে বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়।১৯৮৭ সালে সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণী চালু হয়।১৯৮৯ সালে বিদ্যালয়টি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সীমচক কমলা বিদ্যাপীঠ শিশু - কিশোর - যুব অবস্থা থেকে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এই বিদ্যালয় থেকে পাঠ গ্রহণ করে অনেকেই আজ দেশে - বিদেশে উচ্চপদে আসীন। এই বিদ্যালয়ের তিনদিন ব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন -২০২৬ পালিত হল নানান বর্ণময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রভাত ফেরীতে অংশগ্রহণ করেন সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ কমিটির সভাপতি তথা বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি অনিল কুমার খামরুই, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ কমিটির সম্পাদক তথা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব সেলিম মল্লিক, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র - ছাত্রী, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক - শিক্ষিকাবৃন্দ, বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটির সদস্য -সদস্যবৃন্দ, এলাকার শিক্ষানুরাগী ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন হরিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লিপা চৌধুরী। বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ কমিটির সম্পাদক জনাব সেলিম মল্লিক, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ - র । পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির ও সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ কমিটির সভাপতি অনিল কুমার খামরুই। পায়রা উড়িয়ে বিদ্যালয়কে শতবর্ষের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান হরিশপুর গ্রাম

পঞ্চায়েতের প্রধান লিপা চৌধুরী,খিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হেমন্ত পাখিরা, হরিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রভাত চক্রবর্তী,খিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুব্রত দ্বারী, উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির নারী - শিশু - উন্নয়ন ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষা বুলা বসু, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্য সুজয় মন্ডল ও সুমন মন্ডল, বিদ্যালয়ের ভূমিদাতা পরিবারের সদস্য সন কুমার সাধুখাঁ। প্রতিষ্ঠতা পরিবারের সদস্যরা এবং ভূমিদাতা পরিবারের সদস্য উভয়েই একত্রিত হয়ে মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উসব উদযাপন এর শুভ সূচনা করেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুবোধ কুমার মন্ডল এর আবক্ষ মূর্তি - র উন্মোচন করেন সুজয় মন্ডল ও সুমন মন্ডল। বিদ্যালয়ের ভূমিদাতা হারাধন সাধুখাঁ -র আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন সন কুমার সাধুখাঁ । সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন হরিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লিপা চৌধুরী।হস্ত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব সেলিম মল্লিক। হাওড়া জেলা পরিষদের সহযোগিতায় ও হাওয়া জেলা পরিষদের শিক্ষা- তথ্য - সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষা সুলেখা পাঁজা - র উদ্যোগে ১৩,৩৩,৭৩৯ (তেরো লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশ ঊনচল্লিশ) টাকা অনুদান মূল্যে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এর উদ্বোধন করেন উদয়নারায়ণপুর বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব সেলিম মল্লিক স্বাগত বক্তব্যে বলেন , আমাদের বিদ্যালয়ের পঠন - পাঠন ও ছাত্র -ছাত্রীদের নিজের সন্তানের মতো কোরে যারা স্নেহ - মায়া - মমতা দিয়ে পরিচর্যা করেন অর্থাৎ শিক্ষক - শিক্ষিকা,অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ কমিটির সভাপতি অনিল কুমার খামরুই কে ও ধন্যবাদ জানাই। তিনি এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে বহু বছর ধরে যুক্ত আছেন অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে বিদ্যালয়ের আত্মিক ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমাদের বিদ্যালয়ে পরিচালনে ,সর্ব উন্নয়নে, নানান সমস্যা সমাধানে তিনি এবং পরিচালন সমিতির অন্য সদস্য - সদস্যাবৃন্দ সদাসর্বদা সচেষ্ট। ওনাদের সহযোগিতায় আমরা সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়কে সঠিক ভাবে পরিচালিত করছি অশেষ দক্ষতার সঙ্গে। সেই সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের আওতাধীন গ্রামগুলির আপামর জনসাধারণ আমাদের পাশে সর্বদা আছেন। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন ২০২৬ উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ডালিতে শোভিত হয়েছে অঙ্কন, যোগাসন, কুইজ, নৃত্য, আবৃত্তি, সংগীত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ডালিতে বিভিন্ন দিনে শোভিত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা, কেরিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম ছাত্র -ছাত্রী, অভিভাবক - অভিভাবকদের রেখাপাত করে। এই ধরনের প্রোগ্রাম সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে রাখার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটির সদস্য - সদস্যাদের উচ্চ প্রশংসিত করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানের ডালিতে শোভিত হয়েছে ম্যাজিক শো, নাটক।

এসআইআর শুনানিতে তলব টুটু বোস এবং তাঁর পরিবার, সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া সমালোচনা কুণাল ঘোষের

নিজস্ব সবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ এসআইআর শুনানিতে এবার তলব করা হলো প্রাক্তন সাংসদ এবং মোহনবাগানের প্রাক্তন সভাপতি স্বপনসাধন বোস এবং তাঁর পুত্র অর্থাৎ মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বোসকেও। প্রবাদপ্রতিম ফুটবলার টুটু বোস এবং তাঁর পুরো পরিবার তলব করা হয়েছে। এই সমগ্র বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মোহনবাগান সহ-সভাপতি কুণাল ঘোষ। এসআইআর শুনানিতে বাংলার একের পর এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে তলব করা হয়েছে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, কবি জয় গোস্বামী এবং জাতীয় ক্রিকেট দলের তারকা মহম্মদ শামি - কেউই রেহাই পাননি। এবার ফুটবল ও ব্যবসায়িক জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তি টুটু বোসকেও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী ১৯ জানুয়ারি তাঁকে হাজিরা দিতে হবে বালিগঞ্জ গভমেন্ট স্কুলে। এই সিদ্ধান্তের জেরে মোহনবাগান সহ-সভাপতি এবং তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ একাধিক বিশিষ্টকে এসআইআর নিয়ে শুনানিতে

তলবের পর এবার মোহনবাগান ও ফুটবলের অন্যতম প্রাণপুরুষ, প্রাক্তন সাংসদ, সফল বাঙালী উদ্যোগপতি টুটু বোসকে (স্বপনসাধন) সপরিবার নোটিস দিয়ে ডাকল নির্বাচন কমিশন। টুটুবাবু অসুস্থ। হুইল চেয়ার ছাড়া গতিবিধি অসম্ভব। ১৯ জানুয়ারি তাঁদের ডাকা হয়েছে। টুটু বোসকে এখন প্রমাণ দিতে হবে তিনি বাংলার নাগরিক। নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি বাংলা, বাঙালী আর বঙ্গবাসীর উপর এই অত্যাচারের জবাব পাবে আসন্ন নির্বাচনে।’উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি ১৫০ জন ক্রীড়াবিদ এসআইআর-এর নামে হেনস্থার প্রতিবাদে একটি মিছিল করেছেন। এই ইস্যুতে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগেছেন। এছাড়াও, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনী কমিশনারকে চিঠি লিখে এই নোটিস পাঠানোকে অমানবিক ও অসংবেদনশীল পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।--

হ্যাম রেডিওর তৎপরতায় গঙ্গাসাগরে হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের এক শিশুকে তার মার হাতে তুলে দেওয়া হল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর মেলায় হারিয়ে যাওয়া মানুষদের ফিরিয়ে দিতে কাজ করে চলেছে হ্যাম রেডিও।এবারে গঙ্গাসাগর মেলার ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের এক শিশুকে উদ্ধারের পর তার পরিচয় দ্রুত শনাক্ত করে ফেরানোর উদ্যোগ নিলো হ্যাম রেডিও। যার ফলে গঙ্গাসাগর মেলায তাদের সাফল্য আরও একবার প্রমাণিত হল।জানা যায, কাকদ্বীপের লট এইট পয়েন্ট থেকে প্রায় আড়াই বছরের একটি শিশুকে উদ্ধার করা হয়। তবে তখনও তার বাবা-মায়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। খবর পাওয়া মাত্রই শিশুটির পরিচয় উদ্ধারের কাজ শুরু হয় এবং বিষয়টি জানানো হয় মেলা অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকদের।এর মধ্যেই এক যুবতী শিশুটিকে নিজের সন্তান বলে দাবি করে সামনে আসে। ওই যুবতীর নাম মেঘনা দাস।কিন্তু শিশুটি তার কাছে যেতে না চাইলে সন্দেহ আর ও ঘনীভূত হয়।বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানানো হয় এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পুরো ঘটনার উপর নজর রাখতে শুরু করেন।তদন্তে জানা যায়, ওই মহিলা বাংলাদেশের দক্ষিণ হাতিয়া এলাকা থেকে লোকের মাধ্যমে সাগরে এসেছিলেন। ভিড়ের মধ্যেই শিশুটি তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।এদিকে শিশুটি ও মায়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যায়। ঘটনার চাপে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ওই মহিলা।তবে সব দিক খতিয়ে দেখে পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর লট এইট পয়েন্টে কর্মরত হ্যাম রেডিও অপারেটর দেবদত্ত মুখার্জি মা ও শিশুকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরে পুলিশ আরও যাচাই করে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করে এবং কী ভাবে নিরাপদে তাদের ফেরানো যায় সেই বিষয়ে কাজ শুরু করে।হ্যাম রেডিওর দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগের ফলেই শিশুটির পরিচয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।আর হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলার ভিড় থেকে বাংলাদেশের এক শিশুকে সম্ভাব্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা গেল। এখন প্রশাসনের লক্ষ্য, মা ও শিশুকে নিরাপদে তাদের গন্তব্যে ফিরিয়ে দেওয়া। আর এই ধরনের কাজ সারা বছর করে চলেছে হ্যাম রেডিও।

জগন্নাথ ধাম শুধুমাত্র পুরীতে দিঘায় নয় দাবি পুরীর শঙ্করাচার্যের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারিঃ জগন্নাথ ধাম শুধুই পুরীতে, দিঘায় শুধুই জগন্নাথ মন্দির, দাবি পুরীর শঙ্করাচার্যের। মাস দশেক আগে দিঘায় উদ্বোধন হয়েছে জগন্নাথ মন্দিরের। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সাথে তুলনা করে একে জগন্নাথ ধাম বলছেন অনেকেই। কিন্তু পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মঙ্গলবার গঙ্গাসাগরে এসে এ বিষয়ে মুখ খুললেন।এ দিন সাংবাদিক বৈঠকে পুরীর শঙ্করাচার্য বলেন, জগন্নাথ মন্দির তৈরি প্রশংসনীয়, কিন্তু একে জগন্নাথ ধাম বানানো উচিত হয়নি।এছাড়াও একের পর এক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগরে ব্রিজ তৈরি, ভিন রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার, এস আই আর সব বিষয়েই মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, গঙ্গাসাগর তীর্থস্থান এটাকে পর্যটন স্থল যাতে না করা হয় সেদিকে সরকারের নজর রাখা উচিত। গঙ্গাসাগরকে তীর্থ ভূমি হিসাবেই রাখা হোক। একে নিয়ে ব্যবসা করা টা ঠিক হবে না।

দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তরপাড়া থানায় ছাত্র পরিষদের ডেপুটেশন

বনস্পতি দে, হিন্দমোটর হুগলি,১৩ জানুয়ারি ঃ হিঃদমোটরে বন্ধ কারখানা চত্বরে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার ঘটনায দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে রবিবার দুপুরে উত্তরপাড়া থানায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের ডেপুটেশন । এদিন দুপুরে কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ কর্মীরা উত্তরপাড়া থানায় এসে স্লোগান দিতে থাকে সঙ্গে নেতৃত্ব দিলেন রাজ্য ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিযাঙ্কা চৌধুরী, উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রিযম্ ঘোষ কংগ্রেস নেতা ইন্দ্রজিৎ দেব মিলন চক্রবর্তী সুবীর মুখার্জি দেবাশীষ মুখার্জী দেবাশীষ দত্ত সহ প্রমুখ, নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ কর্মীরা থানায ডেপুটেশন দিতে গেলেন একদল প্রতিনিধি প্রিযাঙ্কা চৌধুরীর নেতৃত্বে ডেপুটেশন দিয়ে ফিরে এসে রাজ্যের ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিযাঙ্কা চৌধুরী বলেন এই রাজ্যে নারী ও পুরুষের কোন নিরাপত্তা নেই কেন কারখানা চত্বরে যেখানে সরকার অধিগ্রহণ করেছে সেখানে আলো নেই সিসি ক্যামেরা নেই শুধু তাই নয় সেখানে কোন পুলিশি টহল থাকে না কেন আমাদের প্রশ্ন সমাজবিরোধীদের আনাগোনা কেন কিভাবে এটা সম্ভব হয়। গ্রেপ্তার হয়েছে পুলিশ বলছে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে নাকি আন-আইডেন্টিফাই পুলিশের সদ ইচ্ছা নেই তারা শাসক দলের ছত্রছায়া আমরা বলছি আগামী সাত দিনের মধ্যে যদি দোষীরা গ্রেফতার না হয় তাহলে আমাদের আন্দোলন তীব্র হবে। কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ দরকার হলে রাস্তা অবরোধ করবে। বিক্ষোভ করবে এই সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ নাকি পুলিশ কল্যাণ ব্যানার্জির তাবেদারি করছে।

পাঞ্জাব থেকে হাওড়া, কবাডি খেলোয়াড় রানা খুনে তিন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব সবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ পাঞ্জাব থেকে হাওড়া, কবাডি খেলোয়াড় রানা বালাচৌরিয়াকে খুনের মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করলো গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তরা লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য। মঙ্গলবার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে করণ পাঠক, তরণদীপ সিং এবং আকাশদীপ সিংকে। এরা প্রত্যেকেই পাঞ্জাবের বাসিঃদা। গত ১৫ ডিসেম্বর ম্যাচ চলাকালীন রানাকে খুন করা হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, সেলফি তোলার প্রলোভন দেখিয়ে কাছাকাছি গিয়ে লক্ষ্যবস্তু রানা বালাচৌরিয়ার উপর গুলি চালায় অভিযুক্তরা। পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তদের সন্ধান চালাচ্ছিল। জানা গেছে, তিনজন পাঞ্জাব থেকে নেপাল হয়ে গ্যাংটক হয়ে ভারতে প্রবেশ করে, তারপর কয়েকদিন কলকাতায় গা ঢাকা দিয়েছিল। রবিবার রাতে তারা হাওড়া স্টেশন থেকে পালানোর ছক কষছিল। শেষ মুহূর্তে স্টেট স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর সতর্কতার কারণে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ তাদের ধরতে সক্ষম হয়।

বইপ্রেমীদের জন্য সুখবর-কলকাতা বইমেলায় বিশেষ মেট্রো পরিষেবা,বইমেলার গেটেই মিলবে মেট্রো টিকিট

নিজস্ব সবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ বইপ্রেমীদের জন্য সুখবর! ২২ জানুয়ারি থেকে সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে শুরু হচ্ছে ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা, এবং এবার মেলার সুবিধার্থে থাকছে মেট্রোর বিশেষ পরিষেবা। মেলার দুটি প্রধান গেটে-১ ও ২ নম্বর-স্থাপিত হবে মেট্রোর বুথ, যেখানে যাত্রীরা ইউপিআই-এর মাধ্যমে সহজেই টিকিট কাটতে পারবেন। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয, হাওড়া-শিযালদহ মেট্রো লাইন চালু হওয়ায় শহরতলির মানুষ সহজে সল্টলেকে পৌঁছতে পারবেন। এজন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, যাতে বইমেলায় বা।তি মেট্রো পরিষেবা দেওযা যায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েছেন। মেলায রাত ১০টা পর্যন্ত মেট্রো চলবে, এবং ছুটির দিনেও এই বিশেষ পরিষেবা চালু থাকবে। এতে শহরতলির মানুষ থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের বইপ্রেমী সহজে মেলায় পৌঁছে এই আয়োজন উপভোগ করতে পারবেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে, সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি অশোকনারায়ণ বর্মন, যুগ্ম সম্পাদক শুভঙ্কর দে, কিউরেটর মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। এবারের বইমেলায অংশগ্রহণ করছে ২০টি দেশ, তবে গতবারের মতো এবারেও বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করছেনা। তবে বইপ্রেমীদের জন্য এই নতুন মেট্রো সুবিধা মেলায় ভিড় আরও বাড়াবে এবং যাত্রাপথকে সহজ ও আরামদায়ক করে তুলবে,এমনটাই মনে করছে সংশ্লিষ্টমহল।

চম্পাহাটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে এখনো পর্যন্ত মৃত্যু ঘটলো তিনজনের

নিসস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর,১৩ জানুয়ারি ঃ চম্পাহাটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে এখনো পর্যন্ত মৃত্যু ঘটলো তিনজনের।আশঙ্কাজনক আরও এক।বারুইপুর থানার চম্পাহাটির হারালে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের আরও দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতালে রাহুল পুঁই নামে এক জখম যুবক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই নিয়ে বিস্ফোরণকাণ্ডে তিন জনেরই মৃত্যু হয়েছে। বাকি একজনের চিকিসা চলছে এমআর বাঙুরে। অন্য দিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ওই বাজি কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে মামলা জারি হয়েছে। তবে এখনও তাঁর খোঁজ মেলেনি।গত শনিবার চম্পাহাটির হারালে একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে।এই বিস্ফোরণে অ্যাজবেস্টসের ছাউনি উড়ে যায়। মাটিতে মিশে যায় পাকা ইটের গাঁথুনি দেওয়া ঘর। আশপাশের বাড়িঘরেও অল্প বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। সেখান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিলেন চার শ্রমিক- গৌরহরি গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বজি মণ্ডল, রাহুল এবং কিষান অধিকারীর।চার জনকেই কলকাতার দু’টি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল।গত রবিবার এমআর বাঙুরে মৃত্যু হয় গৌরহরির। সোমবার বাইপাসের ধারে হাসপাতালে মারা যান বিশ্বজিৎ।মঙ্গলবার দুপুরে রাহুলও মারা গিয়েছেন।তবে ঘটনার পর দু’দিন কেটে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাজি কারখানায় বিস্ফোরণকাণ্ডে কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। ওই এলাকা কার্যত পুরুষশূন্য। বাজি মহল্লা এলাকাটিতে মহিলারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। বাজি ক্লাস্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার মানুষ। এত দিনেও কেন ক্লাস্টারের কাজ এগোল না, সেই প্রশ্ন উঠছে। ক্লাস্টারের জন্য ইতিমধ্যে এক দফায় স্থানীয় মানুষজনের জমি অধিগ্রহণ করেছিল সরকার। আরও এক দফায় জমি অধিগ্রহণ করার কথা।কিন্তু পর পর বিস্ফোরণের পরে বাসিঃদাদের একাংশ জানাচ্ছেন, সরকার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে ক্লাস্টার তৈরির প্রতিশ্রুতি না দিলে জমি দেওয়া হবে না।শনিবারের পর থেকে বারুইপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এলাকায নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। তল্লাশি অভিযানও চলছে। তবে এত কিছুর পরেও এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হননি। জানা যাচ্ছে, ওই বাজি কারখানাটির মালিকের নাম বিধান নস্কর। তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তবে এখনও বিধানের খোঁজ মেলেনি।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তপসিয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনা, ফিটনেস মেয়াদোত্তীর্ণ উল্টে গেল সরকারি বাস, ১৬ যাত্রী আহত

নিজস্ব সবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটার সময় তপসিযার কাছে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। হাওড়া-বারুইপুরগামী একটি সরকারি বাস আচমকা চাকা ফেটে উল্টে যায়, যার ফলে অন্তত ১৬ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। বাসটি দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনাস্থলেই সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজট, বিশেষত কসবা মোড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়। পরে ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতার ফলে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকাল প্রায় সাড়ে আটটার দিকে বাসটি আচমকা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, হাওড়া-বারুইপুরগামী রুটের একটি সরকারি বাস। প্রচণ্ড শব্দে বাসের সামনের একটি চাকা ফেটে যায়। তার জেরে যাত্রীদের নিয়ে উলটে

যায় বাসটি। প্রায় ১৬ জন যাত্রী ছিলেন বাসে। তাঁরা সকলেই আহত হয়েছেন বলে খবর। সকলকে উদ্ধার করে পাশের চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এই সরকারি বাসটি ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া রাস্তায় নেমেছিল, যা আগেই মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ রুটে এমন অসতর্কতার কারণে চাকা ফেটে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যাত্রী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানের ভিত্তিতে দুর্ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হবে। এছাড়া ফিটনেস ছাড়া বেআইনিভাবে বাস চলাচল ও যাত্রীদের ঝুঁকির জন্য পৃথক মামলা করা হতে পারে, যা পথ সুরক্ষা আইনের আওতায় আনা হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites e-tenders online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/33/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Improvement of road surface at 33/6, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14**; Estimated Cost: **Rs. 4,35,834.00**; Earnest Money: **Rs. 9,000.00**; Period of Completion: **40 days**;

(2) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/40/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Improvement of sewer at 42/12, M.P. Road and its surrunding areas in Ward No. 14**; Estimated Amount: **Rs. 1,99,617.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **30 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/59/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Development of passage and sewer at 38/1A/12, Maniktala Main Road and its surrounding areas in Ward No. 14 under BR-III**; Estimated Amount: **Rs. 3,99,077.00**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **40 days**.

(4) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/63/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Development of passage at 15/1/H/2, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14 under BR-III**; Estimated Amount: **Rs. 3,99,043.00**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **40 days**.

(5) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/64/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Improvement of sewer at 15/1, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14 under BR-III**; Estimated Amount: **Rs. 2,99,914.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days**.

(6) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/77/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Improvement of sewer at 38F, B.B. Ghosh Sarani in Ward No. 14**; Estimated Amount: **Rs. 4,99,932.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **40 days**.

(7) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/79/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Development of passage at 32/1, Muraripukur Road and its surrounding areas in Ward No. 14, BR-III**; Estimated Amount: **Rs. 3,99,587.00**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **40 days**.

(8) NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/81/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Development of passage at 32/2, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14, BR-III**; Estimated Amount: **Rs. 2,99,997.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **21.01.2026 up to 12 noon. [For Sl. No. 1 to 8].** Date and time of opening of tender **- 24.01.2026** on or after up to **12 noon [For Sl. No. 1 to 8].** The bid forms and other details shall be available on and from **09.01.2026 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 to 8].**

(9) NIT No.: KMC/EE-III/13/9/25-26/US

Name of the Work: **Supplying, Fitting & Fixing Pit Covers at 2, 4 G.D.G. Lane, 3 Ariff Road and different uttaran area in Ward No. 13, BR-III**; Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,50,714.00**; Earnest Money: **Rs. 3,500.00**; Period of Completion: **30 days**.

(10) NIT No.: KMC/EE-III/13/10/25-26/US

Name of the Work: **Removal of chokage from sewer at 13/B/18 Ariff Road 2/H/10 K.M Road and different uttaran area in Ward No. 13, BR-III**; Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,92,960.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days**.

(11) NIT No.: KMC/EE-III/13/12/25-26/US

Name of the Work: **Reparing of Sanitary Latrine at 8/2/H/74 G.D.G. Lane, 10C G.S. Lane and different uttaran areas in Ward No. 13, BR-III**; Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 4,44,382.00**; Earnest Money: **Rs. 9,000.00**; Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **22.01.2026 up to 12 noon. [For Sl. No. 9 to 11].** From the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 11].**

(12) NIT No.: EE-III/29/APAS-16/25-26

Name of the Work: **Construction of Tap Water Platform at 247/H/2, 247/H/4 etc. M.M. Road in Ward No. 29**; Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,58,734.00**; Earnest Money: **Rs. 5,200.00**; Period of Completion: **30 days**.

(13) NIT No.: EE-III/29/APAS-22/25-26

Name of the Work: **Improvement of passage at 49, 49A N.N. Road in Ward No. 29. Due to laying of sewer**; Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,89,661.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **30 days**.

(14) NIT No.: EE-III/29/APAS-23/25-26

Name of the Work: **Renovation of Sanitary Latrine at 79/12, 86/14 N.N. Road and other places in Ward No. 29**; Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,93,943.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days**. Date and time of submission of bid: **21.01.2026 at 12 noon [For Sl. No. 12 to 14]**. Date and time of opening of bid: **24.01.2026 after 12 noon [For Sl. No. 9 to 14].** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2026 at 5p.m. [For Sl. No. 9 to 14]** From the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 12 to 14].**

The Executive Engineer(Civil)/ Br.-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/023/2025-2026/(2nd Call)

Name of the work : **Relaying of Kerb and channel with raising M. H. Cover, G.P.Cover at Jamunalal Bajaj Street, N. S. Road etc. and other different places in Ward No. 42**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,97,393.23**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of completion: **45 days**. Last date and time of submission of bid: **24.01.2026 -11 a.m.**; Date and time of opening of tender: **27.01.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.01.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer(Civil)/ E&H, KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : APAS/01/154/304/0002/R1 (2nd Call)

Name of the work: **Construction of ghat at Talpukur Road Kalyan Nagar Society Jheel in Ward No. 126, Under Br.- XVI**; Estimated Amount: **Rs. 3,93,547.00**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of completion: **30 days**.

(2) NIT No. : EH/X/99/06/2025-26/R1 (2nd Call)

Name of the work : **Reconstruction of brick retaining wall of pond side at 3, Vidyasagar Lowland Kalibari of Ward No. 99, Under Br.- X**; Estimated Amount: **Rs. 4,12,579.00**; Earnest Money: **Rs. 8,500.00**; Period of completion: **60 days**. Last date and time of submission of bid: **27.01.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].**; The bid forms and other details are available on and from **14.01.2026 (12 noon.) [For Sl. No. 1 & 2]**. From the **website: https://tenders.wb.gov.in [For Sl. No. 1]** and **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 2]**.

The Director General(Mechanical)/ Roads, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/RRD/JOC-5/25-26 (1st Call)

Name of the work : **Construction of mechanic Room at 1st floor level of New Establishment inside Road Roller Department**; Estimated Amount (including CESS): **Rs. 4,94,833.86**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of completion: **21 days**. Last date and time of submission of bid: **21.01.2026 up to 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2026 after 5 p.m.** from the **website: https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-51/2025-26

Name of the work: **Supply and installation of Oil Flow Meter, Modification and installation of Oil pipe line under Asphaltum, Goragacha;** Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of completion: **7 days**. Last date and time of submission of bid: **24.01.2026 - 5 p.m.**; Bid opening date and time for technical proposals: **27.01.2026 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **16.01.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in.**

CORRIGENDUM

(1)KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/305/0001/25-26, (2) KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/304/0001/25-26 published in this newspaper on 05.12.2025 (Key No.- 1604/25-26) of Electrical/Lighting/Zone-IV Department [For Sl. No. 16 & 17]. Last date and time of submission of bid will be read as **17.01.2026 (2 p.m.)** instead of 31.12.2025 - (2 p.m.)

1944/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৪৫ সংখ্যা, বুধবার ২৯ পৌষ ১৪৩২

সত্যজিৎ রায় ও জেমস বন্ড

সত্যজিৎ রায় কি জেমস বন্ড দেখতেন? অবশ্যই দেখতেন। শুধু দেখতেন না দারুণ ভালবাসতেন। সন্দীপ রায় নিজে বলেছেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধচলাকালে সত্যজিৎ ও বিজয়া জেমস বন্ড চলচ্চিত্র 'ডক্টর নো' দেখতে গেছিলেন, সে কথাও জানান। তাই শন কোনারির এই ছবিটা কয়েক বছর আগে যখন ফেবুতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন বেশ মজা লেগেছিল এটা দেখে যে সেই ছবির মুখটা মানিকবাবুর। ফটোশপ করা। জানি না মানিকবাবু নিজে এসব দেখলে কী বলতেন। যাই হোক কোনারির কথা বলি বরং। তাঁর তো বন্ড হবার কথাই না। জেমস বন্ডের মত উনিও জাতে স্কটিশ, দুজনেই রয়াল নেভিতে ছিলেন, দুজনের চেহারা, উচ্চতা, ওজন একেবারে এক। কিন্তু বন্ড ফেটেসের মত উচ্চবিত্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নিয়েছেন, আর ইনি স্কুলের খরচা চালাতে রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজ বেচতেন। ১৯৫২ সালে লন্ডনে এলেন মিঃ ইউনিভার্স হতে। বদলে হয়ে গেলেন অভিনেতা। প্রথম সিনেমার জন্য মাত্র দুইদিনে শিখেছিলেন টুইস্ট নাচ। সঙ্গে চলছিল ফুটবল খেলা, সেটা এতটাই ভাল যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে মোটা টাকার অফার এল। কিন্তু ততদিনে ঠিক, তিনি অভিনেতা হবেন। লঙ্গেস্ট ডে ছবিতে অভিনয়ে তাঁর অভিনয় সবার চোখ টানল। অবশেষে ১৯৬১ তে টেরেন্স ইয়ং তাঁকে বন্ড বানানোর কথা ভাবলেন। সব ঠিক ছিল, কিন্তু অসুবিধে একটাই। ভদ্রলোক ঠিক সেক্সি নন। দুইবার অডিশন নেওয়া হল। ফেল করলেন। শেষে প্রডিউসার কাবি ব্রকোলি ভুলটা বুঝতে পারলেন। অডিশন টিমে একজনও মহিলা নেই যে! ডেকে আনা হল তাঁর স্ত্রী ডানাকে। ডানা একবার দেখেই বললেন, এই লোককে যদি সেক্সি না বল, তো সেক্সি শব্দের মানেই বদলে দিতে হবে। কি ভাগ্য! ডানার কথা মেনে নিলেন সবাই। শুরু হল ড. নো-সিনেমার কাজ। কোনারির ঘড়ি কেনার টাকা নেই। কাবি ব্রকোলি নিজের হাতের রোলেক্স খুলে তাঁকে পরিয়ে দিলেন। বাকিটা ইতিহাস। জেমস বন্ড আর রোলেক্স ঘড়ি একে অপরের অল্টার ইগো হয়ে গেল।

গল্প এখানেই শেষ না। অনেকদিন পরে ১৯৯১ সালে ঞ্চত্রদ্রম্ভ ম্যাগাজিনে ভোটের নিরিখে হলেন এই ভদ্রলোক। ডানা কি তখন মুচকি হেসেছিলেন? কে জানে? অনেক পরে যখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন তখনও দ্য রক ছবিতে তিনি সেই অপরাধী, একমাত্র যে জানে দ্বীপের মত সেই কারাগারে ঢোকার গোপন পথ। নেম অফ রোজ ছবিতে তিনিই গোয়েন্দা উইলিয়াম অফ বাস্কারভিল। লিগ অফ এক্সট্রা অরডিনারি জেনটেলমেন-এ অ্যালেন কোয়াটারমেন, আনটাচেবলস এর সেই পুলিশ অফিসার মালোন, আর এন্ট্র্যাপমেন্টে বিখ্যাত চোর রবার্ট ম্যাকডুগাল, মার্নিতে তিনিই আবার দুরন্ত প্রেমিক। তবে সবচেয়ে প্রিয় ইন্ডিয়ানা জোনসের বাবার ভূমিকায় তার অভিনয়। একেবারে ভোলাভালা ছাতাহাতে মানুষটাকে দেখে চেনাই যায় না যেন, যতক্ষণ না... যতক্ষণ না শত্রুর প্লেন সাগর তীরে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসে তাদের দিকে ধেয়ে। ইন্ডিয়ানা নিজেও বুঝতে পারেন না কি করবেন। ঠিক এইখানে কোনারি শুধু ছাতার সাহায্য যেভাবে বিমানদের ধ্বংস করেন তা জেমস বন্ড ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব না। এই এক দৃশ্যে কোনারি বুঝিয়ে দেন, বাপ তো বাপ হোতা হ্যায়। টান টান উত্তেজনামূলক গোয়েন্দা বা গুপ্তচর কেন্দ্রিক ছবি ছিল জেমস বন্ড। সেই সব ছবিগুলি কলকাতর চলচ্চিত্র প্রেমীদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল। কলকাতা. জেমস বন্ড ছবি আসতো কলকাতার সাহেব পাড়াতর সিনেমাগলে। আর তাই দেখতে সন্ধ্যা থেকে বিশাল ভিন। সত্যজিৎ রায় সেই সব ছবি দেখতেন এবং টেকনিক্যাল দিকগুলো নিয়ে স্ত্রী বিজয়া রায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তবে সত্যজিৎ রায় ফেলুদাকে তৈরি করেছেন বাঙালি ঘরানায় বলা যায়।

গ্রামীণ সংস্কৃতি- ইতু পুজো

অনেকটা লক্ষ্মীপুজোর মতো আয়োজন। কিন্তু লক্ষ্মী পুজো নয়। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রবিবার করে পুজো করা হয় ইতুপুজো। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার করে সংক্রান্তির এই বিশেষ পুজো করতে হয়। এদিন পুজো করে ইতুকে বিসর্জনও দেওয়া হয়। ইতু না ঋতু , তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে বহুজনের মধ্যে। কারণ গ্রাম বাংলায় এখনও এই পুজোর কদর থাকলেও শহরাঞ্চলে ইতুপুজো প্রায় বিলীন হতে চলেছে। ইতু শব্দটি মিতু অর্থাৎ মিত্র থেকে এসেছে। সুতরাং মিত্র মিতু ইতু। মিত্র শব্দের অর্থ সূর্য। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে এবং এই অবস্থানে সূর্যের নাম মিত্র। এই থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে ইতু পুজো শুরু হয়। সুতরাং ইতু পূজা মানে সূর্য পূজা। সাধারণত কুমারী, বিবাহিতা, বিধবা, সব বয়সী মহিলারা এই পুজো করতে পারেন। ইতুর পাত্র ও ঘট দিয়েই পুজো করা হয়। খড়ের বিঁড়ের উপরে ইতুর সরাকে প্রথম বসানো হয়। তারপর সরাতে দেওয়া হয় মাটি। মাটি কানায় কানায় পূর্ণ হলে তার উপর একটি ঘট স্থাপন করতে হয়। বাকি অংশে, কলমিশাক, সরষে ধানের বীজ, মানকচুর মূল ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসানো হয়। এছাড়া ছোলা, মটর, তিল, যব-সহ আটরকম শস্য দেওয়ার নিয়ম। প্রতি রবিবার পুজো দেওয়ার সময় সরাতে জল দিয়ে থাকেন মহিলারা। কার্তিক সংক্রান্তির দিন শুর হলে শেষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। ইতো পুজোর সময় চাল-কলাইয়ের নৈবেদ্য সজিয়ে পুজো দেন মহিলারা। ভোগ হিসেবে দেন চলাকলাই ভাজা। সংক্রান্তির দিনে ইতুর বিশেষ ভোগে লাগে সরুচাকালি বা চালের গুঁড়োর বিভিন্ন পদ। পুজোর ফুল হিসেবে ব্যবহার করা হয় হলুদ সরষে ফুল। পুজো হয়ে গেলে ইতুকে জলে বিসর্জন দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে, আচার্য সুকুমার সেন ইতু পুজোর ইতিহাসকে অন্য আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ইতু হলেন প্রাচীন ইন্দ্রপূজার দৃষ্টান্ত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

তিনি সবার কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। শিক্ষার মূল লক্ষ্য থাকা উচিত সবার উপকার করা। কারোর কোনও ক্ষতি না করে কী করে উপকার করা যেতে পারে তার দিক লক্ষ্য রাখা। 'স্বদেশে পুজ্যতে রাজা, বিদ্যান সর্বত্র পুজ্যতে' । এই কথাটি ভারতে প্রতি প্রান্তে প্রচারিত। কথাটির মানে হল স্বদেশে রাজা পুজিত হন। আর বিদ্যান সব দেশে পুজা লাভ করেন। বিদ্যান কোনও একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তিনি সব কাছে প্রিয় পাত্র হন। শিক্ষার একটি মূল্য রয়েছে। যিনি শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করে থাকেন তিনি সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেন। সবাই তাঁকে সম্মানিত করে থাকেন।

রামকৃষ্ণ দর্শন

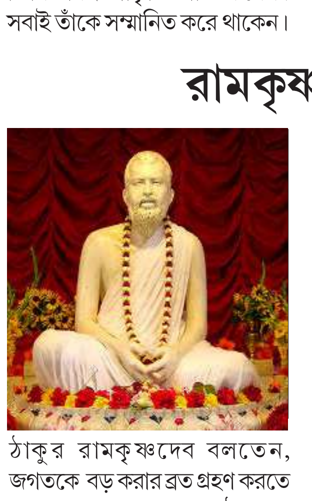

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জগতকে বড় করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। তাহলে জগত শ্রেষ্ঠ হবে। শুধু জগত শ্রেষ্ঠ হবে তা নয়। পাশাপাশি আপনিও জগত শ্রেষ্ঠ রূপে পরিচিতি লাভ করবেন। জগতকে বড় করতে গেলে মানুষের প্রয়োজন। কোনও প্রাণী জগতে বড় করতে পারে না। মানুষের ক্ষমতা রয়েছে জগতকে বড় করার। জগতে শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার। জগত বড় হয়ে মানুষও বড় হবে। জগতকে ছোট করা যায় না। জগত সব সময়ে বড় থাকেই। জগত হচ্ছে সব মানুষের ঘর বাড়ি। ওরে তোরা ভ্রমর হয়ে মধু সংগ্রহ কর। তাহলে শক্তি পাবি। মধু হচ্ছে এখানে জ্ঞান এবং শিক্ষা। শিক্ষাই পারে অন্ধকার থেকে আলো নিয়ে আসতে। আর কারোর কোনও ক্ষমতা নেই। পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে শিক্ষা। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা। বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে জগত বড় হতে পারে না। জগতকে বড় করতে গেলে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। জগতের কাজে ব্রতী হতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দ বিপ্লবীদের শক্তি সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করতেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দীক্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো জয় করাটা ভারতের স্বাধীনতার চিন্তাকে আরও বেশি করে এগিয়ে দিয়ে সমর্থ হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি লেখা পড়লে বুঝতে পারা যায় যে তাঁর ভাষার কতখানি শক্তি ছিল।

এখনও তাঁর রচনাগুলি পড়লে মনে হবে গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা একদিকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠকে অনুসরণ করছে এবং পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রহণ করছে। স্বামী বিবেকানন্দের পায়ের তলায় বসে দীক্ষা নিয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবী বাঘ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি আবার মা সারদার স্নেহধন্য ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে বহুবার এসেছেন বাঘা যতীন। সেখানে তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে গুপ্ত বেঠক করেছিলেন পঞ্চবটীর তলায়। সেই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন রাসবিহারী বোস, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবীদের গুপ্ত বৈঠকের কথা পুলিশ জানতে পেরেছিল। কিন্তু বৈঠক চলাকালীন পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এবং সারা ভারত জড়ে যে সেনা অভ্যুত্থান করা হবে তার পরিকল্পনা পুলিশ জানতে আগে পারেনি। ভারত স্বাধীনতা লাভ করে যেত ১৯১৪ সালেই। সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী বোস থেকে শুরু করে গদর দলের সদস্যরা এবং সঙ্গে ছিলেন বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সেনা অভ্যুত্থান যদি সফল হতো তাহলে ব্রিটিশ সরকারের ভারতে টিঁকে থাকাটা খুবই মুশকিল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে দলের একজন বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং সব তথ্য ইংরেজদের কাছে আগাম পৌঁছে দিয়েছিল। ইংরেজরা সেই সব তথ্য পেয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে বিদ্রোহী ভারতীয় সেনাদের গ্রেফতার করে। তার ফলে রাসবিহারী বোস দ্রুত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করে 'ভারত ছাড়া' করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯১৫ সালে বাঘা যতীনের বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হল। বালেশ্বর যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারালেন। ফলে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী শূন্যতা দেখা দিল। ঠিক সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করতে গণ আন্দোলন করতে গান্ধীজি এগিয়ে এলেন। তাঁর সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে থাকলো। ভারতের জনগণ বিপ্লবীদের সমর্থন করলে তারা কিন্তু অস্ত্র ধরতে বেশ খানিকটা দ্বিধান্বিত ছিল। তার ফলে বিপ্লবীদের প্রতি ভারতের জনগণের নৈতিক সমর্থন থাকলেও তারা রাস্তায় নেমে এসে বিপ্লবীদের সাহায্য করেনি। কিন্তু গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে অস্ত্র ব্যবহারের কোনও কথা উল্লেখ ছিল না। গান্ধিজি ভারতের জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে অহিংসা আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলনের থেকেও বেশি শক্তি ধারন করে। তার ফলে ভারতের অধিকাংশ জনগণ গান্ধিজির ডাকে সাড়া দেয়। গান্ধিজি কংগ্রেসের মঞ্চকে ব্যবহার করে তাঁর রচিত আন্দোলনকে সফল করতে শুরু করে দিলেন। কংগ্রেসের ছাতার তলায় থেকে গান্ধিজি তাঁর ডান্ডি অভিযান থেকে শুরু করে লবন আন্দোলনকে সফল করতে তুলতে পেরেছিলেন। কংগ্রেসের সব সদস্যরা গান্ধিজির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করতে থাকে। গান্ধিজি আবার সেই সময়ে ভারতের শিল্পপতিদের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন। স্বদেশি শিল্পপতিরা গান্ধিজিকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল তার মূল কারণ হচ্ছে গান্ধিজি গণজাগরণ তৈবি করে ফেলেছেন। সেই গণজাগরণের অংশিদার হতে শুরু করে দিয়েছিল স্বদেশি শিল্পপতিরা। বাংলার জমিদাররা বিপ্লবীদের গোপনে অর্থ সাহায্য দিত। আর গান্ধিজিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে সেই সময়কার ভারতীয় শিল্পপতিরা। তারা আশা প্রকাশ করতো যে একদিন না একদিন ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। তখন ইংরেজ পরিচালিত শিল্পগুলি তাদের অধীনে আসতে থাকবে। এমনকী ভারতের বণিক সভাগুলি তাদের অধীনে পরিচালিত হতে থাকবে। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতায় পেড়ে উঠছিল না। ব্রিটিশ পরিচালিত শিল্প কলকারখানাগুলি যে উন্নতমানের শিল্প পণ্য উৎপাদন করতে শুরু করে দিয়েছিল এবং তাদের বাজার চাহিদা এত বেশি ছিল যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজারে টিঁকে থাকাটা খুবই মুশকিল হচ্ছিল ভারতীয় শিল্পপতিদের। সেই কারণে তারা গান্ধিজির স্বদেশি আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে এবং গান্ধিজির প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলন যাতে সাফল্য লাভ করতে পারে তার জন্য তারাও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে। গান্ধিজির স্বদেশি শিল্প ভাবনাকে বেশি করে ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রাধান্য দিতে শুরু করে।

গান্ধিজির চরকা কেটে কুটির শিল্পকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের ঘরে ঘরে একটি করে চরকা যাতে থাকে সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন গান্ধিজি। সেই সময়ে তেত্রিশ কোটি জনগণ যদি একটি করে চরকা নিয়ে বস্ত্র নির্মাণ করে তাহলে বিদেশি বস্ত্র বাজারে মেলা ভার হয়ে দাঁড়াতে থাকবে। সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন গান্ধিজি। কুটির শিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। হস্তশিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দেন গান্ধিজি। কিন্তু গান্ধিজির পরিকল্পনা স্বার্থক লাভ করতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শিল্পময় বিশ্ব। হস্তশিল্প, কুটির শিল্প বাজারের বিপুল চাহিদাকে পূরণ করতে পারবে না। শিল্পকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত পণ্য বাজারের চাহিদাকে পূরণ করতে সক্ষম। কিন্তু হস্তশিল্প বা কুটির শিল্প বিশ্বের চাহিদাকে মিটিতে সক্ষম হবে না। তার ফলে শিল্প কলকারখানার উৎপাদনকে ব্যাহত করা সম্ভব হয়নি। তবে হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্প থাকার খুবই প্রয়োজন। এটা না থাকলে স্বদেশিয়ানাটা প্রকাশ লাভ করে না। ইস্পাত তো আর কুটির শিল্প বা হস্তশিল্প দিয়ে তৈরি হবে না। সেই সময়ে ইস্পাতের বাজার চাহিদা তুঙ্গে। প্রতি বছরই নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। স্পাতের প্রয়োজন বৃদ্ধি লাভ করছে। কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্পের ওপরে ভরসা করতে রাখতে পারছে না বিশ্বের জনগণ। চাদিরা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে গোটা বিশ্ব শিল্প কলরাখানার ওপরে আস্থা রাখতে শুরু করে দিয়েছে। বিমান থেকে শুরু করে রেল গাড়ি নির্মাণ, আধুনিক যানবাহন নির্মাণ হতে শুরু করেছে। তার ফলে ব্যাপক ইস্পাতের চাহিদা। সেই চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে তৈরি হয়েছিল টাটা ইস্পাত কোম্পানি। জামশেদজি টাটা ইস্পাত কারখানা তৈরি করলেন। বৃহৎ শিল্পের পাশে হস্তশিল্প থাকলো। কিন্তু হস্তশিল্পের দাম চড়া হতে থাকে। তার ফলে ভারতের গরীব জনগণ হস্তচালিত পণ্যকে ক্রয় করার ক্ষমতা হারাতে থাকে। বর্তমান বিশ্বে কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্পের পণ্য কিনতে পারে সমর্থ হয় না অতি সাধারণ মানুষেরা। তারা কলকারাখানা থেকে উৎপাদিত পণ্যকে ক্রয় করে থাকে। কারণ সেই পণ্য কেনা সামর্থ্য তাদের রয়েছে। সুতরাং গান্ধিজির হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্পের প্রতি অনুরাগ থকলে তা কিন্তু বর্তমান বিশ্বের কাছে সৌখিন পণ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। স্বদেশি শিল্পপতির এখন আর হস্তশিল্প বা কুটির শিল্পের প্রতি কোনও আগ্রহ দেখায় না। কারণ বর্তমান বিশ্বটা যান্ত্রিক বিশ্বে পরিণত। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবনা আগেই ভেবে রখে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন অতীত কিন্তু কোনও সময়ে ফিরে আসে না। বর্তমান এবং ভবিষ্যতে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সব সময়ে প্রাকটিক্যাল সায়েন্সে বিশ্বাস করতেন। ভাবাবেগ বিজ্ঞানকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। বাস্তব বিজ্ঞানের পক্ষে মত দিয়ে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার জন্য প্রয়োজন ভারতকে স্বাধীনতা। এর জন্য ভারতবাসীদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় কুস্তির আখড়া থেকে শুরু করে শরীর চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে উৎসাহ দান করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ভারতের সমগ্র জনগণকে মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন-'বল মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' এই মন্ত্রকে পাঠ করে দেশসেবার নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। বাংলার বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পথকে অনমুসরণ করে সংগ্রাম করতে শুরু করে।

জেরুজালেম শান্ত, বেথহেলম দেখতে পর্যটকদের ভীড়

দীনেশ সেন

যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে সব দেশে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালন করে। যিশুর জন্ম দিন। খ্রিস্টানরা মনে করে যে এই দিনেই প্রভু যিশু জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোনও কোনও দেশ মনে করে তার জন্ম ৬ বা ৭ জানুয়ারি। কিন্তু ভারত, বাংলাদেশ, মালেশিয়া, শ্রীলঙ্কাতে ২৫ ডিসেম্বর জন্মদিন পালন যিশুর জন্মদিন পালিত হয় । আবার ৬ বা ৭ জানুয়ারি প্রভু যিশু জন্মদিন পালন করা হয় কোনও কোনও দেশে। যিশু করে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক থাকলে কিন্তু রোম এই বড়দিনে নিজেকে সাজিয়ে রাখে। ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে পুরো জানুয়ারি মাস রোমের ভ্যাটিকান সিটি নিজেকে সাজিয়ে পর্যটক এবং প্রভু যিশু ভক্তদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। ইতালির রোমে এখন বিদেশি পর্যটকদের ভিড়। সারা জানুয়ারি মাস ধরে ভীড় থাকবে। তাকে সমাল দিতে ইতালির পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনী সতর্ক পাহারা দিতে শুরু করে দিয়েছে। আকাশ পথ ধরে ড্রোন চলছে নজরদারি করে। সন্ত্রাসাবাদী হামলা যাতে রোমে এই সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তার দিকে কড়া নজর রাখতে শুরু করেছে ইতালির প্রশাসন। এদিকে রোমের পোপ বিশ্ব শান্তির বার্তা দিয়েছেন। তিনি ১ জানুয়ারি বিশ্ব শান্তির বার্তা দেন। তিনি বলেন, প্রভু যিশু সবাইকে ভালোবাসার মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন। সেই মন্ত্রকে এখন কাজে লাগাতে হবে। যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। বহু লোক যুদ্ধে মারা যেতে শুরু করে দিয়েছে। মানুষর বাঁচার অধিকারকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। সবার বাঁচার অধিকার রয়েছে। ইতালির প্রতিটি শহরে প্রচণ্ড ভিড়। বিশেষ করে রোম শহরে পা রাখার জায়গা নেই। সারা ইউরোপের লোকেরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সবাই রোমের ভ্যাটিক্যন সিটিতে সমাবেত হয়ে সেখানকার পোপের গির্জাতে উপস্থিত হয়ে পরিদর্শন করতে চায়। সই প্রবল ভিড়কে সামাল দিতে ইতালির নিরাপত্তা বাহিনী সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ইতালিতে যাতে কোনও রকম যুদ্ধের ছায়া না পড়ে তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে ইতালির প্রশাসন। ইংল্যাণ্ডের সেন্ট পলস গীর্জাতে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। ওয়েস্ট মিনিস্টার্স অ্যাবেতেও এদিন বড়দিন পালন করতে দেখা যায়। রাজপরিবার এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জাতির উদ্দেশ্যে শান্তির বার্তা দেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকার সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার পক্ষে রয়েছে। জঙ্গি মুক্ত বিশ্ব গড়ে তালার দিকে আমেরিকা পা ফেলছে। এদিকে ট্রাম্প বিরোধীরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে প্রেসিডেন্ট যদি জঙ্গি সন্ত্রাস মুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন তাহলে কী করে সন্ত্রাসবাদী দেশগুলোকে মদত দিচ্ছেন? সব দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটল। জঙ্গিরা সেখানকার শাসন গ্রহণ করার তালে রয়েছে। তাহলে জো বাইডেন দুই মুখো নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি একদিকে জঙ্গিদের সমর্থন করছেন আবার অন্য দিকে জঙ্গিদের নিধন করার ডাক দিচ্ছেন। তাহলে কোনটা সত্য? এদিকে ইজরায়েলের যুদ্ধ আপাতত বন্ধ হয়েছে। ইজরায়েল সেনারা যুদ্ধে না থাকলেও সতর্ক রয়েছে। গাজা ইসরায়েল দখল করে নিয়েছে। ইজরায়েলের যুদ্ধ পরিস্থিতি গড়ে উঠলেও ক্রমশ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। ফলে জেরুজালেম এবং বেথলেহেম এখন আলোময়। খ্রিস্ট ট্রিতে সেজে উঠতে শুরু করেছে জেরুজালেম। এদিকে কয়েক লক্ষ খ্রিস্ট্রান জেরুজালেমে উপস্থিত হয়েছে। তারা জেরুজালেম প্রদর্শন করতে গিয়েছে। ফলে ইজরায়েলকে এখন বাড়তি নিরাপত্তা দিতে হচ্ছে। পর্যটকদের যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখছে ইজরায়েল বাহিনী। জেরুজালেমের গুরুত্ব পূর্ণ শহরগুলিতে আবার আলোকময় । কেক এবং মিষ্টির দোকানগুলিতে ভিড়। রেস্তোরাঁর এবং রেস্টুরেন্ট গুলিতে ভিড় উপচে পড়েছে। হোটেলগুলি পরিপূর্ণ। এই ভিড় লেগে থাকবে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। ইজরায়েল আপাতত সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ রাখছে। তবে ঘোষণা করে গোলাগুলি বন্ধ। পর্যটকেরা যাতে আতঙ্কিত না হয়ে পড়ে তার দিকে লক্ষা রাখতে শুরু করেছে ইসরায়েল প্রশাসন। বেথলেহেম যিশুর জন্মস্থান। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ছোট শহরে আলো জ্বলে ওঠে প্রতি বছর। এ বারেও সেখানে আলোর চিহ্ন রয়েছে। বড়দিনে ইসরায়েল নতুন করে সাজতে শুরু করেছে। একদিকে বন্দুক এবং অন্য দিকে আলোর মালা গোটা জেরুজালেমকে রহস্যময় করে তুলেছে। পর্যটকেরা নির্ভয়ে চলাফেরা করছে। দোকানদারি করছে। হইচই করছে। হোটেলগুলিতে পর্যটকেরা উপস্থিত জেরুজালেম দেখার জন্য । সমস্ত গীর্জাগুলিতে প্রার্থনা হয়েছে। বহু ভক্তরা হোটেলের কোনও স্থান না পেয়ে রাস্তায় শুয়ে দিন কাটাচ্ছে। সারা রাত আনন্দ স্ফূর্তি। ভোর হলেও শহরের মূল স্কোয়ারে ব্যাণ্ড বাজনা বাজতে শুরু করেছে । স্কুলের ছাত্র থেকে শুরু করে ইজরায়েলের ক্রিস্টান নাগরিকেরা দারুণ আনন্দে।

শীতের সবজি খাওয়নের পালা

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

শীতের খাওয়া দাওয়া ঝাল ঝোল এ। শীত আসা মানেই গরমের শরৎ সবজি হেঁসেলে থেকে বিদায় সেখানে আসা নতুন আনাজ। শীতের সবজি ঘরে আগ পাতে শাকের আধিক্য তাতে মহারাজ পালং এর পর নাম ছোলার আল মেথি শাক এর ,এই গুলো বেগুন বড়ি দিয়ে করা হয় তবে আমাদের বাড়ি শাকে রসুন ব্যবহার করা হয় না, মেথি শাক এর একটু তেঁতো ভাব থাকে আর ছোলা শাক এ একটু মিষ্টি দেওয়া হয়, তবে কাটতে একটু সমস্যা, রোদে পিঠ দিয়ে বসে শাক বাছা,ঠাম্মা ওরফে সতীন কাঁটা র খুব প্রিয় ছোলার শাক। তাই মাম ছোটমাকে বেছে দিতো চেয়ারে বসে, শুধু ডাঁটি বাদ পাতা গুলো নিতে হবে। এরপর মহারাণী র পছন্দ কৌরা এটা আমাদের শীতের শো স্টপার ধনেপাতা, ফুলকপি পাতা বাটা নাম কৌরা, কালোজিরা কাঁচা লংকা ফোড়ন কাঁচা লংকা দিয়ে সরষে তেলে পাতা টেলে পাটায় বাটতে হবে, তবে মিক্সিতে সে স্বাদ পাবেন না। কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলবে না এক্ষেত্রে গরম ভাতে পাতে অমৃত। পরের জন পেঁয়াজ কলি তবে তার পাগ আলাদা। ডিম পেঁয়াজের পাগে তার বিচরণ, দাদু ডিম পেঁয়াজ খেলেও মাংস খেতেন না। ওনার হাতের অনবদ্য রান্না শীতের পেঁয়াজ কলি সোনা খড়কে বা পুঁটি মাছ করা করে ভেজে চচ্চড়ি, সাথে ঝিরিঝিরি আলু বেগুন কাঁচা লংকা আর কালোজিরা ফোড়ন, শুকনো লঙ্কা বাটা নুন হলুদ সামান্য চিনি আর কালো সরষে জল দিয়ে মাখা মাখা পেঁয়াজ কলি,এই ক্ষেত্রে মাছ গুলো একটু কড়া করে ভাজতে হবে। অপরদিকে আমাদের বাড়ির সিগনেচার ডিস শীতের হাঁসের ডিম এর নিরামিষ রসা। ভাবছেন ডিম নিরামিষ, একটা প্রচলিত নাম বড়মা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী মতী নীরদা সুন্দরী দেবী বলতেন পোদ ফল। সেই পোদ ফল কে গোটা গরম মশলা তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে আদা বাটা দিয়ে শুকনো লঙ্কা জিরা বাটা নুন হলুদ চিনি দিয়ে কষান তেল ছাড়লে ভাজা হাঁসের ডিম আর ভাজা আলু কষান, তেজপাতা আর গরম মশলা বাটা দিয়ে ধনেপাতা কুচি দিয়ে আর ঘি দিয়ে পরিবেশন করুন। একদিন শীতে পেঁয়াজ রসুন ছাড়া হাঁসের

ডিম কষা খেয়ে দেখবেন কথা দিলাম স্বাদ মুখে লেগে থাকবে। এটা বড়মার রেসিপি, বড়মা নিজে না খেলেও নাতি নাতনীদের রেঁধে দিতেন নিজের হাতে পোদ ফল। আমার দাদু ও আমার জন্য রান্না করতেন, আমি যেহেতু ডিম খেতে ছোটবেলার থেকে পছন্দ করি, এখন মাম রান্না করে দেয়। দাদু সুগার ছিল বলে আলুর বদলে পেঁপে কেটে ডুমো করে রান্না করতেন,স্বাদ অসাধারণ হতো। আর পেঁয়াজ কলি দিয়ে রোজকার আলু পেঁয়াজ কলি ভাজা আমাগো বাড়িতে পসন্দ হক্কলের , কখনো সরষে বাটা দিয়ে শুকনো শুকনো। পেঁয়াজ শাক দিয়ে ডাল কিংবা সবথেকে পছন্দ ভাত ভাজা আগের দিনের বাসী ভাত পেঁয়াজ শাক আর ডিমের ঝুড়ি দিয়ে ভাজা ভাজা, অনেক টা চাইনিজ সেজুয়ান রাইসের মতো,মিক্স চাউমিন কিংবা এগ ফ্রাইড রাইস বেশি করে গোলমরিচ ক্রাস করে দিয়ে। আমরা ওপার এপার আর বিশ্বায়নের ঝড়ে সব পাড়ের যাত্রী, কখনো নিজেদের কূলে থেকে বাঙালি আবার মোগলাই থেকে চীন হয়ে ইটালী সবেতেই বাজি মাত। এখনো শীতের রসদ জলখাবার আর পীঠে পায়েস এর ঝাঁপি সহ বেশ কিছু পদ বাদ পড়লো।সময় সুযোগ করে দিমু ক্ষণ। মোট ৫০-৫৬ রকমের সাবেকি পিঠের রেসিপি আছে ঝুলিতে। আসলে শীত কাল হচ্ছে সবজু সবজি খাওয়ার কাল। এই সময়ে প্রচুর সবজি পাওয়া যায়। তার স্বাদ একেবারে আলাদা রকমের। গরমকালে সব সবজি পাওয়া যায় না। শীতের সবজির মধ্যে একটি কেমন ভালো লাগা গন্ধ লেগে থাকে। সেই ভালোলাগা গন্ধ থেকে সবজি খাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। শীতকালের মুলো খান। লাল মুলো খেতে বেশ ভালোই লাগে? ছোট মুলোর এক রকম স্বাদ। আবার বড় মুলোর আর এক রকম স্বাদ। মুলো ভাতে দিয়ে থেকে খুবই ভালো লাগে। মুলো শাক ভাজা শীতের অন্যতম প্রিয় ভাজা বলা যেতে পারে। পাংল শাকের সঙ্গে মুলো দিয়ে রান্না মুখে লেগে থাকার রেসিপি বলা যেতে পারে। আসলে শীতকাল আসলেই শাক শবজি খাওয়ার ঘুম পড়ে যায়। বাঙালির পাতে তখন বাজারের নানা রকম সবজির সমাহার দেখা যায়। সবাই তখন বলতে গেলে সবজি থেকে পচ্ছন্দ করে। নিরামিষ আহারের ওপরে প্রীতি জন্মাতে দেখা যায়।

দোতালা মহল

অসমের 'রংঘর' (অসমীয়া সংঘ) অসমের শিবসাগরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক দোতালা মহল। আহোম শাসন কালে রঙালি বিহুর সময় মহিষের যুদ্ধ ও অন্যান্য উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার জন্য রংঘর ব্যবহার করা হত। রংঘর এশিয়ার প্রথম পেভিলিয়ন হিসেবে প্রখ্যাত। এই মহলটি আহোম সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজধানী রংপুরের রুপহি পথারে ১৭৪৬ সনে স্বর্গদেউ প্রমত্ত সিংহের রাজত্বকালে নির্মাণ করা হয়।

এটি হল এশিয়ার প্রাচীনতম অবশিষ্ট অ্যাম্ফিথিয়েটারগুলির মধ্যে একটি। ভবনটি প্রথম বাঁশ ও কাঠ দিয়ে স্বর্গদেও রুদ্র সিংহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। পরে ১৭৪৪ - ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গদেও প্রমত্ত সিংহ ইট দিয়ে এটি পুনর্নির্মাণ করেন।

রংঘরের ছাদ একটি উল্টানো রাজকীয় আহোম লম্বা নৌকার মতো আকৃতির। স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিটিতে খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বারগুলির একটি সিরিজ রয়েছে, ছাদের উপরে খোদাই করা পাথরের কুমিরের একটি আলংকারিক জোড়া রয়েছে।

অনেক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ তাদের ইটের কাঠামোর চেয়ে একটু বেশিই ধরে রেখেছে, এখানে -ওখানে ভাস্কর্যের অলঙ্করণের নিছক অবশেষ। আহোমরা, যারা বিশেষ, পাতলা, বেকড ইট ব্যবহার করত, তারা তাদের নির্মাণের জন্য সিমেন্ট ব্যবহার করত না, কিন্তু চাল এবং ডিমের পেস্ট, মাটি মাহ নামক ডাল এবং অসমীয়া ভাষায় বোরালি মাচ নামে একটি মাছ ব্যবহার করত। তারা ভিতরের দেয়ালের উপরিভাগ ঢেকে রাখার জন্য গুঁড়ো মিশ্রিত চুন এবং ইট ব্যবহার করত। কথিত আছে এই পাউডারের আস্তরণ রং ঘরের ভিতর ঠান্ডা রাখত। রংঘর শিবসাগর শহরের কেন্দ্র থেকে তিন কিলোমিটার দূরে

পাঠকদের দরবার

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিংহভাগের স্বরলিপিকার ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ নতুন কোনো গান রচনা করার পরপরই তিনি স্বেচ্ছায় বা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শিখে নিতেন। এরপর তিনি সে গানের স্বরলিপি করে - সংরক্ষণ করতেন এবং তা অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকে শিখিয়ে দিতেন। পরবর্তীকালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কোনো গানের সুর ভুলে গেলে তিনি দিনেন্দ্রনাথের স্মরণাপন্ন হতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফাল্গুনী নাটকের উৎসর্গপত্রে তাঁকে, সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী, আমার সকল গানের ভাণ্ডারী- আখ্যায় অভিহিত করেছেন। তিনি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর । শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ মল্লিকের মতে, 'রবীন্দ্রসংগীত বা বাংলা সংগীতের জগতে দিনুবাবুর চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ ছিলেন না।'

শান্তিনিকেতনে গান শেখানোর সময় তিনি সাধারণত কোনও যন্ত্র ব্যবহার করতেন না। গান গেয়ে যেতেন, ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে দু-একবার শুনতেন, তারপর দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে গাইতে শুরু করতেন। প্রতিটি ছাত্রছাত্রী গানের সুর শুদ্ধভাবে আয়ত্ত না করা পর্যন্ত তিনি বিরামহীনভাবে শেখাতেন। শান্তিনিকেতনে উনি যখন গানের ক্লাস নিতেন তখন তা শুধু গান শেখার মধ্যেই সীমিত থাকতো না, পরিণত হতো ভাব আদান-প্রদানের এক অপরূপ আনন্দ মেলায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমনকি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখিনি।' গান শেখার জন্য দিনেন্দ্রনাথের উৎসাহেরও শেষ ছিল না। তিনি কবিগুরুর ডাক পেলেই হাজির হতেন। তাছাড়া নিজ উৎসাহেও তিনি নতুন নতুন গান শিখে নিতেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের বিশাল ভাণ্ডার নিজ আয়ত্তে নিয়ে আসেন। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তার সকল গানের ভাণ্ডারি হচ্ছেন দিনেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ তার লেখা 'ফাল্গুনী' নাটকের উৎসর্গ পাতায় লিখেছেন- 'যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তমরুর তলদেশ হইতে ওপরে টানিয়া আনিয়েছে তাহাদের এবং সেইসঙ্গে সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারি আমার সকল গানের ভাণ্ডারি শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম।' শান্তিনিকেতন ছিল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণ। যেখানে ছোট-বড় সবাইকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখতেন। জীবনের শেষদিকে অভিমানে শান্তি নিকেতন ছেড়ে জোড়াসাঁকোয় চলে যান। কিন্তু মন পড়ে থাকতো শান্তি নিকেতনে। প্রিয় কোনও ছাত্র এলেই শান্তি নিকেতনের খুঁটিনাটি খবরও নিতেন আগ্রহ ভরে। দিনেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে ডাকবেন। কিন্তু ডাকেননি। তার ছাত্র শান্তিদেব যখন দেখা করতে এসেছিলেন, কমলা দেবী তাকে কবিগুরুকে বলার জন্য বলেছিলেন, 'রবিদাকে বলো ওঁকে যদি একবার ডাকেন।' শান্তিদেব সে কথা রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেও দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ডাকেননি। কবিগুরুর এই আচরণ বিস্ময়কর। অথচ তখনও শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, রবীন্দ্রভারতীতে সংরক্ষিত একটি চিঠি পড়লেই তা বোঝা যায়।

-শঙ্করনাথ কর্মকার

জামালপুরের তিনটি অঞ্চলে জনসংযোগের মাধ্যমে পাড়ায় সংলাপ কর্মসূচি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে ব্লকে রাজ্য সরকারের গত ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরতে চলছে 'পাড়ায়

সংলাপ' কর্মসূচির ব্যাপক জনসংযোগ। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকে প্রতিদিন তিনটি করে অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে চলছে এই জনসংযোগ অভিযান। মঙ্গলবার জামালপুর ব্লকের পাঁচড়া অঞ্চলে 'পাড়ায় সংলাপ' কর্মসূচিতে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মেহেদুল খাঁন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহিলা নেত্রী কল্পনা সাঁতরা, ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক, প্রধান বিকাশ পাকড়ে, উপপ্রধান সাবিত্রী টুডু, লালু হেমব্রম সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

এদিন তাঁরা ধুলুক গ্রামে মা সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে এলাকার মানুষদের নিয়ে একটি ছোট সভা করেন। সভা শেষে পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন এবং সাধারণ মানুষের হাতে 'উন্নয়নের পাঁচালী' বই তুলে দেন। পাশাপাশি মানুষের সমস্যার কথা শুনে সেগুলির সমাধানের উদ্যোগও নেন তারা। দুপুরে ওই অঞ্চলের কর্মীদের নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে আবারও জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন নেতৃত্বরা। অন্যদিকে, আবুজহাটি ১ অঞ্চলে 'পাড়ায় সংলাপ' কর্মসূচিতে যোগ দেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যুব সভাপতি উত্তম হাজারী, অঞ্চল সভাপতি রমেন্দ্রনাথ কোনার, প্রধান ঝর্ণা দাস, উপপ্রধান শ্যামল চ্যাটার্জী সহ অন্যান্যরা। সেখানেও পুজোর মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করে কখনও ছোট ছোট সভা, আবার কখনও বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার করেন এবং উন্নয়নের পাঁচালী বই তুলে দেন সাধারণ মানুষের হাতে। জ্যোড়গ্রাম অঞ্চলে আজ জনসংযোগে অংশ নেন ব্লকের সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, কর্মাধ্যক্ষ জয়দেব দাস, অঞ্চল সভাপতি শেখ আলাউদ্দিন, প্রধান নুরজাহান বিবি, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার, সরোজ মান্না, মমতাজ ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। তারা মোহনপুর কালী মন্দিরে পুজো এবং সাজামানতলা পিরস্থানে চাদর চড়িয়ে 'পাড়ায় সংলাপ' কর্মসূচির সূচনা করেন। দুপুরে কর্মীদের নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থাও করা হয়। সবমিলিয়ে দলীয় নির্দেশে জামালপুর ব্লক জুড়ে 'পাড়ায় সংলাপ' কর্মসূচির মাধ্যমে জোরকদমে জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক নেতৃত্বরা।

প্লাস্টিক মুক্ত নির্মল বাংলার মডেলে স্থান জয়দেব মেলা ঃ রাত পোহালেই মকর স্নান

দেবশ্রী মজুমদার, জয়দেব, ১৩ জানুয়ারি ঃ রাত পোহালেই মকর স্নান। ব্রাহ্ম মুহূর্তে ভোর ৪.৫১ থেকে ৫.৪৪ পর্যন্ত স্নানের শুভ সময়। এবারের মকর স্নানে প্লাস্টিক মুক্ত নির্মল বাংলার মডেল স্থান হিসেবে দেখা দিল ঐতিহ্য মণ্ডিত ৮৯৩ তম জয়দেব মেলা। উল্লেখযোগ্য ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করেছেন জয়দেব কেন্দুলি সহ আশেপাশের গ্রামের মানুষ। বুধবার ভোরে শৈত্যপ্রবাহ হাকিয়ে ব্যাট করায় অন্যবারের তুলনায় ভিড়ের চাপ রাজা বেলা পর্যন্ত একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। এদিন বিকেলে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বাউল মঞ্চের উদ্বোধন করেন রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক কর্তা, আধিকারিকরা, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, এস আর ডি এ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল প্রমুখ। অন্যবারের থেকে মেলার তফাৎ, এবার মেলায় প্রশাসনিক নিরাপত্তার জন্য ওয়াচ টাওয়ার, মাথার উপরে ঘূর্ণায়মান ড্রোন ক্যামেরা, প্রচুর

উর্দিধারী এবং সাদা পোশাকের পুরুষ ও মহিলা পুলিশ, সিভিক পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স কর্মী, দমকল মজুত রাখা হয়েছে। তেমনি রয়েছে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। যার ফলে স্নানের কোন অসুবিধা থাকবে না। রীতিমত মাইকিং করে স্নান যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। জেলা পরিষদের তরফে ৩০ টির বেশী ঘাট স্নানের জন্য তৈরী করা হয়েছে। বিপত্তি এড়াতে রাস্তার দুধারে বাঁশের ব্যারিকেড তৈরী করা হয়েছে। রাধা বিনোদ মন্দির একটা লৌকিক কাহিনী ঘিরে রয়েছে এই জয়দেবে মেলাকে ঘিরে। কথিত আছে, কোন কালে জয় দেব - পদ্মাবতীর প্রেমের পদ্ম অজয় নদে ভেসে এসেছিল। লোকায়তে ধারণা, সেই পদ্ম নাকি আজও ভেসে আসে। এই আশায় বহু পুণ্যার্থী হাজির হন এই মেলায়। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিদ্যাপতি ও রাজা শিব সিংহের স্ত্রী লছমি দেবীর লৌকিক প্রেমের কাহিনী। এই মেলার মূল আকর্ষণ বাউল কীর্তন ছাড়াও রাধা বিনোদ মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার উৎকীর্ণ শিল্প। যার মধ্যে ফুটে উঠেছে রামায়ণের কাহিনী।

মেয়েকে খুন করে হাসপাতালে ফেলে পালিয়েছে জামাই, অভিযোগ তরুণীর মায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৩ জানুয়ারি ঃ মেয়েকে খুন করে হাসপাতালে ফেলে পালিয়েছে জামাই, অভিযোগ তরুণীর মায়ের। কলেজে ছাত্রাবস্থায় প্রেম। সেই প্রেম গড়ায় বিয়েতেও। বিয়ের দু'বছর পরেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হলো তরুণীর। দেহ মিলল হাসপাতালে। এই ঘটনায় রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে এলাকায়। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ। জানা গেছে, বছর তিনেক আগে জাঙ্গিপাড়ার জেরোট গ্রামের তরুণী লক্ষ্মী দাসের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ধনেখালি থানার রাধানগর গ্রামের তরুণ বাপন দুলের। দু'জনেই তখন কলেজের সহপাঠী। বেশ কিছুদিন ধরে প্রেমের পরে দু'বছর আগে বিয়ে করেন তাঁরা। বিয়ের এক বছর পরেই কন্যা সন্তানের জন্ম দেন লক্ষ্মী। কিন্তু এরপর থেকে একটু একটু সম্পর্কে ভাঙন দেখা দেয় দু'জনের। অভিযোগ ওঠে, অন্য এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন বাপন। এই কথা কানে আসে লক্ষ্মীর। শুরু হয় দু'জনের মধ্যে অশান্তি। স্বামী-স্ত্রীর এই অশান্তি ক্রমেই বাড়তে থাকে, চরম আকার ধারণ করে। বাপন মদ্যপ অবস্থায় লক্ষ্মীকে মারধর করত বলেও অভিযোগ লক্ষ্মীর পরিবারের। অশান্তি চরমে পৌঁছয় রবিবার দুপুরে। বাপন তার শ্বাশুড়ি মিঠু দাসকে ফোন করে বলে, মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যেতে। তার কিছু সময় পরে হঠাৎই বাপনের মা ফোন করে জানান, লক্ষ্মী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি। কিন্তু কী ভাবে, সেই বিষয়ে লক্ষ্মীর পরিবারকে স্পষ্ট করে কিছু জানানি তিনি। রবিবার সন্ধ্যায় তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছে যান লক্ষ্মীর মা। দেখতে পান, হাসপাতালের ইমারজেন্সি রুমে পড়ে আছে লক্ষ্মীর নিথর দেহ। কান্নায় ভেঙে পড়েন লক্ষ্মীর মা। বিলাপ করতে করতে তিনি বলেন, 'আমার কথা শুনল না। বলেছিলাম, ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে আয়।' পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট হওয়ার পরে ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে পাঠানো হবে। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে ধনেখালি থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে তারা। বেপাত্তা লক্ষ্মীর স্বামী বাপন।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু চেন্নাইতে, 'খুন' বলে সন্দেহ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ জানুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদ থেকে চেন্নাইতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন যুবক। আচমকাই বাড়িতে পৌঁছালো তাঁর মৃত্যু সংবাদ। চেন্নাইতে রহস্যজনকভাবে 'খুন' হয়ে গেলেন মুর্শিদাবাদের সুতি থানা এলাকার হাড়োয়া পঞ্চায়েতের গাম্ভীরা গ্রামের বাসিন্দা আমাই মাঝি (২৮)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গম্ভীরা গ্রামের বাসিন্দা আমাই গত বছর দুর্গাপুজোর সময় চেন্নাই-এর কাছে তাম্বারাম নামে একটি এলাকায় বহুতল নির্মাণের কাজ করতে যান। সোমবার বিকেলে কর্মস্থলেই তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁর সাথে কাজ করা অন্যান্য শ্রমিকরা। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, আমাইকে চেন্নাইতে কেউ বা কারা খুন করেছে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে আমাই-এর দেহের ময়নাতদন্ত করার পর তাঁর দেহ মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনা হবে। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, মৃত ওই যুবকের বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা মা এবং স্ত্রী ছাড়াও তিন নাবালক সন্তান রয়েছে। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে মানুষকে হারিয়ে অথৈ জলে পড়েছে গোটা পরিবার। চেন্নাই থেকে আমাই-এর দেহ ফিরিয়ে নিয়ে আসার আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় গোটা গ্রাম মঙ্গলবার সকাল থেকে চাঁদা তুলে অর্থ জোগাড় করে চেন্নাই থেকে তাঁর দেহ ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছে। মৃত ওই ব্যক্তির পরিবার সূত্রে আরও জানা গেছে, চেন্নাইতে আমাই যেখানে কাজ করতেন সেখানে সুতি থানা এলাকার আরও বেশ কিছু যুবক পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। সোমবার রাতে তাঁদের কাছ থেকে আমাই-এর মৃত্যুর খবর পায় ওই পরিবার। যদিও কীভাবে আমাই-এর মৃত্যু হয়েছে তা সঠিকভাবে কেউই জানাতে পারেনি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ওড়িশার সম্বলপুরে বাংলাদেশি সন্দেহে সুতি থানার চক বাহাদুরপুর গ্রামের বাসিন্দা জুয়েল রানা নামে বছর একুশের এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন করে কিছু দুষ্কৃতী। সেই ঘটনার পর ওড়িশা থেকে পালিয়ে আসতে গিয়ে সুতি থানা এলাকার খিদিরপুর গ্রামের বাসিন্দা মোশারফ শেখ নামে এক যুবক নিখোঁজ হয়ে গেছেন। সুতি থানা এলাকার আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় জুড়ে। মৃত ওই যুবকের স্ত্রী মাধবী মাঝি বলেন, আমাই খুব ভালো ছেলে ছিল। পরিবারকে আর্থিকভাবে সচ্ছল রাখতে সে চেন্নাইতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিল। আমাদের মনে হচ্ছে আমাইকে কেউ বা কারা খুন করেছে। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে আমরা তা সঠিক তদন্তের দাবি করছি। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে আমাই- এর স্ত্রী এবং তাঁর তিন সন্তানের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাখি রবিদাসের স্বামী তথা প্রধানের প্রতিনিধি সঞ্জয় রবিদাস বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে আমরা বারে বারে দেখেছি ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য মুর্শিদাবাদের বহু পরিযায়ী শ্রমিককে আক্রান্ত হতে হয়েছে এবং এক্ষেত্রেও মারা গিয়েছেন। আমাদের সন্দেহ আমাই-এর সঙ্গেও এরকম কিছু হয়ে থাকতে পারে। ওই যুবকের দেহ গ্রামে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনাটি আমি জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানকেও জানিয়েছি। সুতির তৃণমূল বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস বলেন, গোটা ঘটনা খুব আমি শুনেছি। ওই পরিবারের যে কোনও দরকারে আমাদের সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস দল তাদের পাশে থাকবে।

তিন যুবককে ধারালো অস্ত্রের কোপ, গ্রেফতার মামা-ভাগ্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়া থানার অনিল নগর এলাকায় সোমবার গভীর রাতে এক ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটেছে। মত্ত অবস্থায় গালিগালাজ করার প্রতিবাদ করায় তিন যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল মামা ও ভাগ্নের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুজনকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে অভিযুক্তরা মত্ত অবস্থায় এলাকায় গালিগালাজ করছিল। ওই সময় পতিরামজোত এলাকার তিন যুবক- আদিত্য রায় (২২), শুভজিত সিং (২২) এবং চয়ন দাস (২১) এর প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ, গালিগালাজে বাধা দেওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্ত মামা ও ভাগ্নে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ওই তিন যুবকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোপাথাড়ি কোপে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনজনেই। জানা গেছে, আদিত্য রায় (২২)- এর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। বর্তমানে তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুভজিত সিং (২২) ও চয়ন দাস (২১) গুরুতর জখম অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। আহতদের পরিবারের দাবি, ধৃতদের বিরুদ্ধে আগেও এলাকায় অশান্তি করার এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করার অভিযোগ রয়েছে। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তাদের আচরণে কোনো পরিবর্তন আসেনি। সোমবার রাতে সামান্য প্রতিবাদ করায় তারা এই প্রাণঘাতী হামলা চালায়। ঘটনার পর এলাকা জুড়ে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই মাটিগাড়া থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছায় এবং রাতেই তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত ধীরজ চৌধুরী (৩৫) ও আশিস ঠাকুর (১৯) - কে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছে এবং ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। নিগৃহীত পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

মাটি পাচার চক্রের পর্দাফাঁস, গ্রেফতার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুট কোস্টাল থানা এলাকার সমুদ্র তীরবর্তী বিভিন্ন মৌজায় অবৈধভাবে ট্রাক্টরে করে মাটি কেটে পাচারের অভিযোগে তৎপর হয় পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে মাটি বোঝাই চারটি ট্রাক্টর আটক করে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় চার পাচারকারীকে। তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য-এই মাটি পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন থানারই এক ভিলেজ পুলিশ রঞ্জন দাস। তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই পাচার চক্রের সঙ্গে আরও কোনও বড় রেকেট জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করালে আদালত ৬দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে এই বেআইনি মাটি পাচারের নেটওয়ার্ক কতদূর বিস্তৃত, তা জানার চেষ্টা চলছে।

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN

Notice Inviting e-Tender/NIT No. 06/NAB-II/2025, Dated-13/01/2026
"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for the work of Construction of Concrete drain at 2 (two) different places. Last date of submission of Bid on **22/01/2026 up to 09.00 am**. Date of opening of tender (online): **27/01/2026 at 02.00 Pm**.For details please visit website **https://wbtender.gov.in**
Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

সুধাংশু ভূষণ চক্রবর্তী, পিতা মৃত - নীলরতন চক্রবর্তী, সাং- 834 / B.T. ROAD নরেন্দ্র নগর রোড, থানা- বেলঘরিয়া কোঃ ৫৬, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বিগত ইংরাজী-১৬।১২।১৯৯১ তারিখে জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, এ.ডি.এস.আর বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বুক IV, নং ১০৫ নং বহির ১৫৬ নং হইতে ১৬৩ নং পাতায় নকলিকৃত ৪৫৩ নং রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল মূলে কল্যান কুমার মোদককে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তার বলে কল্যান কুমার মোদকের স্ত্রী পাপড়ি দাস মোদককে বিগত ইংরাজী ২০।০৬।১৯৯২ তারিখে ৪০৪৫,৪০৫৩ দুটি দলিল মূলে বিক্রয় করেন উক্ত পাপড়ি দাস মোদককে বিগত ইংরাজী ১৮।০১।১৯৮৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. বারাসাত অফিসে বুক IV, নং ভল্যুয়মের ৬৭ নং হইতে ৭২ নং পাতায় নকলিকৃত ১২ রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল মূলে কল্যান কুমার দাস মোদককে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন বিগত ইংরাজী ০৯।০৭।১৯৯৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর বারসাত অফিসে ৫৯১৭ নং দলিলে মূলে কবিতা তরফদারকে বিক্রয় করেন উক্ত কবিতা তরফদার বিগত ইংরাজি ০২।০২।১৯৯৮ তারিখে ১ নং বহির ৯ নং ভল্যুয়মের ২০৫ নং হইতে ২১০ নং পাতায় নকলিকৃত ৪১৬ নং রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল মূলে আমার মক্কেল বিধান কুমার রায়কে বিক্রয় করেন যাহার মৌজা কাঠর জে.এল ৭২ নং আর.এস ও এল.আর ২২২ নং দাগে এল.আর খতিয়ান ৩১২ নং জমির পরিমান ০৫ শতক।
এত দ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন হওয়ার পর ১ মাসের মধ্যে বারাসাত ব্লক- I বি.এল. আর. ও অফিসে আইনানুগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

SUJAUDDIN MALLICK
Advocate
Barasat Judges' Court

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ইএলআইএন-টিআরএস/বগি - ওএইচ / ডব্লুএজি৭ / ০১, তারিখ ঃ ১২.০১.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার ডিএমই-ইএলআইএন, বোকারো স্টিল সিটি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ঝাড়খণ্ড-৮২৭০১০ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডারসংখ্যা ঃ ইএলআইএন-টিআরএস-বিওজি-ওএইচ-২৬-২৮-০৩। কাজের নাম ঃ** ইএলএস/ইস্পাত নগর-এর ডব্লুএজি৭ ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভগুলির ফ্যাব্রিকেটেড সিও-সিও বগির পরীক্ষা ও মেরামতি। **পরিমানঃ** ১৯২ টি বগি। **শেড/স্থানের নামঃ** ইলেক্ট্রিক লোকো শেড/ইস্পাত নগর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে। **টেন্ডারের মূল্যমান ঃ** ৩,১৭,৭১,৫৬৬.৭২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,০৮,৯০০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০২.২০২৬ বেলা ৩টা। টেন্ডার নথিপত্রের বিস্তারিত ই-টেন্ডার পোর্টালে পাওয়া যাবে এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট-এর ইউআরএল হল **www.ireps.gov.in** । (PR-1057)

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN

Notice Inviting e-Tender/NIT No. 05 NAB-II/2025, Dated-13/01/2026
"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for the work of Construction of Concrete road. Last date of submission of Bid on **22/01/2026 up to 09.00 am.** Date of opening of tender (online): **27/01/2026 at 02.00** Pm. For details please visit website **https://wbtender.gov.in**
Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

NAWABPUR GRAM PANCHAYET
Dudhkalmi::Jangalpara Bazar::Chanditala

eNIT NO: 442/NGP/15th CFC/25-26. Dated: 13-01-2026
E-tender are invited online through **https://wbtenders.gov.in** by the prodhan Nawabpur Gram Panchayat, Dudhkalmi, Jangalpara Bazar, Chanditala (FOR 3nos. different works). Bid submission last date (online): **21/01/2026 at 16.00 hrs.** Details information is available at this office within working days or website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Nawabpur Gram Panchayat

Puara Gram Panchayet

Under Arsha Development Block
At+PO-Kantadih, PS-Arsha, Dist-Purulia

NIeT No. WBPUR/PGP/NIT(e)-002/2025-26, Memo No-1/PGP/25-26, Date-09/01/2026
E-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 13 (Thirteen) nos. schemes. Documents download/sell start date(online) as per slot available in e- tender portal. Date for Opening of Financial Proposal(online) TO BE INFORMED LATER. For further details please visit **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Puara Gram Panchayat

Office of the
Purbasthali-I Panchyat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

NOTICE INVITING e-TENDER
1. e-Tender Reference No-P-I/48/01/EO/BEUP(2025-26), Dated-02/01/2026
Tender ID: 2026_ZPHD_982693_1 to 2
has been floated 2 nos. scheme at Construction of waiting shed at village Choto Kobla G.P Srirampur and Construction of waiting shed at Uttar Srirampur, Srirampur G.P under purbasthali-I Panchayat Samity fund BEUP(2025-26) Look for detail you may visit **www.tenders.wb.gov.in** and Block office notice board.
S.d/-
Executive Officer
Purbusthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER

Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: NIT-11/APAS/BDO/JDB/2025-26
Off line Tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **up to 05.30 PM of 21/01/2026** under APAS 2025-26 funds.
For details intending participants may contact to the office of the undersigned in any working day before the last date of dropping of tender documents.
Sd/- Block Development officer
Joypur Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/XIV/6/25-26/121/AP56R (2nd Call)
Name of the work: **Repairing and replacement of HPSV fittings at Mojlish Ara Road in Ward No.-121.** Estimated amount: ₹ **4,92,263.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : LTG/XIV/15/25-26/121/AP57R (2nd Call)
Name of the work: **Repairing and replacement of HPSV fittings with allied work at Mini Park Area (Pallybasi Club) in Ward No.-121.** Estimated amount: ₹ **4,98,746.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(3) NIT No. : LTG/XIV/18/25-26/121/AP59R (2nd Call)
Name of the work: **Development of street lighting system at Netaji Sarak near Godai Bari Ground in Ward No.-121.** Estimated amount: ₹ **4,99,551.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : LTG/XIV/14/25-26/121/AP65R (2nd Call)
Name of the work: **Improvement of street lighting system at 5 & 20B Posupoti Bhattacharjee Road (Shamapally) in Ward No.-121.** Estimated amount: ₹ **4,98,323.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : LTG/XIV/7/25-26/121/AP70R (2nd Call)
Name of the work: **Repairing and replacement of street lighting system at 56 Bonomali Ghoshal Lane near Holy Bag School in Ward No.-121.** Estimated amount: ₹ **2,48,148.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(6) NIT No. : LTG/XIV/16/25-26/121/AP77R (2nd Call)
Name of the work: **Development of street lighting system at Raja Ram Mohon Roy Road near Premises No. 124/A in Ward No.-121.** Estimated amount: ₹ **4,27,431.00.** Earnest money: ₹ **8,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : LTG/XIV/17/25-26/121/AP78R (2nd Call)
Name of the work: **Development of street light by installation of 2 nos. of Mini Mast with fixture near Vivekananda Manch at Raja Rammohan Roy Road in Ward No.-121.** Estimated amount: ₹ **2,37,356.00.** Earnest money: ₹ **4,800.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **21.01.2026 at 3 P.M. (For Sl. No. 1 to 7).** Bid opening date for technical proposals (online): **21.01.2026 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2026 at 3 P.M. (For Sl. No. 1 to 7).** The website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC invites e-tender online percentage bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/460/WD-32/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work: **Repairing and replacement work of street light LED fittings at Maniktala Main Road and other places in Ward No.-32 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **1,45,530.90.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **5 days.**

(2) NIT No. : LTG/459/WD-13/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work: **Repairing and replacement work of street light LED fittings at Canal East Road and other places in Ward No.-13 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **1,48,137.43.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **5 days.**

(3) NIT No. : LTG/479/WD-31/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work: **Repairing and replacement work of street light LED fittings at Jogoudyan Lane and other places in Ward No.-31 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **1,45,295.57.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **5 days.**

(4) NIT No. : LTG/480/WD-33/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work: **Repairing and replacement work of street light LED fittings at Suren Sarkar Lane and other places in Ward No.-33 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **1,45,562.21.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **5 days.**

(5) NIT No. : LTG/461/WD-14/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work: **Repairing and replacement work of street light LED fittings at Bagmari Road and other places in Ward No.-14 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **1,48,665.94.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **5 days.**

(6) NIT No. : LTG/450/WD-16/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work: **Improvement of street light system by decorative LED post top light at Roy Bagan Street, Goabagan Street in Ward No.-16.** Estimated amount: ₹ **1,98,328.22.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(7) NIT No. : LTG/441/WD-16/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work: **Installation of AC machine at Children Community Hall, Goabagan CIT Park, Kolkata, under KMC Ward No.-16.** Estimated amount: ₹ **3,49,850.37.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(8) NIT No. : LTG/447/WD-16/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work: **Installation of CCTV Camera at Goabagan Uttaran in Ward No.-16.** Estimated amount: ₹ **4,99,779.31.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(9) NIT No. : LTG/451/WD-16/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work: **Installation of ACP sinage board at Sahitya Parisad Street and Beadon Street in Ward No.-16.** Estimated amount: ₹ **3,98,630.54.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date of submission of bid: **20.01.2026 (11 A.M.) (For Sl. No. 1 to 5) and 24.01.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 6 to 9).** The bid forms and other details are available on & from **09.01.2026 (4 P.M.) (For Sl. No. 1 to 5) and 10.01.2026 (1 P.M.) (For Sl. No. 6 to 9).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/701
Name of the work: **Supply & delivery of LED street light fittings at Bhukailash Road & other places in Ward No.-77.** Estimated amount: ₹ **1,98,817.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/717
Name of the work: **Installation of street lighting system at different places of Karl Marx Sarani & other places in Ward No.-76.** Estimated amount: ₹ **1,98,843.75.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/732
Name of the work: **Supply & delivery of LED street light fittings at Diamond Harbour Road & other places in Ward No.-77.** Estimated amount: ₹ **1,96,720.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/758
Name of the work: **Renovation of street lighting system at different High Masts & Mini Masts at different location by supplying luminaries & other electrical accessories for essential works in Ward No.-77.** Estimated amount: ₹ **1,98,535.70.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/781
Name of the work: **Renovation of street lighting system at Karl Marx Sarani (C.G.R. Road) & surrounding areas by supplying luminaries & other electrical accessories for essential works in Ward No.-77.** Estimated amount: ₹ **1,98,250.88.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/783
Name of the work: **Supply & delivery of LED street light fittings at Pitambar Sarkar Lane, Ashu Babu Lane & other places system in Ward No.-76.** Estimated amount: ₹ **1,98,636.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/698
Name of the work: **Repairing of street lighting system at Alipore Road, Rakhal Das Auddy Road and other surrounding areas in Ward No.-82.** Estimated amount: ₹ **2,99,177.15.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/765
Name of the work: **Repairing of street lighting system at Rashbehari Avenue, Tollygunge Road and other different places in Ward No.-83.** Estimated amount: ₹ **1,98,090.29.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/767
Name of the work: **Improvement of street lighting system at Apurba Mitra Road, K. P. Lane & other different places in Ward No.-83.** Estimated amount: ₹ **2,97,075.34.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/768
Name of the work: **Renovation of street lighting system at SP Mukherjee Road and surrounding areas in Ward No.-83.** Estimated amount: ₹ **1,81,613.15.** Earnest money: ₹ **3,700.00.** Period of completion: **10 days.**

(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/826
Name of the work: **Maintenance of existing lighting facilities and painting of electrical poles etc. at Solo-Ana-Burial Ground under BR-IX.** Estimated amount: ₹ **3,21,637.53.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of completion of bid: **22.01.2026 up to 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 11).** Tender (Technical) opening of date: **22.01.2026 at 4 P.M. (For Sl. No. 1 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2026 from 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 11).** For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only **(For Sl. No. 1 to 11).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites e-tender online,two part bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/412/25-26
Name of the work: **Improvement works of Bustee lighting arrangement at Subhash Pally, Adarsha Pally etc. areas in Ward No.-98, BR-X.** Estimated amount: ₹ **2,99,940.31.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/411/25-26
Name of the work: **Repairing works of street lighting arrangement at Rishi Aurobinda Park and adjacent areas in Ward No.-98, BR-X.** Estimated amount: ₹ **2,49,232.65.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/414/25-26
Name of the work: **Repairing of Bustee lighting system at Netaji Bustee and other Bustee Areas in Ward No.-92, BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,49,665.84.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/416/25-26
Name of the work: **Development of street lighting system at Jodhpur Park Jheel in Ward No.-93, BR-X.** Estimated amount: ₹ **2,34,959.33.** Earnest money: ₹ **4,700.00.** Period of completion: **10 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/429/25-26
Name of the work: **Improvement of street lighting system at Vivek Nagar, Bapuji Colony in Ward No.-92, BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,39,874.90.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/432/25-26
Name of the work: **Installation of lighting arrangement and other electrical accessories at Bijoygarh 6 No. and adjacent areas in Ward No.-95, BR-X.** Estimated amount: ₹ **2,99,221.59.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of completion of bid: **22.01.2026 up to 10 A.M. (For Sl. No. 1 to 5) and 27.01.2026 up to 12 Noon (For Sl. No. 6).** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2026 from 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 5) and 09.01.2026 from 2 P.M. (For Sl. No. 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender by two bid system for the following work:

NIT No. : LTG/55/APAS/01/163/69/0001
Name of the work: **Installation of Mini Mast lighting system and other street lighting arrangement with accessories at P-26B, P-5 CIT Road and its surrounding area in Ward No.-55.** Estimate amount: ₹ **4,99,441.97.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **21.01.2026 up to 1 P.M.** Bid opening date: **21.01.2026.** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2026 (1 P.M.)** from the website:& **https://tenders.wb.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting (CRM), KMC invites e-tender online two bid system/open percentage for the following works:

(1) NIT No. : KMC/NBG/LTG/CRM/e-16/25-26
Name of the work: **Installation of module base Status display system with required software and programming at New Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(2) NIT No. : KMC/NBG/LTG/CRM/e-21/25-26
Name of the work: **Restoration of defective signage boards at R. N. Tagore Memorial of Nimtala Burning Ghat.** Estimated amount: ₹ **1,45,449.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **5 days.**

(3) NIT No. : KMC/NBG/LTG/CRM/e-19/25-26
Name of the work: **Restoration of Furnace No.-3 at New Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated amount: ₹ **4,10,334.00.** Earnest money: ₹ **8,500.00.** Period of completion: **7 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/CRM/48/GAM/25-26
Name of the work: **Annual maintenance of indoor/outdoor lighting system, different fans, glow sign boards etc. and allied electrical wirings at Garia Adi Mahasmashan.** Estimated amount: ₹ **1,71,199.00.** Earnest money: ₹ **3,500.00.** Time of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **27.01.2026 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 3) and 26.01.2026 at 5 P.M. (For Sl. No. 4).** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2026 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 3) and 14.01.2026 at 5 P.M. (For Sl. No. 4).** The websites: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3) and https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 4).** (1946/25-26)

নির্বাচনের মুখে নেপালে রাজতন্ত্র ফেরানোর ডাক ঃ গণতন্ত্রে হতাশায় ফের রাজাকে চাইছে একাংশ

১৩ জানুয়ারি ঃ নির্বাচনের ঠিক আগে নেপালের রাজনীতিতে নতুন করে চাঞ্চল্য। ২০০৮ সালে বিলুপ্ত হওয়া রাজতন্ত্র পুনর্বহালের দাবিতে ফের রাজপথে নামলেন রাজতন্ত্রপন্থীরা। রবিবার কাঠমান্ডুতে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহের মূর্তির সামনে মিছিল ও বিক্ষোভ ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে- গণতন্ত্রে কি আস্থা হারাচ্ছে নেপালের একাংশ মানুষ?

চলতি বছরের মার্চ মাসেই নেপালে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। তার আগে এই রাজতন্ত্রপন্থী মিছিল রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার শতাধিক বিক্ষোভকারী কাঠমান্ডুর কেন্দ্রে জমায়েত হয়ে প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহ এবং রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে স্লোগান দেন। হাতে ছিল জাতীয় পতাকা, রাজতন্ত্রের প্রতীক ও পোস্টার- যেখানে লেখা, ‘ ছাড়া দেশ বাঁচবে না’।

বিক্ষোভকারীদের অন্যতম সংগঠক সম্রাট থাপা দাবি করেন, এই দেশের জন্য শেষ এবং একমাত্র বিকল্প হলো রাজা ও রাজতন্ত্র। গত কয়েক বছরে যে ভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি আর দিশাহীনতা বেড়েছে, তা প্রমাণ করে গণতন্ত্র ব্যর্থ। জেন জি আন্দোলনের পরে দেশ যে পথে এগিয়েছে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধার জরুরি।

নেপালে রাজতন্ত্রের ইতিহাস দীর্ঘ ও জটিল। ২০০৮ সালে গণঅভ্যুত্থানের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন দেশের শেষ রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহ। দীর্ঘ দশক ধরে চলা রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে তখন প্রতিষ্ঠিত হয় ফেডারেল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। বহু নেপালবাসীর কাছে সেই সময়টি ছিল নতুন আশার সূচনা- যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন। কিন্তু সেই আশার আলো ক্রমেই ফিকে হয়ে এসেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। রাজতন্ত্রের পতনের পর গত দেড় দশকে নেপালে একের পর এক সরকার বদলেছে, জোট ভেঙেছে, রাজনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। দুর্নীতি, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক অকার্যকারিতা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বেড়েছে। সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল গত বছরের সেপ্টেম্বরে। গত সেপ্টেম্বরে কিশোর-তরুণরা রাস্তায় নেমে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে নেপালের ‘

জি’। তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে হওয়া সেই আন্দোলনে মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পায়। আন্দোলনের জেরে পতন ঘটে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির সরকারের। এই ঘটনাই নেপালের রাজনীতিতে নতুন মোড় এনে দেয়। জেন জি আন্দোলনকারীদের সমর্থনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন নেপালের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তার সরকার ঘোষণা করে, ৫ মার্চ নেপালের ২৭৫টি সংসদীয় আসনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই ঘোষণার পর থেকেই দেশজুড়ে নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তবে ঠিক এই সময়েই রাজতন্ত্র ফেরানোর দাবি উঠতে শুরু করায় নতুন করে প্রশ্ন উঠছে- তা অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য নতুন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। গত বছরেও একাধিকবার কাঠমান্ডুতে প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহের সমর্থকেরা মিছিল করেছিলেন। তখনও রাজতন্ত্র পুনর্বহালের দাবিতে নানা স্লোগান শোনা গিয়েছিল। রবিবারের মিছিল প্রমাণ করল, সেই আন্দোলন থেমে নেই- বরং নির্বাচনের মুখে নতুন করে সংগঠিত হচ্ছে। রাজতন্ত্রপন্থীদের যুক্তি, গণতন্ত্র নেপালকে স্থিতিশীলতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের মতে, রাজা থাকলে দেশের ঐক্য বজায় থাকত এবং রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রশাসন অচল হয়ে পড়ত না। অন্য দিকে, গণতন্ত্রপন্থীরা এই দাবিকে ‘ফেরার চেষ্টা’ বলে কটাক্ষ করছেন। তাঁদের বক্তব্য, গণতন্ত্রের সমস্যার সমাধান রাজতন্ত্র নয়, বরং রাজনৈতিক সংস্কার। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই রাজতন্ত্রপন্থী আন্দোলন আপাতত সীমিত হলেও একে উপেক্ষা করা যাবে না। গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের হতাশা যত বাড়ছে, ততই বিকল্প ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে। রাজতন্ত্র সেই বিকল্প হিসেবে একাংশ মানুষের কাছে আবার গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে- বিশেষ করে যারা রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্লান্ত। সব মিলিয়ে, মার্চের নির্বাচনকে সামনে রেখে নেপালে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। এক দিকে গণতন্ত্রকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই, অন্য দিকে রাজতন্ত্র ফেরানোর দাবি- এই দ্বন্দ্বই নির্ধারণ করবে নেপালের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোবে। প্রশ্ন একটাই- ভোটের রায় কি গণতন্ত্রকে নতুন অক্সিজেন দেবে, না কি অতীতের রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার দাবিকে আরও জোরালো করবে?

লন্ডনে ফিরতে চান হ্যারি-মেগান, কিন্তু নিরাপত্তার ‘গেরোয়’ থমকে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন

১৩ জানুয়ারি ঃ চার বছর পর ফের লন্ডনে পা রাখার ইচ্ছে ব্রিটিশ রাজপরিবারের ছোট রাজপুত্র প্রিন্স হ্যারির। সস্ত্রীক মেগান মার্কলকে নিয়ে আগামী জুলাই মাসে ব্রিটেনে আসতে চান ডিউক অ্যান্ড ডাচেস অফ সাসেক্স। উপলক্ষ একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের প্রচার। তবে রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরাপত্তা। ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত অনুমোদন না মেলায় অনিশ্চয়তার মেঘে ঢেকে রয়েছে হ্যারি-মেগানের লন্ডন সফর। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী জুলাই মাসে বার্মিংহামে আয়োজিত ওই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা হ্যারি ও মেগানের। কিন্তু তাঁদের ব্রিটেন সফরের জন্য যে স্তরের নিরাপত্তা প্রয়োজন, তা আদৌ দেওয়া হবে কি না- সেই সিদ্ধান্ত এখনও ঝুলে রয়েছে। রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুমতি মিললেই কেবল স্বদেশে ফেরার সবুজ সংকেত পাবেন সাসেক্স দম্পতি। এই নিরাপত্তা-জটিলতার সূত্রপাত বহু বছর আগেই। রাজপরিবার ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি দেওয়ার পর একাধিকবার প্রিন্স হ্যারি প্রকাশ্যে বলেছেন, তিনি ব্রিটেনে নিজের পরিবার এবং সন্তানদের নিয়ে নিরাপদ বোধ করেন না। বিশেষ করে স্ত্রী মেগান ও তাঁদের সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা তিনি ঘনিষ্ঠ মহলেও ভাগ করে নিয়েছিলেন। এই মন্তব্যই ধীরে ধীরে রাজপরিবার ও সরকারের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। মেগানকে বিয়ে করার পর থেকেই রাজপরিবারের অন্দরে নানা মতবিরোধ সামনে আসে। শেষ পর্যন্ত ২০২০ সালে রাজকীয় দায়িত্ব ও উপাধি ত্যাগ করে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন হ্যারি-মেগান। ক্যালিফোর্নিয়ায় নতুন জীবন গড়ে তোলেন তাঁরা। সেখানেই তাঁদের তিন সন্তানের জন্ম। রাজপরিবারের সক্রিয় সদস্য না হলেও, নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করেননি হ্যারি। আমেরিকায় বসবাসের সময় থেকেই হ্যারি-মেগানের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জানা যায়, ব্যক্তিগতভাবে কর প্রদান করে তাঁরা উচ্চমানের সুরক্ষা পরিষেবা নিয়েছেন। এই নিরাপত্তার দেখভাল করে ব্রিটেনের একটি বিশেষ কমিটি- RAVEC। বর্তমানে তাঁদের ব্রিটেন সফরের ভাগ্যও নির্ভর করছে এই কমিটির সিদ্ধান্তের উপর।

কানাডার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সোনা চুরি মামলায় বড় মোড়, ভারতে লুকিয়ে মূল ষড়যন্ত্রকারী

১৩ জানুয়ারি ঃ ক্যানাডার ইতিহাসে অন্যতম বৃহ সোনা চুরির ঘটনায় তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। ২০২৩ সালে টরন্টোর পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার ক্যানাডার কার্গো কমপ্লেক্স থেকে প্রায় ৪০০ কেজি খাঁটি সোনা ও বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা চুরির মামলায় নতুন করে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তদন্তকারীরা নিশ্চিত হয়েছেন, এই ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী বর্তমানে ভারতে আত্মগোপন করে রয়েছেন। সোমবার দুবাই থেকে আসা একটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট টরন্টো বিমানবন্দরে অবতরণ করার পরই পিল রিজিওনাল পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ৪৩ বছর বয়সী আরসালান চৌধুরী। তাঁর গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে প্রায় দু’বছর ধরে চলা এই জটিল তদন্তে নতুন গতি এল বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনাটি ঘটে ২০২৩ সালের ১৭ এপ্রিল। সুইজারল্যান্ডের জুরিখ থেকে একটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে করে বিপুল পরিমাণ সোনার বার টরন্টোতে আনা হয়। নিয়ম অনুযায়ী, সেগুলি এয়ার ক্যানাডার কার্গো গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। তদন্তে জানা গিয়েছে, সেখান থেকেই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে চুরি করা হয় প্রায় ৬৬০০টি সোনার বার এবং বিপুল অঙ্কের নগদ বিদেশি মুদ্রা। পুলিশ সূত্রে খবর, ভুয়ো পরিচয়পত্র ব্যবহার করে এক ব্যক্তি ট্রাক নিয়ে কার্গো কমপ্লেক্সে ঢুকে পড়ে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁক গলে ওই ট্রাকে করেই সোনা ও নগদ অর্থ নিয়ে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যায় সে। ঘটনার পরেই ক্যানাডা জুড়ে তোলপাড় শুরু হয় এবং বিষয়টি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন হয়ে ওঠে। চুরির ঘটনার পর তদন্তে নেমে পুলিশ বুঝতে পারে, এটি কোনও সাধারণ অপরাধ নয়। এই চুরির পেছনে রয়েছে সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক চক্র। তদন্তকারী অফিসাররা জানান, এয়ার ক্যানাডার অভ্যন্তরীণ কয়েকজন কর্মীও এই ষড়যন্ত্রে জ।তি ছিলেন। গুদামের নিরাপত্তা, ডকুমেঃটেশন এবং কার্গো ছা।রে প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃত কারচুপি করা হয়েছিল বলেই অভিযোগ। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে চুরি যাওয়া সোনার খুব সামান্য অংশই উদ্ধার করতে পেরেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, অধিকাংশ সোনা গলিয়ে গয়না বা অন্য রূপে দুবাই ও ভারতের বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, চুরি হওয়া নগদ অর্থের একটি অংশ অবৈধ অস্ত্র কেনাবেচায় ব্যবহার করা হয়েছে বলেও পুলিশের দাবি। সোমবার গ্রেপ্তার হওয়া আরসালান চৌধুরীর ভূমিকা নিয়ে তদন্তকারীরা এখনও মুখ খোলেননি। তবে সূত্রের খবর, তিনি এই চক্রের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং অর্থ ও লজিস্টিক ব্যবস্থাপনায় তাঁর ব। ভূমিকা ছিল। দুবাই থেকে ক্যানাডায় ফেরার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করায় পুলিশের ধারণা, আন্তর্জাতিক পাচার নেটওয়ার্কের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। এই গ্রেপ্তারের পর পুলিশ আশা করছে, জিজ্ঞাসাবাদে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে, যা মূল ষ।যন্ত্রকারীর অবস্থান এবং সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক ভাঙতে সাহায্য করবে। তদন্তকারীদের মতে, এই দু ঃসাহসিক সোনা চুরির মূল মাথা ছিলেন সিমরন প্রীত পানেসার (৩৩)। তিনি এয়ার ক্যানাডারই একজন কর্মী ছিলেন। অভিযোগ, নিজের পদ ও সিস্টেমে প্রবেশাধিকারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি গোটা চুরির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাহায্য করেন। পুলিশ জানিয়েছে, সিমরনই কার্গো সিস্টেমে কারচুপি করে চোরদের জন্য পথ পরিষ্কার করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ক্যানাডা জু। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তদন্তে জানা যায়, গত বছর ভারতের চণ্ডীগ।রে একটি ভা।। বা।িতে তাঁর উপস্থিতির তথ্য মিলেছিল। তবে তার আগেই তিনি সেখান থেকে সরে যান। ক্যানাডা পুলিশ ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের কাছে সিমরন প্রীত পানেসারকে প্রত্যর্পণের জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন জানিয়েছে। এই মামলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, চুরি হওয়া সোনা ও অর্থ একাধিক দেশে পাচার করা হয়েছে বলে ধারণা।পুলিশ আরও জানিয়েছে, পানেসার ছাড়াও এই ঘটনায় আরও এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি চলছে। তিনি এই চক্রের আর্থিক লেনদেন ও বিদেশে পাচারের কাজে যুক্ত ছিলেন বলে সন্দেহ।এই সোনা চুরি শুধু আর্থিক ক্ষতির দিক থেকেই নয়, বরং ক্যানাডার বিমানবন্দর নিরাপত্তা ও কার্গো ব্যবস্থার দুর্বলতাও প্রকাশ্যে এনেছে। প্রায় ৪০০ কেজি সোনা এত সহজে চুরি হয়ে যাওয়া প্রশাসনের কাছে বড় ধাক্কা। ঘটনার পর বিমানবঃদরগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন করে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে।

আমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন, পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী রেল বিপ্লবের চালিকাশক্তি

ভারতীয় রেলের অগ্রযাত্রার কাহিনি প্রায়ই আইকনিক মাইলফলক, উচ্চগতির স্বপ্ন এবং জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। কিন্তু একটি জাতীয় পরিবহন ব্যবস্থার প্রকৃত সাফল্য নির্ধারিত হয় সে কতটা নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্যভাবে সাধারণ যাত্রীদের সেবা দিতে পারে তার মাধ্যমে। আমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য রেল সংযোগ প্রদান করে, যা ভৌগোলিক দূরত্ব ও সুযোগের অভাবে বিচ্ছিন্ন বহু অঞ্চলের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলে।‘ কাল’-এর বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে পরিকল্পিত আমৃত ভারত এক্সপ্রেস সাধারণ যাত্রীদের জন্য নির্বিঘ্ন, নন-এসি দীর্ঘদূরত্বের যাত্রার সুযোগ এনে দিয়েছে, যেখানে প্রতি হাজার কিলোমিটারে ভাড়া ৫০০ টাকারও কম। কাজ, শিক্ষা ও জীবিকার প্রয়োজনে যাঁরা প্রতিদিন ভারতীয় রেলের উপর নির্ভরশীল, তাঁদের জন্য এই ট্রেনগুলি উচ্চ ভাড়ার চাপ ছাড়াই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে। আমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির নকশায় যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্বিঘ্ন রেল সংযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর নকশা রেল যাত্রার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন-যেখানে যাত্রী সুবিধা, শক্তি সাশ্রয় এবং পরিবেশগত দায়বদ্ধতা অগ্রাধিকার পেয়েছে। একটি সম্পূর্ণ দেশীয় ট্রেন হিসেবে আমৃত ভারত এক্সপ্রেস আত্মনির্ভর ভারতের চেতনাকেও শক্তিশালী করে, ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নত দেশজ প্রযুক্তির সক্ষমতা তুলে ধরে। পরিষেবার সূচনালগ্নে প্রধানমন্ত্রী আমৃত ভারত এক্সপ্রেসকে দেশের সর্বশেষ আধুনিক ট্রেন হিসেবে অভিহিত করেন, যা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং নমো ভারত র‍্যাপিড রেলের পরবর্তী সংযোজন। এই তিনটি ট্রেন একসঙ্গে ভারতীয় রেলে চলমান বৃহত্তর রূপান্তরের প্রতীক, যার সুফল এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ যাত্রীরা প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছেন। আগামী ১৭ ও ১৮ জানযারি, আমৃত ভারত স্লিপার ট্রেনের সূচনার মাধ্যমে এই আধুনিকীকরণ যাত্রায় আরও এক বড় অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করবে দেশ। বায়ুগতিশাস্ত্রসম্মত নকশা ও ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৮০ কিলোমিটার গতিতে চলার সক্ষমতা থাকায়, এই বিশ্বমানের ট্রেনগুলি দীর্ঘদূরত্বের যাত্রায় সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে। ডিসেম্বর ২০২৩-এ পরিষেবা শুরুর পর থেকে এখনও পর্যন্ত দেশে ৩০টি আমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হয়েছে। আগামী ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক আমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করবেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ঘোষিত আমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির সম্ভাব্য নামগুলি হল-

১. নিউ জলপাইগুড়ি - নাগেরকয়েল আমৃত ভারত এক্সপ্রেস

২. নিউ জলপাইগুড়ি - তিরুচিরাপল্লি আমৃত ভারত এক্সপ্রেস

যুদ্ধবিমান বিক্রির টাকায় ঋণমুক্ত পাকিস্তান? প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দাবিকে ‘ বলছেন বিশেষজ্ঞরা

ইসলামাবাদ,১৩ জানুয়ারি ঃ অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত পাকিস্তান কি সত্যিই যুদ্ধবিমান বিক্রি করে বিদেশি ঋণের বোঝা ঝেড়ে ফেলতে পারবে? এমনই এক চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, চিনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি যুদ্ধবিমান জেএফ-১৭ থান্ডারের আন্তর্জাতিক চাহিদা নাকি হঠা করেই বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। সেই যুদ্ধবিমান বিক্রির অর্থ থেকেই নাকি পাকিস্তান তার বকেয়া বিদেশি ঋণ মিটিয়ে ফেলতে পারবে এবং ভবিষ্যতে আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ-এর কাছে ধার চাইতে হবে না। তবে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্যকে ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একাংশ একে বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ‘ কল্পনা’ বলেই মনে করছেন। পাকিস্তানের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে অত্যন্ত সংকটজনক, তা অজানা নয়। বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার প্রায় শূন্যের কোঠায়, মূল্যস্ফীতি আকাশছোঁয়া, আর একের পর এক বিদেশি ঋণ শোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে ইসলামাবাদ। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, গত বছর আইএমএফ-এর শর্ত মেনে পাকিস্তানকে তাদের রাষ্ট্রায়ত্ত জাতীয় বিমান সংস্থা পাকিস্তান ইঃটারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (পিআইএ) বেসরকারিকরণের পথে হাঁটতে হয়। ২০২৩ সালে আইএমএফ পাকিস্তানের জন্য প্রায় ৭০০ কোটি মার্কিন ডলারের আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন করেছিল। তবে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল কঠোর আর্থিক সংস্কারের শর্ত। পিআইএ-র বিক্রি ছিল সেই শর্তেরই অংশ। এই বাস্তবতায় দাঁ।িয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর যুদ্ধবিমান বিক্রির মাধ্যমে ঋণমুক্ত হওয়ার দাবি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে। পাকিস্তানের জিও টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাকারে খোয়াজা আসিফ বলেন, ভারতের সঙ্গে চার দিনের সামরিক সংঘাতের পর থেকেই নাকি পাকিস্তানের সামরিক সরঞ্জামের চাহিদা বিশ্ববাজারে হু হু করে বেড়েছে। বিশেষ করে চিনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান নাকি আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের দৃষ্টি কেড়েছে। আসিফের কথায়, আমাদের যুদ্ধবিমান পরীক্ষা করা হয়েছে। এত বেশি অর্ডার আসছে যে আগামী ছয় মাসের মধ্যেই পাকিস্তানের আর আইএমএফ-এর কাছে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই দেশ-বিদেশে শুরু হয় জল্পনা। জেএফ-১৭ থান্ডার মূলত চিন ও পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে তৈরি একটি হালকা ও মাঝারি ক্ষমতার যুদ্ধবিমান। পাকিস্তানের বিমানবাহিনীতে এই বিমান দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে কম খরচে তৈরি হওয়ায় কিছু উন্নয়নশীল দেশ এই বিমানের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে ঠিকই, তবে তা যে পাকিস্তানের বিশাল ঋণের বোঝা নামানোর মতো পর্যায়ে পৌঁছেছে-এমন দাবি মানতে নারাজ বহু বিশ্লেষক। রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের কাছে প্রায় ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণ শোধ করতে পারেনি পাকিস্তান। সেই ঋণ মেটানোর লক্ষ্যেই জেএফ-১৭ সংক্রান্ত একটি সামরিক চুক্তি নিয়ে চিনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থা, যুদ্ধবিমান বিক্রির পরিকল্পনা থাকলেও তা মূলত ঋণ মেটানোর চাপে নেওয়া পদক্ষেপ-লাভের পাহাড় নয়। সম্প্রতি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক কিছুটা উষ্ণ হয়েছে। সেই আবহে বাংলাদেশের বায়ুসেনা প্রধান পাকিস্তান সফরে গিয়ে জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেন বলে খবর। এই সফরের পরেই খোয়াজা আসিফ যুদ্ধবিমান বিক্রির মাধ্যমে ঋণ মেটানোর বক্তব্য সামনে আনেন।যদিও তিনি স্পষ্ট করে জানাননি কোন কোন দেশ কতগুলি করে যুদ্ধবিমান কিনতে আগ্রহী।

সুচিকিৎসা মাসিক পত্রিকা

CHANGE OF NAME

I, Mafor Sk, (Old name) S/o- Rouson Ali Sk, Resident at, Vill-Mahadipur,, Po-Telkar Dafarpur, Ps-Nabagram, Dist.-Murshidabad, West Bengal, 742187, I have changed my name Mafor Sk to Mafar Sk (New name) I shall be known as Mafar Sk vied affidavit before the Executive magistrate at S.D.E.M (S) Court on 13/08/2025 Mafor Sk & Mafar Sk same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Naseem Khan (Old Name) S/o Md Shamim Khan Residing at Z-3/114/4, Bagdi Para Road, P.s - Nadial Badartala, District - Kolkata, Pin - 700044, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Nasim Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 31/2026 Dated 13-01-2026. Naseem Khan (Old Name) and Md Nasim Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nashihat Shiek, Nasiud Ali Sk (Old Name) S/o Kudruk Shiek Residing at Raghabpur, Girjapara, Panpara, Ranaghat, Vtc+P.o - Panpara, District - Nadia, Pin - 741201, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Nasiud Ali Sekh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 32/2026 Dated 13-01-2026. Nashihat Shiek, Nasiud Ali Sk (Old Name) and Nasiud Ali Sekh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Babul Das (Old Name) S/o Ramesh Chandra Das Residing at 1/3B, Avenue East Modern Park, Vtc+P.o - Santoshpur, District - Kolkata, Pin - 700075, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Babul Chandra Das (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 33/2026 Dated 13-01-2026. Babul Das (Old Name) and Babul Chandra Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Monowara Khatun (Old Name) W/o Enayetur Rahman Residing at Sadanpur Aalu Danga, Burdwan (Sadar), Burdwan - 713101, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Manowar Khatun (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 34/2026 Dated 13-01-2026. Monowara Khatun (Old Name) and Manowar Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ashok Pakira (old name) son of Sanatan Pakira, residing at Duttapur, Krishnarampur, Hooghly – 712702, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ashoke Pakira (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 26/12/2025. Ashok Pakira (old name) and Ashoke Pakira (new name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bikas Dutta (Old Name) S/o Suphal Dutta Residing at Duyadanda, Thakuranichawk, P.s - Khanakul, District - Hooghly, Pin - 712613, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Bikash Dutta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Bikas Dutta (Old Name) and Bikash Dutta (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anuj Gupta (Old Name) S/o Ashok Kumar Gupta Residing at 25B, Camac Street, Camac Court 4th Floor, P.s - Shakespeare Sarani, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Anuj Kumar Gupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-01-2026. Anuj Gupta (Old Name) and Anuj Kumar Gupta (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Gautam Roy (Old Name) S/o Late Kali Charan Roy Residing at 4/21, Bijoy Garh, Jadavpur, District - Kolkata, Pin - 700032, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Goutam Roy (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 13-01-2026. Gautam Roy (Old Name) and Goutam Roy (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rafique Tarafder, Rafique Ali Tarafder (Old Name) S/o Ajimuddin Tarafdar Residing at Atghara Tarafdar Para, P.o - Rajarhat Gopalpur, P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Rafique Tarafdar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 13-01-2026. Rafique Tarafder, Rafique Ali Tarafder (Old Name) and Rafique Tarafdar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shaik Rahim (Old Name) S/o Sk Kismat Residing at Vill - Tangabani, P.o - Sadikpur, P.s - Ramnagar District - Purba Medinipur, Pin - 721446, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Rahim (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 13-01-2026. Shaik Rahim (Old Name) and Sk Rahim (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shaik Kismat (Old Name) S/o Sk Dhanulla Residing at Vill - Tangabani, P.o - Sadikpur, P.s - Ramnagar District - Purba Medinipur, Pin - 721446, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Kismat (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 13-01-2026. Shaik Kismat (Old Name) and Sk Kismat (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Shazad (Old Name) S/o Mohammad Diljan Residing at QTR-MS-5/5, Near Masjid Road, P.o - Burnpur, P.s - Hirapur, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713325, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Shazad (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 13-01-2026. Mohammad Shazad (Old Name) and Md Shazad (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Swapan Kumar Paul (Old Name) S/o Biswanath Paul Residing at 83/1, Rajbari Colony, North Dum Dum Municipality, P.o - Rajbari Colony, P.s - Airport, District - North 24 Parganas, Pin - 700081, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Swapan Paul (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 13-01-2026. Swapan Kumar Paul (Old Name) and Swapan Paul (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahil Shaikh (Old Name) S/o Sk Abdul Mohit Residing at Flat-1D, Block Wave, Merlin Riverview Apartments,15, Kabitirtha Sarani, Khiddirpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Sahil (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Sahil Shaikh (Old Name) and Sk Sahil (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shaikh Abdul Mohit (Old Name) S/o Sk Abdul Mujid Residing at Flat-1D, Block Wave, Merlin Riverview Apartments,15, Kabitirtha Sarani, Khiddirpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Abdul Mohit (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Shaikh Abdul Mohit (Old Name) and Sk Abdul Mohit (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RIJAMAN KHATUN (old name) W/O - NOOR BADSHA SAYED residing at VILL-SATMARA (HAJILOHABARI TOLA) PO - PIRGANJ PS - PUKHURIA DIST - MALDA PIN -732102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from RIJAMAN KHATUN (old name) to RIJAMAN BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as RIJAMAN BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 12/01/2026. RIJAMAN BIBI (new name) & RIJAMAN KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Khashed Ali, SO Nazar Seikh, গ্রামঃ বগটুই, পোঃথানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার এবং স্ত্রীর আসল নাম Nazar Seikh এবং Robina Khatun. আমার জন্ম তারিখ ২০.১২.১৯৯৫. কিন্তু আমার পাসপোর্টে বাবা এবং স্ত্রীর নাম Najar Sekh এবং Rubina Bibi, জন্ম তারিখ ২৪.১২.১৯৯২ নথিভুক্ত রয়েছে। ০৮.০১.২০২৬ রামপুরহাট প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Nazar Seikh Najar Sekh এবং Robina Khatun Rubina Bibi এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হল।

CHANGE OF NAME

I, JOSNA BIBI W/o Sk. Nousad residing at Ishaque Sardar Road, Naihati, PO-Hajinagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743135 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my husband's actual name SK. NOUSAD instead of SK. NOUSHAD which is wrongly recorded in my son's (namely Sk. Wasim) Birth Certificate vide Registration No. WB_BR_2012/20027/1/2023, Dt. 05/09/2012, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore, North 24 Parganas dated on 19/12/2026. SK. NOUSHAD and SK. NOUSAD both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, JOSNA BIBI W/o Sk. Nousad residing at Ishaque Sardar Road, Naihati, PO-Hajinagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743135 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my husband's actual name SK. NOUSAD instead of SK. NOUSHAD which is wrongly recorded in my daughter's (namely Shuhana Khaton) Birth Certificate vide Registration No. WB_DR_2010/20027/1/2226, Dt. 02/09/2010, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore, North 24 Parganas dated on 19/12/2026. SK. NOUSHAD and SK. NOUSAD both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Basd Ali Sekh (old name) S/o- Samsuddin Shaikh residing at Dogacchi, Paschim Dogacchi, Thanarpara, Dist-Nadia, Pin-741152 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BASD ALI SEKH to BASAD ALI SEKH and henceforth I shall be known as BASAD ALI SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 21/12/2025. BASD ALI SEKH (old name) and BASAD ALI SEKH (new name)both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Choudhuri Mujammel (old name) S/O - Moslem Mondal residing at VILL-Kumripur-Patharghata , PO-S/Dharampur, PS-Hariharpara, DIST - Murshidabad, PIN -742166 West Bengal, do hereby declare that I have changed My Name from CHOUDHURI MUJAMMEL (old name) S/O- MOSLEM Voter card (Being no.WB/09/062/282656) to MANTU MONDAL S/O- MOSLEM MONDAL (new name) Voter card (Being no.XMB2075661) henceforth, I shall be Known as MANTU MONDAL (new name) Date of birth 06/08/1971 in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 16/12/2025. MANTU MONDAL (new name) & CHOUDHURI MUJAMMEL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Taslima SK @ Taslima Begum W/O- SK Abdul Sadek resident of Batrishbigha, P.O.-Jamalpur, P.S.-Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713408, shall henceforth be known as ‘TASHLIMA BEGUM’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 13/01/2026. That Taslima SK, Taslima Begum and Tashlima Begum all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mansurhabibulla Mandal @ Mansur Habibulla Sekh @ Mansurhabibullah Sekh S/O- Raosan Sekh @ Raoshan Sekh, resident of Vill.-Ilamdanga, P.O.-Barar, P.S.-Memari, Dist.-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, shall henceforth be known as ‘MANSUR HABIBULLAH SEKH’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 22/12/2025. That Mansurhabibulla Mandal, Mansur Habibulla Sekh, Mansurhabibullah Sekh and Mansur Habibullah Sekh all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Imran Ali Molla (old name) Son of Abul Hosen Molla, residing at Ghoshpur Kolia, Po-Nabagram Sikipur, Howrah Pin-711315, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Emran Molla (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 13/01/2026. Imran Ali Molla (old name) and Emran Molla (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Gopal Chandra Mandal, Gopal Mondal (old name) Son of Late Bharat Chandra Mondal, residing at Sangrami Nagar, Po-Bansra, Ps-Jibantala, South 24 Parganas Pin-743363, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Gopal Chandra Mondal (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 13/01/2026. Gopal Chandra Mandal, Gopal Mondal (old name) and Gopal Chandra Mondal (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abhijit Mandal (old name) Son of Gopal Chandra Mondal, residing at Sangrami Nagar, Po-Bansra, Ps-Jibantala, South 24 Parganas Pin-743363, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abhijit Mondal (new name), as declared before the Ld. Judicial Magistrate at Alipore, vide an affidavit no-28307, dated 29/08/2025. Gopal Chandra Mandal, Abhijit Mandal (old name) and Abhijit Mondal (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohd Aslam Ali (old name) son of Akbar Ali, residing at Chakki Wale, A. N. Deo Path, Purani Bazar, Titagarh, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700119, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Aslam (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 13 dated 12/01/2026. Mohd Aslam Ali (old name) and Md Aslam (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ABUDL KHALIL SAIKH (old name) S/O - LATE HAZI ABU BAKKAR residing at VILL-SHYALMARA PO - RADHARGHAT PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742187. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ABUDL KHALIL SAIKH (old name) to ABDUL KHALIL SEIKH (new name) and henceforth, I shall be Known as ABDUL KHALIL SEIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 13/01/2026. ABDUL KHALIL SEIKH (new name) & ABUDL KHALIL SAIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, AINAL SHAIKH (old name) S/O - DUKHU SHAIKH residing at VILL - RANGPUR PO - DIGHALKANDI PS - MURUTIA DIST - NADIA PIN -741152. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from AINAL SHAIKH (old name) to AINAL SEKH (new name) and henceforth, I shall be known as AINAL SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 13/01/2026. AINAL SEKH (new name) & AINAL SHAIKH (old name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MILAN BISWAS (old name) S/O - JANMAHAMMAD BISWAS residing at VILL- KRISHTANPARA PO - CHARALATA PS - CHAPRA DIST - NADIA PIN - 741123. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MILAN BISWAS (old name) to MILON BISWAS (new name) and henceforth, I shall be Known as MILON BISWAS (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 13/01/2026. MILON BISWAS (new name) & MILAN BISWAS (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RIJAMAN KHATUN (old name) W/O - NOOR BADSHA SAYED residing at VILL- SATMARA (HAJILOHABARI TOLA) PO - PIRGANJ PS - PUKHURIA DIST - MALDA PIN - 732102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from RIJAMAN KHATUN (old name) to RIJAMAN BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as RIJAMAN BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 12/01/2026. RIJAMAN BIBI (new name) & RIJAMAN KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMED SABIR ALI MONDAL, ALLIES MD. SABIR ALI MONDAL, S/O MOHAMMED HABIB MONDAL, RESIDING AT VILL BUZRUK DIGHA, P.O. SRIKRISHNAPUR, P. S. ASHOKNAGAR, DIST NORTH 24 PGS. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABIR ALI MONDAL, S/O HABIB MONDAL AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT VIDE AFFIDAVIT NO. 988 .DT. 13/1/2026 .MD. SABIR ALI MONDAL, S/O MD. HABIB MONDAL AND SABIR ALI MONDAL, S/O HABIB MONDAL BOTH ARE ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, Didar Ali Sk (old name) S/o- Rahim Mallik residing at Bandakhola, Malumgachha, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from DIDAR ALI SK to DIDAR MALLIK and henceforth I shall be known as DIDAR MALLIK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 13/01/2026. DIDAR ALI SK (old name) and DIDAR MALLIK (new name)both are same and one identical person.

অমানবিক নির্বাচন কমিশন, ১০৪ বছরের বৃদ্ধকে শুনানিতে ডাক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৩ জানুয়ারি ঃ ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ভোটারদেরকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার (এসআইআর) শুনানির জন্য কোনও কেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অসুস্থ এবং বিশেষভাবে সক্ষমদেরও শুনানির ব্যবস্থা তাঁদের বাড়িতেই করা হবে। গত ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী আধিকারিকদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়ার পরও শুনানিকে কেন্দ্র করে অশক্ত এবং বৃদ্ধ মানুষদের হয়রানি বন্ধ হচ্ছে না। এবার এসআইআর-এর শুনানির জন্য ১০৪ বছরের এক বৃদ্ধ এবং হাসপাতালে থেকে ছুটি নিয়ে ৭৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদে বড়ঞা ব্লকের ডাকবাংলা কৃষক বাজার হেয়ারিং কেন্দ্রে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ শুনানিতে হাজিরা দিলেন। মঙ্গলবার নাতি এবং পরিবারের অন্য কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে বড়ঞা কৃষক বাজারে শুনানিতে হাজির হয়েছিলেন বৈদ্যনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা ৭৫ বছর বয়সী মানোয়ারা বিবি। বয়স জনিত কারণে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় গত প্রায় ৭ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন মানোয়ারা বিবি। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এসআইআর-এর শুনানির জন্য ডাক পড়ায় তড়িঘড়ি বাড়ির লোকেরা তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি করিয়ে মঙ্গলবার শুনানি কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। মানোয়ারা বিবির নাতি আলাউদ্দিন শেখ বলেন, আমার ঠাকুমা গত বেশ কিছুদিন ধরে গুরুতর অসুস্থ। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁকে এসআইআর-এর শুনানির জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ থাকলেও তাদের কোনও আধিকারিক ঠাকুমার এসআইআর-এর শুনানির জন্য আমাদের বাড়িতে যায়নি বা আমাদেরকে শুনানি কেন্দ্রে আসতে হবে না এমন নির্দেশিকাও দেয়নি। তার ফলে অসুস্থ ঠাকুমাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি করিয়ে আমরা আজ শুনানির জন্য নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। তিনি বলেন, অসুস্থতার কারণে আমার ঠাকুমার পক্ষে একা হাঁটাহাঁটি করা একপ্রকার অসম্ভব। ঠাকুমাকে দু-তিনজন মিলে ধরে হাঁটাতে হয়। টোটো ভাড়া করে আমরা ঠাকুমাকে নিয়ে আজ এসআইআর-এর শুনানির জন্য এসেছি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আজ ওই শুনানি কেন্দ্রে পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বড়ঞার বৈদ্যনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা ১০৪ বছরের হারু শেখ। সূত্রের খবর ২০০২-এর ভোটার তালিকায় ওই ব্যক্তির নাম হারু বলে উল্লেখ ছিল, কোনও পদবি লেখা ছিল না। সেই কারণে তাঁকে শুনানির জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। হারু শেখের ভাইপো আজমির শেখ বলেন, আমার কাকার বয়স ১০৪ বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু নামের একটি ছোট ভুল থাকার জন্য তাঁকে নোটিশ দিয়ে শুনানির জন্য ডেকে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তিনি অভিযোগ করেন, আমার কাকার বয়স ১০৪ বছর জানার পরও নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কেউ আমাদের বাড়িতে শুনানির জন্য যায়নি। খুব অসুবিধা করে দু-তিন জন কাকাকে ধরে টোটোতে বসিয়ে শুনানির জন্য নিয়ে এসেছি। শুনানি কেন্দ্রে হাজির ইউসুফ আলী নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, বৃদ্ধ ও অশক্ত এবং শতায়ু পার করা যে সমস্ত মানুষদেরকে নির্বাচন কমিশন ডাকবাংলো কৃষক বাজারে শুনানিতে ডেকে পাঠিয়েছে তাঁদের অনেকেরই বাড়ি এই কেন্দ্র থেকে ১২-১৩ কিলোমিটার দূরে। টোটো করে তাদের এত দূরে আসা অত্যন্ত কষ্টকর জানার পরও নির্বাচন কমিশন তাঁদের জন্য বিকল্প কোনও ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। শতায়ু পার করা প্রবীণদের নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দিতে হওয়ার এই ঘটনার নিন্দা করে তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, বৃদ্ধ, অশক্ত যে সমস্ত মানুষদেরকে নির্বাচন কমিশন শুনানির জন্য ডেকে পাঠাচ্ছেন তাঁরা বছরের পর বছর একই এলাকায় বাস করছেন। যেভাবে নির্বাচন কমিশন বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং শতায়ু পার করা মানুষদেরকে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করছেন তা নিন্দার ভাষা নেই। বিজেপি বাংলা দখল করতে না পেরে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে বাংলার মানুষের উপর তার বদলা নিচ্ছে।

সবজির আড়ালে বিপুল পরিমাণ মদ পাচারের চেষ্টা, বাজেয়াপ্ত গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি ঃ সবজি বোঝাই গাড়িতে করে গোপনে ভিনরাজ্যে মদ পাচারের অভিনব ছক রুখে দিল পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি পণ্যবাহী গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে শিলিগুড়ি পুলিশের খালপাড়া ফাঁড়ির আধিকারিকেরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর আসে যে একটি সবজি বোঝাই গাড়িতে করে অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণে মদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে খালপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির একটি বিশেষ দল বর্ধমান রোডে ও পেতে থাকে। একটি সন্দেহভাজন পণ্যবাহী গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে দেখা যায়, ওপর থেকে গাড়িটিতে আলুর বস্তা স্তূপাকার করে সাজানো রয়েছে। কিন্তু সেই আলুর বস্তাগুলো সরাতেই বেরিয়ে আসে বিদেশি মদ ভর্তি কার্টন (বাক্স)। পুলিশ ওই গাড়িটি থেকে মোট ১০ কার্টন বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে। উদ্ধার হওয়া মদের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া মদের বেশিরভাগই সিকিমের তৈরি। এই মদ শিলিগুড়ি হয়ে বিহারে পাচারের পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের। পুলিশি অভিযানের সময় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে পুলিশ মালবাহী গাড়িটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। গাড়ির নম্বর প্লেটের সূত্র ধরে চালক এবং গাড়ির মালিকের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জঙ্গলমহলের প্রধান লোকউৎসব মকর পরব, টুসু উৎসব যা ভাদু উৎসব নামেও পরিচিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১৩ জানুয়ারি ঃ জঙ্গলমহলের প্রধান লোকউৎসব মকর পরব। মকর সংক্রান্তির আগের দিন পালিত হয় টুসু উৎসব, যা অনেক এলাকায় ভাদু উৎসব নামেও পরিচিত। এই উৎসবকে

ঘিরেই জঙ্গলমহলের গ্রামগঞ্জে এখন উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। ঘরে ঘরে চলছে প্রস্তুতি, আর হাটে হাটে দেখা যাচ্ছে কেনাকেটার ভিড়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, টুসু এক কুমারী কন্যার প্রতীক। তাই কুমারী মেয়েরা টুসুকে সাজিয়ে নানা নিয়ম ও আচার মেনে নৈবেদ্য অর্পণ করা হয়। টুসু উৎসবে আতপ চাল, ফলমূল, ফুল, পিঠে-পুলি, দুধ ও মিষ্টান্ন দিয়ে নৈবেদ্য সাজান হয়। উৎসবের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল টুসু গান। জঙ্গলমহলের মেয়েরা দল বেঁধে টুসু গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি কিংবা হাটে হাটে ঘুরে বেড়ান। এই লোকসংগীতের সুরে ধরা পড়ে গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ ও সামাজিক ভাবনার ছবি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই গান আজও গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতিকে জীবন্ত করে রেখেছে। টুসু পরব মূলত লৌকিক পরব। অগ্রহায়ণ মাসে শুরু হয় এবং শেষ হয় পৌষ সংক্রান্তির দিন। টুসু মূলত লৌকিক দেবী। যাকে জঙ্গলমহলের এলাকায় মেয়ে হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শেষের আগের দিন টুসুকে থালায় বসিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গান গেয়ে চাল, টাকা সংগ্রহ করেন কুমারী মেয়েরা। তবে মকর সংক্রান্তির দিন টুসুকে পুজো করে গান গেয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর স্নান সেরে নতুন জামা কাপড় পড়ে বাড়িতে ফিরে মেয়েরা। তবে আগে থেকেই জঙ্গলমহলের বিভিন্ন সাপ্তাহিক হাটে বেজায় রমরমা চোখে পড়ছে। পিঠে-পুলি তৈরির জন্য মাটির হাঁড়ি, সরা, কড়াই-সহ নানা সামগ্রীর চাহিদা বেড়েছে। পাশাপাশি দেদার বিক্রি হচ্ছে টুসু মূর্তি। হাটে টুসুর দাম শুরু হচ্ছে মাত্র ২০ টাকা থেকে, আবার আকার ও সাজসজ্জা অনুযায়ী দাম পৌঁছচ্ছে তিন থেকে চার হাজার টাকা পর্যন্ত। মূলত অগ্রহায়ণ মাস থেকেই জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকার কারিগররা মাটির টুসুর কাঠামো তৈরি করতে শুরু করেন। পরে হাটে এনে রঙিন কাগজ, ঝালর, কাপড় ও অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলা হয় টুসু। উৎসবের সময় এই মূর্তিগুলির চাহিদা তুঙ্গে থাকে, যা গ্রামীণ শিল্পীদের আয়ের অন্যতম উৎস। সব মিলিয়ে, মকর পরবকে কেন্দ্র করে টুসু উৎসব জঙ্গলমহলের লোকসংস্কৃতি, সামাজিক বন্ধন এবং গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই উৎসব আজও গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরছে।

পুরুলিয়ায় টোটোতে কিউআর কোড, যানজট ও অতিরিক্ত ভাড়ার নিয়ন্ত্রণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ পুরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ পুরুলিয়া শহরে যানজট এবং অতিরিক্ত ভাড়া সমস্যার সমাধানে বড় পদক্ষেপ নিল পুরুলিয়া পুরসভা। শহরের প্রতিটি টোটোতে ধাপে ধাপে কিউআর কোড যুক্ত করার কাজ শুরু হচ্ছে এদিন মঙ্গলবার থেকে এমএসএ ময়দানে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে টোটোর সংখ্যা, তার রেজিস্ট্রেশন, চালক ও ভাড়ার বিস্তারিত তথ্য সহজে জানা যাবে এবং শহরের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ আরও কার্যকর হবে। পুরুলিয়া পুরসভার প্রশাসক তথা সদর মহকুমাশাসক উৎপলকুমার ঘোষ জানান, টোটোতে কিউআরকোড জুড়ে দিয়ে এক প্রকার মধ্য দিয়ে আমরা অনেকটা কাজ সফল করতে চাইছি। মঙ্গলবার থেকে টোটোগুলির কিউ আর কোড যুক্ত করার কাজ শুরু হচ্ছে। যা ধাপে ধাপে চলবে। এই কাজের মধ্য দিয়ে যানজট রোখার পাশাপাশি যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টি রয়েছে। আমরা ওই তিন চাকার যানের একটি তথ্যপঞ্জিও তৈরি করে নিতে পারছি। যা পরবর্তীকালে টোটো সংক্রান্ত কাজে সহায়ক হবে। শহরের ও গ্রামীণ এলাকার টোটো আলাদা চিহ্নিত করা হবে। মকর পরবের পর থেকে গ্রামীণ টোটো শহরে প্রবেশ করতে পারবে না, আর শহরের টোটো গ্রামে যাবে না। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ২৫টি নির্দিষ্ট রুট তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি রুটে ভাড়া নির্ধারণ ও টোটো স্ট্যান্ড তৈরি করা হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যান্ডগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য-সাহেব বাঁধের পাশে, জগার্স পার্কের বিপরীতে, রাঁচি রোড, বরাকর রোড, দুলমি ও স্টেশন লাগোয়া কাটিনপাড়া। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, জেলার মোট টোটোর সংখ্যা ৭,২৬৯টি। শহরে টোটোর সংখ্যা আনুমানিক দেড় হাজার। ভোটার আইডি কার্ড ও টোটোর রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করে কিউআর কোড সংযোগ করা হচ্ছে। শহরে যাত্রীরা আর অতিরিক্ত ভাড়ার শিকার হবেন না। পাশাপাশি একটি টোটোতে যাতে পাঁচ জনের বেশি যাত্রী না চড়ে সেই বিষয়টিও দেখবে পুরুলিয়া পুর কর্তৃপক্ষ থেকে ট্রাফিক পুলিশ। বেশি যাত্রী থাকলে সঙ্গে সঙ্গে 'স্পট ফাইন' করা হবে। তবে কোন গ্রামীণ টোটো রোগীদেরকে নিয়ে শহরে ঢুকতে পারে। সেক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়েরও ব্যবস্থা করেছে পুরুলিয়া পুর কর্তৃপক্ষ।

অনশন তুলে নিলেন চা শ্রমিকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি ঃ টানা উনিশ দিন পর অবশেষে অনশন তুললেন আলিপুরদুয়ারের কালচিনি চা বাগানের শ্রমিকেরা। মঙ্গলবার কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামার উপস্থিতিতে ওঠে শ্রমিকদের অনশন। আগামী ১৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার বেতন সমস্যা নিয়ে বৈঠকের ডাক দিয়েছে শ্রম দফতর। সেই বৈঠকে ইতিবাচক ফলের আশায় এ দিন প্রায় দু'সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা অনশন তুললেন কালচিনি চা বাগানের শ্রমিকেরা।

কয়লাখনিতে ধস, মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৩ জানুয়ারি ঃ আসানসোলের কুলটি থানার বিসিসিএলের খোলামুখ কয়লাখনি সাক্ষী থাকল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার। ধস নেমে মাটি চাপা পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, খনিতে তখন কয়েকজন যুবক নেমেছিলেন। ধসের ফলে নিহতদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সঙ্গে আসে বিসিসিএলের কর্মী ও নিরাপত্তা রক্ষীরা। দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়। তিনজনের দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খনিতে আরও কয়েকজন আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ অনুযায়ী, পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কুলটি থানার বারিয় বিসিসিএলের খোলামুখ বা ওপেন কাস্ট কয়লাখনিতে অবৈধভাবে কয়লা উত্তোলন চলছিল। সেই সময়ই ঘটে দুর্ঘটনা উপরের দিকে মাটি ধসে পড়ে, যার ফলে অনুমান করা হচ্ছে প্রায় ছ'জন খনির ভিতরে চাপা পড়েছেন। প্রিয়জনদের খোঁজে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বহু মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, আগেও খোলামুখ খনিতে একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে, তবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে, কেন মানুষদের আনাগোনা বন্ধ করা হচ্ছে না? এবং কেন খনিতে নিরাপত্তা কঠোরভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে না। পুলিশ ও সিআইএসএফের তৎপরতায় উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে খনির ভিতরে আটকে থাকা লোকজনদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে।

E-Tender Notice

Online bids are invited for the year 2025-26 from the bonafied contractors for listed work under 15 th FC and APAS Fund in respect of NIT no-661/SUSU/2025, 662/SUSU/2025,659/SUSU/2025,660/SUSU/2025, Dated- 24.12.2025. Last date of paper submission on **09/01/2026** for detail information contact to the undersigned.

Sd/- Prodhan
Susunia Gram Panchayet

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

উপ-মুখ্য বিদ্যুৎ প্রকৌশলী, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর, ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) পদ্ধতির মাধ্যমে 'উন্মুক্ত' ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ও কাজের বিবরণঃ EL-MWS-GKP-2025-26-21**, গোরখপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে এলএইচবি এসি কোচের আরএমপিইউ এবং এসবিসি প্যানেলের পিওএইচ শিডিউলের জন্য ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। আনুমানিক মূল্যঃ ১৭,৪১,২৩,৩৭৪.০১ টাকা, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ই.এম.ডি.)ঃ ১০,২০,৬০০ টাকা, টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্যঃ ০.০০ টাকা, কার্যাদেশ জারির তারিখ থেকে কাজ সম্পন্ন করার সময় / কাল - ২৪ মাস। ই-টেন্ডার অনলাইনে ০৩.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে। সম্পূর্ণ বিবরণ এবং দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ের আইআরইপিএস-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডব্লুএস) গোরক্ষপুর

CPRO/EL-252

ছাদ ও ফুটবোর্ডে চড়ে কখনো ভ্রমণ করবেন না।

Office of the Pradhan
KHALGRAM GRAM PANCHAYAT
Beldangra * Bhalukbasa * Bankura

Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NieT 06 Memo 10/Khal/2026

Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e Tender, of different schemes which are available in **www.wb.etenders.gov.in** web site and Last date of submission **30/01/2026 (5.00 PM)**

sd/- Pradhan,
Khalagram Gram Panchayat

IIFL FINANCE গোল্ড লোন

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Ltd. located at 45-4A, (Nahar Park), 1st Floor, Chakraberia Road, South Kolkata - 700025, will be shifting to below mentioned address with effect from 13.04.2026.

New Address: IIFL Finance Ltd., 15 Ashutosh Mukherjee Road, Ground Floor, Bhawanipur, Kolkata – 700020, West Bengal.

Contact No. 9152272714 / 8657143580

All existing services can be availed at the new location.

সর্বজনীন সূচনা

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের, ৪৫-৪এ, (নাহার পার্ক), ১ম তলা, চক্রবেড়িয়া রোড, দক্ষিণ কলকাতা - ৭০০০২৫, ১৩.০৪.২০২৬ থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

নতুন ঠিকানা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, ১৫ আশুতোষ মুখার্জি রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ।

যোগাযোগের নম্বর: 9152272714 / 8657143580

সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন অবস্থানে পাওয়া যাবে।

IIFL FINANCE গোল্ড লোন

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Ltd. located at Nahar Park, Block – A (Commercial), situated at 45/4A Chakraberia Road (South), 1st Floor, Kolkata 700025, West Bengal, will be shifting to below mentioned address with effect from 13.04.2026.

New Address: IIFL Finance Ltd., 15 Ashutosh Mukherjee Road, Ground Floor, Bhawanipur, Kolkata – 700020, West Bengal.

Contact No. 8879689962

All existing services can be availed at the new location.

সর্বজনীন সূচনা

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের, নাহার পার্ক, ব্লক – এ (বাণিজ্যিক), ৪৫/৪এ চক্রবেড়িয়া রোড (দক্ষিণ), ১ম তলা, কলকাতা ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩.০৪.২০২৬ থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

নতুন ঠিকানা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, ১৫ আশুতোষ মুখার্জি রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ।

যোগাযোগের নম্বর: 8879689962

সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন অবস্থানে পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ মাসুদ আহমেদ পিতা হাজী সেখ সওগাত আলি বিগত ইংরাজী-২৯।০৮।২০১৬ তারিখে ডোমজুড় সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৩৫৩৭ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা মহসিন মল্লিক ও মহঃ মোতাহার মল্লিক এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অধীন কোলড়া মৌজায় জে. এল. ২০ নং ভুক্ত, এল, আর.-৬৬৩৫ নং খতিয়ানে এল, আর. ৫২৬১ নং দাগে ০৮.২৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাদ্বয় বিগত ইংরাজী- ১৩।০৪।২০১৬ তারিখে ডোমজুড় সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ২৩৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা বিক্রেতা দ্বয়ের পক্ষে সামিম সরদার পিতা নুরুল হুদা সরদার মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহসিন মল্লিক ও মহঃ মোতাহার মল্লিক বিগত ইংরাজী- ০৫।০১।২০১৬ তারিখে ডোমজুড় সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১০ নং দানপত্র দলিল দ্বারা শোভান মল্লিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. ডোমজুড় অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

আমমোক্তারনামা

রাহুল ইসলাম, পিতা- রিফুল সেখ, সাং- বানীপুর, পোঃ- মিঞাপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং **২০২৪ সালে** Book-I, 1926 নং **আমমোক্তার দলিল মূলে ১) ফটিক সেখ, ২) রিয়াজুল সেখ, ৩) রুবিয়া বেওয়া, ৪) তাজরেশন বেওয়া, ৫) নুরজাহান বিবি, ৬) মেনকা বিবি আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।**

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১২১ নং সিদ্ধিকালী মৌজাস্থিত এল, আর, ১৩৬, ১৪২, ১৪৭, ১৫৫, ১৪৬, ১৫৭, ১৪৮, ১৬০, ১৯০ নং দাগের এল, আর, ৬৬০ নং খতিয়ানের মোট ৭৭শতক সম্পত্তি** হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

BASIRHAT MAHABODHI COLLEGE OF EDUCATION
Co-educational Day Teacher's Training (B.Ed. & D.El.Ed.)
College Recognised by N.C.T.E. & Affillated to BSAEU (Eastwhile WBUTTEPA). and W.B.B.P.E.
Arjunpur, Champapukur, Basirhat, North 24 Parganas, Pin-743291

শিক্ষিক / শিক্ষিকা

Basirhat Mahabodhi College of Education invites Full time Asst. Prof. of Physical Edu. (1) for B.Ed. Qualification as per NCTE norms (NET/SET) & Librarian (1) BLIS, Qualification as per norms. Email-link2bmce@gmail.com Apply within 5 days.

OFFICE OF THE PRADHAN
MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL: Mankiary, PO.:Thakursima, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK

TENDER NOTICE

NIT No.: MGP/NIT-02/2025-2026 dt. 13/01/2026

Sealed tender in prescribed tender form of Mankiary GP is hereby invited from the eligible, reliable and bonafied contractors for similar type of works. The schedule of the tender process is as follows.
1. Date and Time of Tender Form Issue: **13/01/2026 to 20/01/2026 upto 3:30pm**. 2. Date and Time of Dropping Tender Form: **13/01/2026 to 20/01/2026 upto 4pm.** 3. Date and time of opening of the tender: **21/01/2026 at 12 NOON**. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Mankiary Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ (**সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার** অধিকারক্ষেত্রের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ। **এনআইটি নং: ২৪৫_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণঃ** এইএন/লিলুয়ার অধীনে লিলুয়া ওয়ার্কশপ ক্যাম্পাসে পি.ওয়ে সামগ্রীর স্ট্যাকিং, ট্র্যাক লোডিংয়ের উন্নয়ন সম্পর্কিত স্পেশাল কাজ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৭৫,০৬,৪৭৪.৭৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৫০,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-530/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া। **ই-টেন্ডার নংঃ ২৪৮_২০২৫-২৬ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/নলহাটির শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ [অবস্থান নলহাটি-১০৪/৫০০ থেকে ১৪১/৮০০ (আপ ও ডাউন), ১০৪/৫০০ থেকে ১৩০/০ (রেভ), ৪৫/৯০০ থেকে ৪৩/৭৪০ (আপ, ডাউন ও কমন/এল) এজেড লাইন]। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,১৮,৮৪,০২৮.৯৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,০৯,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০২.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-531/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড ('ব্যাংক')-এর নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ঋণ/সিকিউরিটিজের বিপরীতে ওভারড্রাফ্টের মতো ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করা হবে।

চুক্তিবদ্ধ ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত নোটিশের মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধকের অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছিল, অন্যথায় ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনো নোটিশ ছাড়াই বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার অধিকার রাখবে। ঋণগ্রহীতারা যথাসময়ে পাওনা পরিশোধ করতে অবহেলা করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ব্যাংক বন্ধকগ্রহীতা হিসাবে ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের ব্যাংকের কাছে পাওনা অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য **২১শে জানুয়ারী ২০২৬** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজগুলি বিক্রি/নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ারবাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি দেখা দেয়, তবে ব্যাংক এই বিষয়ে কোনো নোটিশ ছাড়াই তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করে দেবে। বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রির অর্থ সমন্বয়ের পরেও যদি কোনো বকেয়া পাওনা থাকে, তবে তার পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা(গণ) ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX৭৬৭৫	উষা মোরে	৪,৬০৪.৯২	০৭-০১-২০২৬
২	XXXXXXXXXX২০২৩	বিপিন কুমার রস্তোগী	৪,৮৭,৮৮৮.৯৫	০৭-০১-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX০৬৭৪	রবিন কুমার দে	৫,৬৪৩.২৪	০৭-০১-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX১২০৭	চন্দ্র প্রকাশ খৈতান	৪ ,৯২৩ .২৭	০৭-০১-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX৮৬৩২	সার্বজিত বারিক	১৮,৭২,২৬৬.১০	০৭-০১-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX০২৬২	স্বপন চক্রবর্তী	৫,৩৪৬.০৪	০৭-০১-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX০০৪৬	মৌসুমী ঘোষ	৭,০০,৬২৫.২৬	০৭-০১-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX০১২৯	প্রভা মোহতা	৬,০২,০১৯.৩২	০৭-০১-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX০১৩৬	অয়ন গাঙ্গুলি	৮,৫৩৬.১১	০৭-০১-২০২৬
১০	XXXXXXXXXX৪৫৩৬	খেম চাঁদ কোঠারি	১২,৬৬,১৫৩.১২	১২-০১-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX১৭৮০	প্রেমলতা শর্মা	১,৭০,৭৩০.৯৫	০৭-০১-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX০৮৬১	সংঘমিত্রা বর্ধন	২০,২০,১৫১.০০	০৭-০১-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX১৪১৭	সমরেশ দাস	২,৪৩,৬৮৭.৪৩	০৭-০১-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX১৫৭১	স্বপন কুমার বসু	৯,৩৯,৫৮৯.৪৪	১২-০১-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX৫১৪৪	হিমাংসু কুমার অধিকারী	১২,১০০.৬০	০৭-০১-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX০৭৬১	অরুণাভ সাহা	১৯,৩৯,৪৫৪.৭৭	১২-০১-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX০০৪০	সোমা সাহা	১৯,৭৫,১৭০.৩৬	১২-০১-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX৩৬১৩	শ্রাবণী গুহ	১,৬৪,৩৩৮.৬৫	০৭-০১-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX৯২২১	যোগীন্দ্র ঠাকুর	১২,১০৬.৩৫	০৭-০১-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX১১১২	আবিদ খান	১,৬০,৬৭১.৪৩	০৭-০১-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX১৫৮২	অরূপ কুমার চন্দ	৮২,৭৪২.৪৪	০৭-০১-২০২৬
২২	XXXXXXXXXX৩২৪২	মমতা চক্রবর্তী	৭,৩৮,৭১৫.৭৮	০৭-০১-২০২৬
২৩	XXXXXXXXXX২৭৫৪	অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়	১৮,১০,৫২২.০৭	০৭-০১-২০২৬
২৪	XXXXXXXXXX৪৩২১	চিত্রদা কামেশ্বরী	২,৮৭,৮৪৬.১৫	০৭-০১-২০২৬
২৫	XXXXXXXXXX৫০৫৫	গণেশ চৌধুরী	২,৩৬,০২০.৮০	০৭-০১-২০২৬
২৬	XXXXXXXXXX৭৪১৭	কমলা পাইক	২০,৫১২.৬১	০৭-০১-২০২৬
২৭	XXXXXXXXXX৯৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৮,১২,১০৩.৮৩	০৭-০১-২০২৬
২৮	XXXXXXXXXX৫৮৯৯	তাপস চৌধুরী	১,২৫,৩৬৫.৩০	০৭-০১-২০২৬
২৯	XXXXXXXXXX৩৪১৩	রামচন্দ্র সিং	৫,৭০,২৩২.২৬	০৭-০১-২০২৬
৩০	XXXXXXXXXX৩৯৯৫	সুমন আগরওয়াল	১,৯২৮.৮০	০৭-০১-২০২৬
৩১	XXXXXXXXXX৪৬৯২	অশোক কুমার আগরওয়াল	১,১৫৮.৪২	০৭-০১-২০২৬
৩২	XXXXXXXXXX৯৪৯৫	নির্মলা কোচার	২,১৪৩.০০	০৭-০১-২০২৬
৩৩	XXXXXXXXXX১৪২০	শ্যামানন্দ পারুই	২,৪৫,৪৩৯.৮৭	০৭-০১-২০২৬
৩৪	XXXXXXXXXX৫৩০১	স্নিগ্ধা বসু	৩,৪১,৮৯৭.৩৫	০৭-০১-২০২৬
৩৫	XXXXXXXXXX৬১৭৯	সুবীর চক্রবর্তী	২৮,০৭৩.০০	১২-০১-২০২৬
৩৬	XXXXXXXXXX৯৩৯৯	অমিত কুমার ঝা	১,৫১,৬২৮.৬৬	০৭-০১-২০২৬
৩৭	XXXXXXXXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৯০,৪৪০.০৫	০৭-০১-২০২৬
৩৮	XXXXXXXXXX৭৯৩২	অদিতি রায়	১,২৯,৩১৫.৬০	০৭-০১-২০২৬
৩৯	XXXXXXXXXX৩১৬৬	দীপ চক্রবর্তী	২৫,১৮৯.৫২	০৭-০১-২০২৬
৪০	XXXXXXXXXX৩৬৭১	রুচিকা কেজরিওয়াল	১,৫১,৭৩১.৬১	০৭-০১-২০২৬
৪১	XXXXXXXXXX৮০০১	করুণানিধান ঘোষ	১০,০৯১.৬৭	০৭-০১-২০২৬
৪২	XXXXXXXXXX৬৪৮৬	জিতেন্দ্র কুমার মাহাতো	২৮,৭৭,০১০.৩৫	০৭-০১-২০২৬
৪৩	XXXXXXXXXX৯০১১	স্বাগতা রায়চৌধুরী	৫,৫৭৪.০৩	১২-০১-২০২৬
৪৪	XXXXXXXXXX৭৭৭২	অশোক আগরওয়াল	১৩,৪০,৭৮৮.৫০	১২-০১-২০২৬
৪৫	XXXXXXXXXX২৩৭৯	সত্যনারায়ণ সূত্র	৫,২৭৮.৬৭	০৭-০১-২০২৬
৪৬	XXXXXXXXXX৮৬১১	কৌস্তভ দোলুই	৩,৮৪৬.১৬	০৭-০১-২০২৬
৪৭	XXXXXXXXXX৭৭৮৬	নীলাঞ্জনা দত্ত বোস	১,৯২,১৬৮.৮১	০৭-০১-২০২৬
৪৮	XXXXXXXXXX২৯২২	মনোজ মেশরাম	২,০২,০৪১.৩৯	০৭-০১-২০২৬
৪৯	XXXXXXXXXX২৯১১	মিতা গুহ	৭,৭৩,৭৭৬.২০	০৭-০১-২০২৬
৫০	XXXXXXXXXX৪৭৬৭	অভিজিৎ নায়ক	২,১২৭.২৭	১২-০১-২০২৬
৫১	XXXXXXXXXX৭২০৭	চন্দ্রপ্রভা জানা দে	১,২০,৩৪২.১৭	০৭-০১-২০২৬
৫২	XXXXXXXXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৪,৮২৪.১২	০৭-০১-২০২৬
৫৩	XXXXXXXXXX৩১৭৬	পামেলী চৌধুরী	২,২২,৫২৩.০০	০৭-০১-২০২৬
৫৪	XXXXXXXXXX৬৮০৮	সঞ্জয় কুমার রায়	২,০৮,১৯৫.৬৪	০৭-০১-২০২৬
৫৫	XXXXXXXXXX৭২৭৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৫,৬৫৬.০০	০৭-০১-২০২৬
৫৬	XXXXXXXXXX৮৫৫৩	হরিশ কুমার সিং	৭,২৪,৬৭৮.৫৬	০৭-০১-২০২৬
৫৭	XXXXXXXXXX৬৯২১	স্বপন কুমার পাল	৩,১৯,৪৯৬.০০	০৭-০১-২০২৬
৫৮	XXXXXXXXXX০৪৫৩	অর্চনা আগরওয়াল	৫,৩৩,২৮৪.০০	০৭-০১-২০২৬
৫৯	XXXXXXXXXX৯৪৫৯	সঞ্জয় বার্নওয়াল	৮,১৭,৮২৪.৮২	১২-০১-২০২৬
৬০	XXXXXXXXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৭,২৮৩.৯৭	০৭-০১-২০২৬
৬১	XXXXXXXXXX০৫৯৯	শম্পা সেন	২০,১৪,৬৫০.৮৭	০৭-০১-২০২৬
৬২	XXXXXXXXXX৬৫৪০	অভিষেক নিয়োগী	৪৯,৬১৫.৩৮	১২-০১-২০২৬
৬৩	XXXXXXXXXX৪২৩০	স্বরূপ ঘোষ	৪,০৪,৯৬৪.০০	০৭-০১-২০২৬
৬৪	XXXXXXXXXX০৪৩৯	সন্দীপ পাল	১,৩৭,৫১৯.৭৩	০৭-০১-২০২৬
৬৫	XXXXXXXXXX০১২৭	সিতাংসু কুমার মিত্র	২,৪৯,৪৪২.১৭	০৭-০১-২০২৬
৬৬	XXXXXXXXXX২৭৩৮	শিখা গাঙ্গুলি	৮,০১,০১৮.৮০	০৭-০১-২০২৬
৬৭	XXXXXXXXXX৫৯৫৫	রাজেন্দ্র কুমার গুপ্তা	৫০,৩৯২.৫৬	০৭-০১-২০২৬
৬৮	XXXXXXXXXX৬০২৮	অমিত কুমার সাহু	৩,৬২,৪৩০.০৫	০৭-০১-২০২৬
৬৯	XXXXXXXXXX৯০৯৭	সহর্ষ খেমকা	২,২৬৭.৭৯	০৭-০১-২০২৬
৭০	XXXXXXXXXX১২৮১	বীণা জিতেন্দ্র সুরভি	১৯,৯৫,৬৯০.০১	০৭-০১-২০২৬
৭১	XXXXXXXXXX৫০৮৮	আজিজুল হাকিম	১,৯৪,৬৭৫.৯২	০৭-০১-২০২৬
৭২	XXXXXXXXXX৮১৯৫	সম্পদ সান্যাল	১,৮১৯.৬০	০৭-০১-২০২৬
৭৩	XXXXXXXXXX২৪৭৬	গীতা সিং	২,৮৫,৬৯২.৭৬	১২-০১-২০২৬
৭৪	XXXXXXXXXX৮২৫৩	সেকেন্দার আলী খান	১,৭৭৪.১২	০৭-০১-২০২৬
৭৫	XXXXXXXXXX৬৪৫০	পৌশালি সান্যাল	৪,৮৭৪.১৫	১২-০১-২০২৬
৭৬	XXXXXXXXXX৮৮৫৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৪,৮৮৯.১৩	০৭-০১-২০২৬
৭৭	XXXXXXXXXX৪৪২০	কল্পনা শ্রীবাস্তব	১৯,৪৫,৫০৮.০২	১২-০১-২০২৬
৭৮	XXXXXXXXXX৫৪২৪	গৌতম জৈন	১৯,৭৭,৪৪৩.৭৫	০৭-০১-২০২৬
৭৯	XXXXXXXXXX৩৩০৬	সামিম আনসারী	১,৫২,৬৩০.৬১	০৭-০১-২০২৬
৮০	XXXXXXXXXX৮১৪৮	শোভন চ্যাটার্জি হালদার	১,৪৩,৩৫৭.০০	০৭-০১-২০২৬
৮১	XXXXXXXXXX১৯৮৩	অঞ্জু কাবরা	১,১৬,০৪৬.০০	০৭-০১-২০২৬
৮২	XXXXXXXXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,১৩,০৪৪.৮২	০৭-০১-২০২৬
৮৩	XXXXXXXXXX৩৪৪১	প্রগতি আগরওয়াল	৬,৮৫,০৩৫.৮২	১২-০১-২০২৬
৮৪	XXXXXXXXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,২০,৪২০.৪৮	০৭-০১-২০২৬
৮৫	XXXXXXXXXX৪৫৭২	মনোমিতা সিংহ	১০,০৭,৭৬৭.৩৪	০৭-০১-২০২৬
৮৬	XXXXXXXXXX৭৭৯৭	অরুণ কুমার বিশ্বকর্মা	৩৩,৫০৬.০৫	০৭-০১-২০২৬
৮৭	XXXXXXXXXX১৮২৫	মধু সরফ	৭৬,৯৮৪.৫৬	০৭-০১-২০২৬
৮৮	XXXXXXXXXX২৪২৩	সৌমিক সরকার	৪৪,৪৩৪.৭৯	০৭-০১-২০২৬
৮৯	XXXXXXXXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১১,৫০,৪৩৪.৬০	০৭-০১-২০২৬
৯০	XXXXXXXXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধনী	১৫,০৪,৭৮৮.৬০	০৭-০১-২০২৬
৯১	XXXXXXXXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭৯,১৩৯.৭১	০৭-০১-২০২৬
৯২	XXXXXXXXXX২৩৭২	কৌশিক চ্যাটার্জি	৫৯,৪১০.৩১	১২-০১-২০২৬
৯৩	XXXXXXXXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৫৪৮.০০	০৭-০১-২০২৬
৯৪	XXXXXXXXXX২৮৪৩	রাম কৃপাল তিওয়ারি	৪৭,৭৫৬.৪২	০৭-০১-২০২৬
৯৫	XXXXXXXXXX১৬৮৬	সুমন্ত বাগচি	৫,৭২,৪৯৮.২৯	০৭-০১-২০২৬
৯৬	XXXXXXXXXX৩৩৮০	বর্ষা দোশী	৭,৪৫,৫৩১.৮৬	০৭-০১-২০২৬
৯৭	XXXXXXXXXX৩১৮৯	বেনু গোপাল বাগরি	২০,১১,৯৬০.১৫	০৭-০১-২০২৬
৯৮	XXXXXXXXXX১৩২৯	সমীর ঘোষ	১,৯১১.৭৩	০৭-০১-২০২৬
৯৯	XXXXXXXXXX২১৮২	সুনিতা বিনানী	১৫,৭৭,৮৬১.৮৮	১২-০১-২০২৬
১০০	XXXXXXXXXX৩৭২৯	বিদ্যাভূষণ সিং	৭,৭৭,৪৪৯.০০	০৭-০১-২০২৬
১০১	XXXXXXXXXX৫৪৭০	টুম্পা কোনার	৭,৩১,৯০১.৮০	১২-০১-২০২৬
১০২	XXXXXXXXXX৫৯৭০	সায়ন্তন কোনার	৪,৪৮,৭৯১.২০	০৭-০১-২০২৬
১০৩	XXXXXXXXXX৪৮১৮	কৃষ্ণা দেবী মুন্ধরা	১০,০৮,৮৫৯.৩৮	০৭-০১-২০২৬
১০৪	XXXXXXXXXX৭৬৮৮	দাউ লাল মুন্ধরা	১৭,৯৭,১৪৫.৪৪	০৭-০১-২০২৬
১০৫	XXXXXXXXXX৯৯৭০	প্রদীপ কুমার বেহেরা	৩,৬১,৭৬৪.০২	১২-০১-২০২৬
১০৬	XXXXXXXXXX৮৭৪৯	বন্দিতা হাজরা	২,০৪,৩৫৭.৯০	০৭-০১-২০২৬
১০৭	XXXXXXXXXX২৪৫৩	দিনেশ কুমার হোমাগাই	২৪০.৯৬	১২-০১-২০২৬
১০৮	XXXXXXXXXX৭৬১২	অনিতা আগরওয়াল	২,৭২,৯৯৫.৯৯	০৭-০১-২০২৬
১০৯	XXXXXXXXXX৮৮৪৬	সোমা ভৌমিক	৯,৮৯,৯৩৬.৭৬	১২-০১-২০২৬
১১০	XXXXXXXXXX৭৬০৭	দিব্য সাঙ্গানেরিয়া	৮৮,৭৫৩.১৯	০৭-০১-২০২৬
১১১	XXXXXXXXXX৭৮০০	সমরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৫২,৫৮৯.৫৪	১২-০১-২০২৬
১১২	XXXXXXXXXX৯৪৬৮	খালিদ সিরাজ	৬,৪৮,২৬০.৮১	১২-০১-২০২৬
১১৩	XXXXXXXXXX৮৬১৮	মীরা দে	১০,০৬,৮৫১.৩৯	০৭-০১-২০২৬
১১৪	XXXXXXXXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৮,৫১১.০০	০৭-০১-২০২৬
১১৫	XXXXXXXXXX৯৩১৯	তুষার ভান্ডারী	৪,৮৬,৭১১.৫৮	১২-০১-২০২৬
১১৬	XXXXXXXXXX৯৮৩১	মঞ্জু সরফ	১৯,৯৪,৬৬৯.৬০	০৭-০১-২০২৬
১১৭	XXXXXXXXXX৩৭৪০	হেনা সিদ্ধান্ত	৩,৬১৫.১২	০৭-০১-২০২৬
১১৮	XXXXXXXXXX৯৯৮৬	নবারুণ বিশ্বাস	৩,৫৮,২৮৯.৯৪	১২-০১-২০২৬
১১৯	XXXXXXXXXX৯৯৩৬	বর্নালী সাহা	২,০৩২.২৬	০৭-০১-২০২৬
১২০	XXXXXXXXXX৫৭৪২	তানিশা বসু	৮০৯.৮০	০৭-০১-২০২৬
১২১	XXXXXXXXXX৮০৮৭	কাজল দে	১,৪৯১.৪২	০৭-০১-২০২৬
১২২	XXXXXXXXXX২৬১৫	সোমদেব রায়	৩,৯৫৮.৭১	১২-০১-২০২৬
১২৩	XXXXXXXXXX৪৭২০	সিনচান দাস	৯,৯৭,৭৭৫.০৭	০৭-০১-২০২৬
১২৪	XXXXXXXXXX৫৫৫৮	আলপনা করক	২,১৪২.০০	০৭-০১-২০২৬
১২৫	XXXXXXXXXX৬৯৩৫	সুজয় বন্ধু নিয়োওগী	৩,১২,৭৬০.০৮	০৭-০১-২০২৬
১২৬	XXXXXXXXXX১২৩৭	বীরেন্দ্র নাথ দাস	৬,০০৫.৫৪	০৭-০১-২০২৬
১২৭	XXXXXXXXXX৪৬২০	বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৮১,৪৯৯.০২	১২-০১-২০২৬
১২৮	XXXXXXXXXX৭২১৯	দেবজান পাল	২,৩০,৮৫৫.০০	০৭-০১-২০২৬
১২৯	XXXXXXXXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৫০,৬৫৪.৯১	১২-০১-২০২৬
১৩০	XXXXXXXXXX৭২৪৮	নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী	৬,৪৩,৫৩১.৮০	১২-০১-২০২৬
১৩১	XXXXXXXXXX৫৭১৬	রাজা নন্দী	১,০৪,৫৭৯.০০	১২-০১-২০২৬
১৩২	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৪,৯৫৪.৮২	০৭-০১-২০২৬
১৩৩	XXXXXXXXXX৭৩২১	বর্ষা আগরওয়াল	৬,৯৭,৬১৭.২০	১২-০১-২০২৬
১৩৪	XXXXXXXXXX৬৩৪০	অভিজিৎ দত্ত	১,৩০,৬৫৭.১০	০৭-০১-২০২৬
১৩৫	XXXXXXXXXX৪৬১০	সত্যেন্দ্র কুমার জৈন	৩,৬৯,৬২৮.১৬	০৭-০১-২০২৬
১৩৬	XXXXXXXXXX৫৪১০	সোমেশ সাহু	৮১,৩৪১.৪৯	০৭-০১-২০২৬
১৩৭	XXXXXXXXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৪,২৩৬.৮৬	০৭-০১-২০২৬
১৩৮	XXXXXXXXXX৫০১০	দেবযুতি মুখোপাধ্যায়	৩,৩৮,৪৮২.৯৫	০৭-০১-২০২৬
১৩৯	XXXXXXXXXX৬৯৫৫	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	৩,৩০,৫৪১.১০	০৭-০১-২০২৬
১৪০	XXXXXXXXXX৯৮০২	নীলমণি বণিক	১০,০৮,৩৫৯.৪২	০৭-০১-২০২৬
১৪১	XXXXXXXXXX১৫৩১	সৌমি সেনগুপ্তা	১৮,৮৬,৯১৫.৮২	১২-০১-২০২৬
১৪২	XXXXXXXXXX০১৩১	মোহাম্মদ পারবীজ আলম	৮২,৮৫১.৮২	০৭-০১-২০২৬
১৪৩	XXXXXXXXXX৪০৫০	পৃথিবী ভূষণ সেন	৬,২৭,৩২০.১৩	০৭-০১-২০২৬
১৪৪	XXXXXXXXXX৫০৩৩	সদানন্দ রায়	২,৩৩,৮৮১.৫২	০৭-০১-২০২৬
১৪৫	XXXXXXXXXX৩৬২২	সুপর্ণ চক্রবর্তী	১,০৯,৭১৫.৯৫	০৭-০১-২০২৬
১৪৬	XXXXXXXXXX২০৫১	পূজা পোদ্দার	২,৪৯,৯৯৯.২২	০৭-০১-২০২৬
১৪৭	XXXXXXXXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৮৪,৮৩৬.৮২	০৭-০১-২০২৬
১৪৮	XXXXXXXXXX৬২৬২	ফারহাত মাহজাবীন	২,৭৮,৮৪৬.৮৫	০৭-০১-২০২৬
১৪৯	XXXXXXXXXX৩১৭৩	তন্দ্রা সরখেল	৮,১০,২৪৮.৬১	০৭-০১-২০২৬
১৫০	XXXXXXXXXX০৫০০	সুমিতা রায়	৩,৪১,৭২৫.৮২	০৭-০১-২০২৬
১৫১	XXXXXXXXXX০৩৯০	সুরেশ কুমার গুপ্তা	১,০০,৭১১.৮২	০৭-০১-২০২৬
১৫২	XXXXXXXXXX০৯১৪	অজয় কুমার জয়সওয়াল	৬,০০,২৫৩.৭২	১২-০১-২০২৬
১৫৩	XXXXXXXXXX০৬১০	সুবিনয় কুমার মিস্ত্রি	৯,৯৫,২৮৪.২০	০৭-০১-২০২৬
১৫৪	XXXXXXXXXX১৩১২	শান্তনু দত্ত	৩,৭৭,৮৮০.৫১	০৭-০১-২০২৬
১৫৫	XXXXXXXXXX০৯৬১	অঙ্কিত শর্মা	১,৫৫,০২৭.০৪	০৭-০১-২০২৬
১৫৬	XXXXXXXXXX১০০৪	প্রতীক দেবনাথ	৬৪,৬৪৭.৮৮	১২-০১-২০২৬
১৫৭	XXXXXXXXXX০৭৯৭	দেবামিত্র চৌধুরি	১,৮৭৪.৮২	০৭-০১-২০২৬
১৫৮	XXXXXXXXXX৪৭২৬	সাবদুল রশিদ মোল্লা	২,১২৪.০০	০৭-০১-২০২৬
১৫৯	XXXXXXXXXX২৫৭৬	ইন্দ্রনীল বসাক	২,৩৪,৯৩৭.০০	০৭-০১-২০২৬
১৬০	XXXXXXXXXX৭৬৫১	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	৯,৯৫,৭৩১.৬৫	০৭-০১-২০২৬
১৬১	XXXXXXXXXX১৫৩১	পীযূষ ভূপাত্রয় মেহতা	১৮,১৯,১৮৫.৬২	১২-০১-২০২৬
১৬২	XXXXXXXXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৭,০৫০.৮২	০৭-০১-২০২৬
১৬৩	XXXXXXXXXX২১০৫	দেবব্রত কুন্ডু	৯,৯৭,৪৭৯.৩৫	১২-০১-২০২৬
১৬৪	XXXXXXXXXX৭৯৫৬	সিদ্ধার্থ কর্নানি	৭,৯৮,৮০৪.২৩	১২-০১-২০২৬
১৬৫	XXXXXXXXXX৩৬৮৫	বিকাশ ঢালি	৪৪,২২৬.১৬	০৭-০১-২০২৬
১৬৬	XXXXXXXXXX৬৮৪৪	সমীর রঞ্জন সেন	২০,১৪,৬৪১.১২	০৭-০১-২০২৬
১৬৭	XXXXXXXXXX২৫২৪	সোমা সামন্ত	৯,২৯,২৯১.৮২	০৭-০১-২০২৬
১৬৮	XXXXXXXXXX০৪৪৭	নীরজ কুমার গুপ্তা	১৫,১৬,৯০১.০০	০৭-০১-২০২৬
১৬৯	XXXXXXXXXX৪৩১১	অভিজিৎ হোর	২,৫২,৮৩২.৯০	০৭-০১-২০২৬
১৭০	XXXXXXXXXX৯৫৯৩	সৌরভ আগারওয়াল	১২,৭২,১৪০.০০	১২-০১-২০২৬
১৭১	XXXXXXXXXX৭১৬০	কলাবতী পান্ডে	২,৪৬৭.১২	১২-০১-২০২৬
১৭২	XXXXXXXXXX৪৭২২	সেখ মতিউর রহমান	৩৫,৩০৭.০০	০৭-০১-২০২৬
১৭৩	XXXXXXXXXX১৬৯৮	মীরা চক্রবর্তী	২,৬১,৯৬৩.৮২	১২-০১-২০২৬
১৭৪	XXXXXXXXXX৭৪০০	ইভা মল	৩,২৮০.৫২	০৭-০১-২০২৬
১৭৫	XXXXXXXXXX২৮১২	আহান ইকবাল	৪,৬৬,২৫৬.৯০	০৭-০১-২০২৬
১৭৬	XXXXXXXXXX৪৬৬৪	অরিজিৎ বিশ্বাস	৮,৪১,৪০১.০০	০৭-০১-২০২৬
১৭৭	XXXXXXXXXX৯৩৪৯	বিশ্বজিৎ অধিকারী	২,১২,৫৫৩.৭২	০৭-০১-২০২৬
১৭৮	XXXXXXXXXX৬৮৩২	সুরজিত পাল	৬৬,৮৮০.৯০	১২-০১-২০২৬
১৭৯	XXXXXXXXXX৫৩৮০	দেবোত্তম ব্যানার্জী	৮,৫৭,৬০১.৮২	০৭-০১-২০২৬
১৮০	XXXXXXXXXX০৯২৮	বিজয় কুমারঝুনঝুনওয়ালা	১৪,৮২,৪০২.৮২	০৭-০১-২০২৬
১৮১	XXXXXXXXXX৭১১৯	সুনীতা দাস কর	৫৭,৪৮৩.৬৪	০৭-০১-২০২৬
১৮২	XXXXXXXXXX৪০৪৭	সঞ্জয় চ্যাটার্জি	৭১,৭১৮.৭৭	০৭-০১-২০২৬
১৮৩	XXXXXXXXXX৩২৯২	শঙ্কর গাঙ্গুলি	১০,০৮,৩৫২.০২	০৭-০১-২০২৬
১৮৪	XXXXXXXXXX৮৭৩১	জয় ব্যানার্জী	৩,৬৮৮.০০	০৭-০১-২০২৬
১৮৫	XXXXXXXXXX৩১৭৩	জয়ন্ত নাগ	২,৪২,৬৭২.৮২	০৭-০১-২০২৬
১৮৬	XXXXXXXXXX১৯৪৩	চৈতালী মৈত্র	১,২৭৫.৯২	১২-০১-২০২৬
১৮৭	XXXXXXXXXX৬৮৮২	আরবিন্দ পাখিরা	২,৫২,৩২৫.০০	১২-০১-২০২৬
১৮৮	XXXXXXXXXX৪২৯৪	অভিজিৎ সাহা	১,৩৪০.৮২	১২-০১-২০২৬

তারিখ ঃ ১৪ .০১ .২০২৬
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আইপিএলের আগে অবসর কেকেআরে খেলা ক্রিকেটারের

সংবাদ সংস্থ বেঙ্গালুরু, ১৩ জানুয়ারিঃ আইপিএল ২০২৬ শুরু হতে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি। কিন্তু তার আগেই ভারতীয় ক্রিকেটে এক অপ্রত্যাশিত খবর সামনে এল। মাত্র ৩১ বছর বয়সে সব ধরনের বিসিসিআইয়ের আয়োজিত ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন ভারতের তারকা লেগ স্পিনার কেসি কারিয়াপ্পা। একসময় যাঁকে ঘিরে আইপিএলের মঞ্চে তৈরি হয়েছিল প্রবল চর্চা, সেই কারিয়াপ্পার হঠাৎ অবসর অনেক ক্রিকেটপ্রেমীকেই চমকে দিয়েছে। ইনস্টাগ্রামে আবেগঘন বার্তায় অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন কর্নাটকের এই স্পিনার। তিনি লিখেছেন, 'সেই গলি থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, যেখানে স্বপ্ন দেখতাম... সেখান থেকে স্টেডিয়ামের আলো, গায়ে দেশের গর্বের জার্সি। আমি এমন সব স্বপ্ন পূরণ করেছি, যা কোনওদিন কল্পনাও করিনি। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসিআই ক্রিকেটকে বিদায় জানালাম।' ক্রিকেট মহলের একাংশের মতে, দেশের বাইরে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার পথ খুলতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারিয়াপ্পা। বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, অবসর গ্রহণের পরই কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার বিদেশি লিগে অংশ নিতে পারেন। ফলে ক্যারিয়ারের নতুন অধ্যায় শুরু করতেই এই সাহসী সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ঘরোয়া ক্রিকেটে মিজোরামের হয়ে খেলেছেন কেসি কারিয়াপ্পা। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৪ ম্যাচে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৭৫টি উইকেট। পাশাপাশি ২০টি লিস্ট 'এ' ম্যাচে নিয়েছেন ২৪ উইকেট এবং ৫৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে শিকার করেছেন ৫৮ উইকেট। গত বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি মিজোরামের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতেও অংশ নিয়েছিলেন। আইপিএল কেরিয়ারে খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেলেও, কেসি কারিয়াপ্পার নাম বারবার উঠে এসেছে শিরোনামে। ২০১৫ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স তাঁকে ২.৪ কোটি টাকায় দলে নেওয়ার পরই তিনি আলোচনায় আসেন। কর্নাটক প্রিমিয়ার লিগে অল্প কয়েকটি ম্যাচ খেলেই এই সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। কেকেআরের হয়ে অভিষেক ম্যাচেই কিংবদন্তি এবি ডি'ভিলিয়ার্সকে আউট করে চমক দিয়েছিলেন কারিয়াপ্পা। তবে সেই মরশুমে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেই তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়। পরে ২০১৬ ও ২০১৭ মরশুমে পাঞ্জাব কিংসের (তৎকালীন কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব) হয়ে খেলেন তিনি। পাঞ্জাবের জার্সিতে ৯ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ছিল ৭টি উইকেট। ২০১৯ সালে ফের কেকেআর প্রত্যাবর্তন হলেও সেবারও মাত্র একটি ম্যাচেই সুযোগ পান। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ধারাবাহিক সুযোগের অভাবে আইপিএলে নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরতে পারেননি কেসি কারিয়াপ্পা। তবুও তাঁর স্পিন ভ্যারিয়েশন ও সাহসী বোলিং ক্রিকেটবিশ্বের নজর কেড়েছিল। মাত্র ৩১ বছর বয়সে তাঁর অবসর ভারতীয় ক্রিকেটের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটাল বলেই মনে করছেন অনেকে।

গিলকে বাড়তি সুবিধা, ওয়াশিংটনকে নয় কেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন

গম্ভীরকে খোঁচা প্রাক্তনীর

তারকা সংস্কৃতির তুমুল বিরোধী গৌতম গম্ভীর। কিন্তু তিনিই জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের শ্রেণিবিভাজন করছেন! বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ। গত রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন চোট পান ওয়াশিংটন সুন্দর। তা সত্ত্বেও ব্যাট করতে নামেন তারকা অলরাউন্ডার। সেই নিয়েই কাইফের প্রশ্ন, শুভমান গিল চোট পাওয়ার পর তাঁকে আর নামানো হয়নি। তাহলে সুন্দরকে নামানো হল কেন? রবিবার বল করার সময়ে আচমকাই সুন্দরের পিঠে টান লাগে। ব্যথা এতটাই তীব্র ছিল যে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না। এমনকী পিঠ চেপে ধরে ঝুঁকেও পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন সাপোর্ট স্টাফ। মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় ওয়াশিংটনকে। আর বল করতে পারেননি তিনি। কিন্তু ২২ বলে ২২ রান বাকি থাকার সময়ে ফের ব্যাট করতে নামেন। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, যন্ত্রণা নিয়েই খেলতে হচ্ছে। দৌড়ে রানও নিতে পারছিলেন না, তার ফলে রান তাড়ার ক্ষেত্রেও চাপ বাড়ে ভারতের উপর। শেষ পর্যন্ত ভারত জিতলেও নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকে ছিটকে যান ওয়াশিংটন। সাইড স্ট্রেনের কারণে গোটা সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তারপরেই গোটা বিষয়টি নিয়ে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ক্ষোভ উগরে দেন কাইফ। বলেন, ''ইডেনে যখন শুভমান চোট পেল, ওই টেস্টে আর ব্যাট করতে নামেনি। ম্যাচটা কিন্তু লো স্কোরিং ছিল, শুভমান ২০-৩০ রান করলে ভারত হয়তো জিতে যেত। শুভমানের চোট যেন বেড়ে না যায় সেকথা ভেবে টিম ম্যানেজমেন্ট ওকে আর মাঠে নামায়নি। সুন্দরের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই মানসিকতা দেখাল না ম্যানেজমেন্ট।'' কাইফের মতে, রবিবারের ম্যাচটা ভারতের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তাই চোট পাওয়া ক্রিকেটারকে নামিয়ে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। এই ঝুঁকির ফলে

সুন্দরের যে চোট হয়তো ১০ দিনে সেরে যেত, সেটা সারতে ৩০ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। সরাসরি গম্ভীরের নাম না নিলেও ম্যানেজমেন্টকেই বিঁধেছেন কাইফ। উল্লেখ্য, ঘরের মাঠে টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর একমাসও বাকি নেই। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে রয়েছেন ওয়াশিংটন। তিনি যদি মেগা টুর্নামেন্টের আগে সুস্থ হতে না পারেন তাহলে ধাক্কা খাবে ভারতই। অন্যদিকে এতদিন হর্ষিত রানার দলে ডাক পাওয়ার ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠত। ঘরোয়া ক্রিকেট কিংবা নিদেনপক্ষে আইপিএল এমন কোনও কীর্তি না গড়েও কী করে বিনা আয়াসে, তেমন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই জাতীয় দলে ডাক পেয়ে আসছেন হর্ষিত-সওয়াল তুলেছেন সমালোচকদের বড় অংশ। অবধারিতভাবে এই বিতর্কের পাকেচক্রে জড়িয়ে কোণঠাসা হয়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। যেহেতু রানা হেডস্যারের প্রিয় পাত্র, তাই অক্লেশে টিকিট জুটেছে-স্বজনপোষণের এই তত্ত্ব বাজারে বেশ জনপ্রিয়। টিম ইন্ডিয়ার 'বিতর্কিত' অলরাউন্ডার কখনও কখনও পারফর্ম করে জবাব দিয়েছেন। তবুও তাতে আগুন নেভেনি। এই অগ্নিকুণ্ডে এবার নতুন করে ঘৃতাহুতি। নেপথ্যে আয়ুষ বাদোনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাকি দুই ওয়ানডের জন্য তাঁর জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার খবর ছড়াতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। চোটের কারণে ওয়াশিংটন সুন্দর ছিটকে যাওয়ার পর বদলি হিসেবে আয়ুষের নাম ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। তাঁর পরিসংখ্যান চোখ ধাঁধানোর মতো নয়। এখনও পর্যন্ত ২২টি লিস্ট 'এ' ইনিংসে রান ৬৯৩, গড় ৩৬-এর সামান্য বেশি। একটি শতরান আর পাঁচটি অর্ধশতরান-এই পারফরম্যান্স কি সরাসরি জাতীয় দলে ঢোকার পক্ষে যথেষ্ট? চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে আয়ুষের ব্যাটও তেমন কথা বলছে না। তিন ইনিংসে রান মাত্র ১৬। এই জায়গা থেকেই সমালোচকদের প্রশ্ন-ফর্ম যখন নেই, তখন ডাকটা এল কীভাবে? অবশ্য শুধু সংখ্যার বিচারে ছবিটা অসম্পূর্ণ। আয়ুষ বাদোনির পক্ষেও যুক্তি কম নয়। আইপিএলে তাঁর পারফরম্যান্স নজর কাড়ার মতো। ১১ ইনিংসে ৩২৯ রান, স্ট্রাইক রেট প্রায় ১৫০। নিচের দিকে নেমে দ্রুত রান তোলার ক্ষমতা, সঙ্গে প্রয়োজনমতো ওভার বোল্ড করার সামর্থ্য-এই দু'য়ের মিশেলই বাদোনিকে আলাদা করেছে। ঘরোয়া লাল বলের ক্রিকেটেও আয়ুষ পুরোপুরি ব্যর্থ নন। চলতি রঞ্জি ট্রফিতে পাঁচ ইনিংসে ২১৮ রান, তিনটি অর্ধশতরান। সঙ্গে সাতটি উইকেট। এর আগে দলীপ ট্রফিতে চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ব্যাট-বল মিলিয়ে ছাপ রেখেছেন নিয়মিত। অর্থাৎ, 'একেবারে কিছুই করেননি'-এই অভিযোগ পুরোপুরি সত্যি নয়। সবচেয়ে বড় বিতর্কের জায়গা এখানেই। গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আয়ুষের ঘনিষ্ঠ কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টসে। কোচ হিসেবে গম্ভীর বরাবরই 'স্পার্ক' দেখলে খেলোয়াড়কে সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী। হর্ষিত রানার ক্ষেত্রেও সেই ছবি দেখা গিয়েছে। প্রথমে বিতর্ক, তারপর পারফরম্যান্স দিয়ে জবাব-এই চক্র কি এবারও ঘুরবে?

এখনও অনড় বাংলাদেশ, 'ভারতের খেলার পরিবেশ নেই' বলে আঁচ বাড়ালেন লিটনদের ক্রীড়া উপদেষ্টা

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ১৩ জানুয়ারিঃ ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন ঘিরে বিতর্ক নতুন নয়। তবে এ বার সেই বিতর্কে সরাসরি রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত মাত্রা যোগ করেছে বাংলাদেশ। যার আঁচ বাড়িয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন-বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলার মতো কোনও পরিবেশ নেই। আইসিসির নিরাপত্তা-সংক্রান্ত চিঠি পাওয়ার পরই এই অবস্থান আরও কঠোর করেছে ঢাকা। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নজরুল জানান, আইসিসির নিরাপত্তা দলের পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে দিচ্ছে, যে ভারতের পরিস্থিতি বাংলাদেশ দলের জন্য অনিরাপদ। তাঁর কথায়, ''এই চিঠির পর আর কোনও সন্দেহ নেই-বাংলাদেশের পক্ষে ভারতে বিশ্বকাপ খেলা বাস্তবসম্মত নয়।'' বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কাছে পাঠানো আইসিসির নিরাপত্তা দলের চিঠিতে তিনটি নির্দিষ্ট ঝুঁকির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশ দলের তারকা পেসার মুস্তাফিজুর রহমান যদি দলে থাকেন, তা হলে নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়তে পারে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সমর্থকেরা যদি প্রকাশ্যে জাতীয় দলের জার্সি পরে চলাফেরা করেন, তাও নিরাপত্তার দিক থেকে সমস্যাজনক হতে পারে। তৃতীয়ত, ভারতে যত নির্বাচনের সময় এগোবে, বাংলাদেশ দলের বিপদ তত চড়বে। এই তিনটি পয়েন্টকে 'অদ্ভুত' ও 'অবাস্তব' বলে তীব্র

আক্রমণ করেন আসিফ নজরুল। তাঁর বক্তব্য, ''আমাদের সেরা বোলারকে বাদ দিয়ে দল বানাতে হবে, সমর্থকেরা দেশের জার্সি পরতে পারবেন না, এমনকি জাতীয় নির্বাচন পিছিয়ে দিতে হবে-এহেন প্রত্যাশা যুক্তিহীন এবং হাস্যকর!'' ক্রীড়া উপদেষ্টার দাবি, ভারতে বর্তমানে যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ-বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়েছে, তা উপেক্ষা করা যায় না। তিনি বলেন, ''গত ১৬ মাস ধরে ভারতে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচার চলছে। এই পরিবেশে আমাদের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অসম্ভব।'' এখানেই থামেননি নজরুল। তাঁর মতে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি নিজেরাই কোনও খেলোয়াড়কে না খেলানোর ইঙ্গিত দেয়, তা হলে তা সবচেয়ে বড় প্রমাণ, যে সেখানে খেলার পরিবেশ নেই। ''যেখানে খেলার ন্যূনতম পরিবেশ নেই, সেখানে বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রশ্নই ওঠে না!''-সাফ কথা বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টার। বাংলাদেশের বক্তব্য এখানেই শেষ নয়। আসিফ নজরুল স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, আইসিসি যদি সত্যিই একটি বৈশ্বিক সংস্থা হয়, তাহলে কোনও একক দেশের 'বাজারমূল্য' সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। তাঁর প্রস্তাব, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশ-সংক্রান্ত ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা হোক। ''ক্রিকেট কারও একার সম্পত্তি নয়। কোনও দেশের একচেটিয়া আধিপত্যে খেলার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে পারে না!''-এই মন্তব্যে আইসিসির ওপর চাপ বাড়িয়েছে ঢাকা। বার্তা পরিষ্কার-নিরাপত্তা ও সম্মানের প্রশ্নে কোনও আপস নয়। সব মিলিয়ে, ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে বিতর্ক যে আরও তীব্র হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের কড়া অবস্থান আইসিসিকে কোন পথে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে, সেটাই এখন দেখার।

কোহলি-ধাওয়ানকে পেছনে ফেলতে দরকার মাত্র ৩৪!

রাজকোটেই নজির গড়তে পারেন শ্রেয়স

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারতীয় একদিনের ক্রিকেটে বড় রেকর্ড ভাঙার মুখে দাঁড়িয়ে শ্রেয়স আইয়ার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন দ্বিতীয় ওয়ানডেতেই ইতিহাস গড়ার সুযোগ। দরকার মাত্র ৩৪ রান। সেই রান পকেটে এলেই পিছনে পড়ে যাবেন বিরাট কোহলি ও শিখর ধাওয়ান-ভারতের সেরা ব্যাটারদের তালিকায় যাঁদের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে। রাজকোটের মাঠে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে নামার আগে তাই শ্রেয়সকে ঘিরে প্রত্যাশা তুঙ্গে। শুধু সিরিজ জয় নয়, এই ম্যাচে চোখ থাকবে এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের দিকেও।

এই মুহূর্তে ওয়ানডে ক্রিকেটে আইয়ারের সংগ্রহ ৬৮ ইনিংসে ২,৯৬৬ রান। গড় ৪৭.৮৩। রয়েছে পাঁচটি শতরান ও ২৩টি অর্ধশতক। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে যদি তিনি ৩৪ রান করতে পারেন, তাহলেই পূর্ণ হবে ৩,০০০ রান। যা তাঁকে করে তুলবে ভারতের দ্রুততম ব্যাটার। এই রেকর্ড এখনও শিখর ধাওয়ানের দখলে। তিনি ৭২ ইনিংসে এই মাইলস্টোনে পৌঁছেছিলেন। তার পরেই বিরাট কোহলি-৭৫ ইনিংসে। শ্রেয়স যদি রাজকোটে সফল হন, তাহলে মাত্র ৬৯ ইনিংসেই ৩,০০০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে যাবেন। শুধু ভারতীয় শিবির নয়, বিশ্বক্রিকেটের নিরিখেও তা হতে পারে বিরাট সাফল্য। শ্রেয়স তখন কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডসের সঙ্গে যুগ্মভাবে চতুর্থ দ্রুততম ব্যাটার হয়ে উঠবেন। সব মিলিয়ে রেকর্ড অবশ্য এখনও দক্ষিণ আফ্রিকার হাশিম আমলার দখলে-যিনি মাত্র ৫৭ ইনিংসে এই কীর্তি গড়েছিলেন। বরোদায় প্রথম ওয়ানডেতে কামব্যাকের পর নিজের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রেয়স। দীর্ঘদিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেই খেলেছেন ঝরঝরে ইনিংস-৪৭ বলে ৪৯ রান। চারটি চার ও একটি ছক্কা। আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং। ওই ম্যাচে তৃতীয় উইকেটে বিরাট কোহলির সঙ্গে ৭৭ রানের জুটি গড়েন শ্রেয়স। যা ৩০১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে ম্যাচের রাশ ভারতের হাতে তুলে দেয়। দলের প্রয়োজনে কীভাবে ইনিংস গুছিয়ে খেলতে হয়, তার নমুনা আবারও পেশ করেছেন শ্রেয়স। এই সিরিজে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক। ফলে দায়িত্ব আরও বেশি। ব্যাট হাতে রান করা তো বটেই, মাঝের ওভারে চাপ সামলানো, পার্টনারশিপ গড়া-সব দিকেই তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাচ ধরতে গিয়ে প্লীহায় চোট পাওয়ার পর শ্রেয়সের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে মাঠে নেমে সেই সংশয় অনেকটাই মিটিয়েছেন তিনি। বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে খেলেছেন একাধিক কার্যকর ইনিংস। হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে চার নম্বরে নেমে ৫৩ বলে ৮২ রান। ম্যাচ শেষে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মেডিক্যাল টিম তাঁর ফিটনেসে আপাতত সন্তুষ্ট। নির্ধারিত সময়ের আগেই পেয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের ছাড়পত্র। এখন সামনে লক্ষ্য-দলকে জেতানো, রাজকোটে ব্যাট হাতে ইতিহাস লেখা, কোহলি-ধাওয়ানদের পাশে নিজের নাম বসানো।

দুদিন ফাঁকা মাঠে হবে ডব্লুপিএল

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৩ জানুয়ারিঃ মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগে দর্শক উন্মাদনার মধ্যেই এক ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিল বোর্ড। নিরাপত্তাজনিত কারণে আসন্ন দু'টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সম্পূর্ণ ফাঁকা স্টেডিয়ামে। ফলে মাঠে বসে

জেমাইমা রড্রিগেজ বা হরমনপ্রীত কৌরের খেলা দেখার সুযোগ পাবেন না ক্রিকেটপ্রেমীরা। আগামী ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পটেল স্টেডিয়ামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। ১৪ জানুয়ারি ইউপি ওয়ারিয়জের মুখোমুখি হবে দিল্লি ক্যাপিটালস এবং ১৫ জানুয়ারি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স খেলবে ইউপি ওয়ারিয়জের বিরুদ্ধে। তবে এই দু'দিন কোনও দর্শককে স্টেডিয়ামে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। এর মূল কারণ মুম্বই পুরসভার নির্বাচন। ১৫ জানুয়ারি ভোটগ্রহণ এবং ১৬ জানুয়ারি ভোট গণনা। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কারণে শহরে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা সম্ভব নয় বলেই জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ইএসপিএন সূত্রে খবর, পুলিশের পক্ষ থেকেই বিসিসিআইকে বিষয়টি জানানো হয়। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই বোর্ড শেষ পর্যন্ত দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিস্থিতিতে শুধু ১৪ ও ১৫ জানুয়ারিই নয়, আপাতত ১৬ জানুয়ারির ম্যাচের টিকিট বিক্রিও বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই দিনও দর্শকশূন্য মাঠে খেলা হবে কি না, তা এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে ১৭ জানুয়ারির ম্যাচের টিকিট ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। মাঠে বসে খেলা দেখা না গেলেও হতাশ হওয়ার কারণ নেই সমর্থকদের। টেলিভিশন ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে ম্যাচগুলি। ফলে ঘরে বসেই প্রিয় দলের খেলা উপভোগ করতে পারবেন দর্শকরা। উল্লেখ্য, গত ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মেয়েদের আইপিএল। টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৫ ফেব্রুয়ারি। বর্তমানে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে বেঙ্গালুরু। দর্শকশূন্য এই দু'টি ম্যাচ সাময়িক ব্যতিক্রম হলেও, মেয়েদের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তায় কোনও ভাটা পড়বে না বলেই মনে করছে ক্রিকেটমহল।

লিভারপুলের কাছ থেকে 'রসগোল্লা'র মতো গোল পেয়ে অপমানবোধ করছে প্রতিপক্ষ

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ১৩ জানুয়ারিঃ কথায় আছে, একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। সেটা শুধু রাস্তাঘাটে নয়, বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা তো বিভিন্ন জায়গাতে ঘটতে পারে। তাতে কখনো না ভোলার মতো এমন সব দুঃস্বপ্ন তৈরি হয়, যা আসলে মানুষ ভুলে থাকতে চায়। লিভারপুল মিডফিল্ডার দমিনিক সোবোসলাইয়ের কথাই ধরুন। গতকাল রাতে এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে তিনি এমন এক ভুল করেন, যা দেখে রসিকতা করে কেউ কেউ বলতে পারেন, 'একটি ব্যাক-হিল হতে পারত সারা জীবনের কান্না।' হতে পারত-কথাটা বলার কারণ, শেষ পর্যন্ত তা আর হয়নি। ইংলিশ ফুটবলে তৃতীয় স্তরের দল বার্নসলিকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম ফুটবল প্রতিযোগিতার পরের ধাপে উঠেছে লিভারপুল। ওই ভুলের আগে চোখধাঁধানো এক গোলও করেন সোবোসলাই। তাতেও অবশ্য মুক্তি মিলছে না হাঙ্গেরি তারকার। জয়ের পর লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট তাঁর ভুল নিয়েই কথা বলেছেন, ''এফএ কাপ, লিগ কাপ, প্রীতি ম্যাচ কিংবা অনুশীলনেও এমন ভুল করা উচিত নয়। অদ্ভুত এক সিদ্ধান্ত এবং এ বিষয়ে আমার নিজস্ব মতামত আছে। কিন্তু সেটা আমি নিজের মধ্যেই রাখতে চাই এবং বিষয়টি নিয়ে দমের সঙ্গে কথা বলব।'' সোবোসলাইয়ের ভুলটি আসলে অদ্ভুত এক সিদ্ধান্তের ফসল, যেটা ম্যাচ শেষে বলেছেন স্লট। ম্যাচে তখন ৪০ মিনিট। লিভারপুলের বক্সের ভেতর বলের দখল নিতে দৌড় দেন সোবোসলাই ও বার্নসলি মিডফিল্ডার অ্যাডাম ফিলিপস। সোবোসলাই বলের দখল পেয়ে যান আগে, তাঁর পেছনে তখন ফিলিপস। সবাইকে বিস্মিত করে সোবোসলাই বলটা ব্যাক-হিল করার

চেষ্টা করেন। অর্থাৎ পায়ের গোড়ালির টোকায় তাঁর পেছনে থাকা কাউকে বলটি দিতে চেয়েছিলেন সোবোসলাই। কিন্তু কাকে দিতে চেয়েছিলেন সেটাই বড় প্রশ্ন। সম্ভবত লিভারপুল গোলকিপার গিওর্গি মামারদাশভিলি ছিলেন সোবোসলাইয়ের লক্ষ্য। মামারদাশভিলি তাঁর পেছনে ছিলেন না, একটু সাইডে গোললাইনে নিজের জায়গায় ছিলেন। আর সোবোসলাই ব্যাকহিলটাও ঠিকমতো করতে পারেননি, উল্টো বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারান। তাতে কয়েক সেকেন্ডের জন্য পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে গোল করতে বলটা যেন চামচে তোলা রসগোল্লার মতো ফিলিপসের মুখে তুলে দিলেন সোবোসলাই! ফিলিপসও গোল করতে ভুল করেননি আর সোবোসলাইও নিশ্চয়ই ওই মুহূর্তের ভিডিও কখনো দেখতে চাইবেন না। প্রতিপক্ষের ভুলে গোল পেলেও তাতে বার্নসলি কোচ কনোর হাউরিহানেরও আঁতে ঘা লেগেছে। তাঁর চোখে এমন গোল তাঁর দলের জন্য 'অসম্মানজনক'। টিএনটি স্পোর্টসকে হাউরিহান বলেন, ''নিজেদের গোলটি নিয়ে আমি অসন্তুষ্ট। কারণ, সে (সোবোসলাই) এটা (ব্যাক-হিল) চেলসি কিংবা আর্সেনালের সঙ্গে করত না।'' বার্নসলি কোচের কাছে সরাসরি জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি এই গোলকে অসম্মানজনক বলে মনে করছেন কি না? উত্তর শুনুন তাঁর মুখেই, ''হ্যাঁ, তা তো বটেই। সে প্রিমিয়ার লিগ কিংবা চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে এটা করত না। তাই আমি একটু অসন্তুষ্ট, (প্রতিপক্ষের প্রতি) সম্মানের অভাব ছিল।'' তবে ম্যাচে ৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ৩৫ গজি শটে সোবোসলাই যে গোলটি করেন, সেটাও তাঁর ওই ভুলের মতোই অবিশ্বাস্য। বার্নসলি গোলকিপার মার্ফি কুপার তো বটেই, কোনো গোলকিপারের পক্ষেই সম্ভবত তা ঠেকানো সম্ভব না। প্রতিযোগিতাটি এফএ কাপ হলেও এই ম্যাচে প্রিমিয়ার লিগের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এই মরসুমে দারুণ এক কীর্তিও গড়েন সোবোসলাই-এক ম্যাচে গোল করার পাশাপাশি ন্যূনতম ১০০ পাস (১০৫) ও ন্যূনতম ১০ বার (১২) বল দখল করেছেন। লিভারপুলের হয়ে অন্য তিনটি গোল করেন জেরেমি ফ্রিমপং, ফ্লোরিয়ান ভির্টস ও হুগো একিতেকে। ম্যাচ শেষে ওই ভুলই সোবোসলাইকে অনুশোচনায় ভুগিয়েছে। সেটা বোঝা গেল তাঁর কথায়, ''দলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। একটি সহজ ভুলে অন্যদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে তুলেছি।'' তবে সোবোসলাইয়ের এই দুঃখ প্রকাশে সবাই সম্ভবত খুব সহজেই তাঁর প্রতি নরম হবেন না। সিটির প্রাক্তন ডিফেন্ডার জোলেয়ন লেসকটের চোখেও সোবোসলাইয়ের ভুল প্রতিপক্ষের প্রতি 'অসম্মানজনক'।

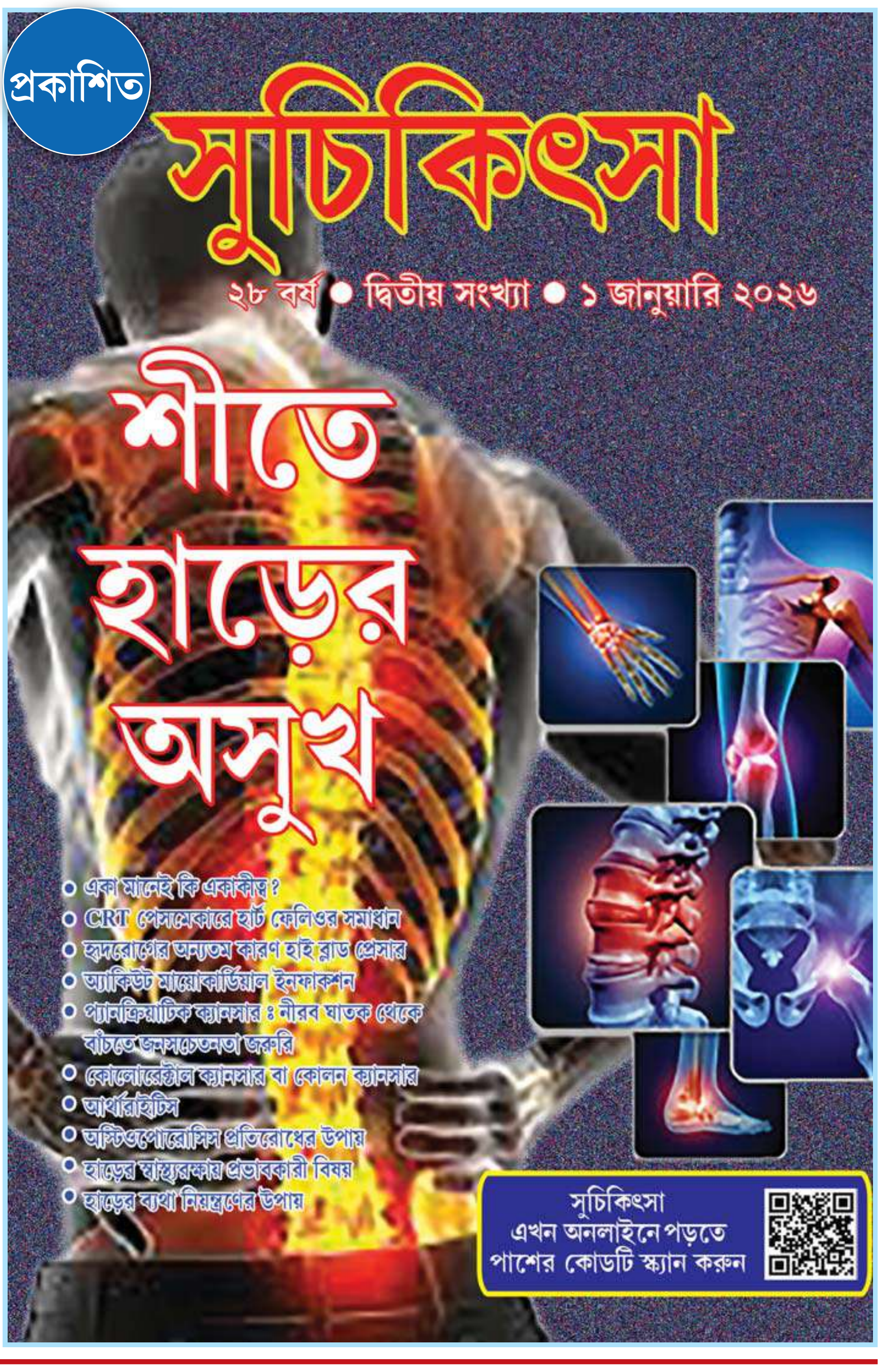

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com